অন্ত্য-লীলা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্ । দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং পুনরাগতং শ্রীসনাতনং দেহপাতাৎ দেহত্যাগাৎ অবন্ রক্ষন্ পরীক্ষয়া শুদ্ধং স্বস্য পুরপথি-গমনাযোগ্যত্বমননাৎ তপ্তবালুকাপথি গমনেন মর্য্যাদারক্ষণলক্ষণম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্তৃক—দেহত্যাগ হইতে শ্রীপাদ সনাতনের রক্ষণ, জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে তাঁহার পরীক্ষণাদি লীলা বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। শ্রীগৌরঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) বৃন্দাবনাৎ (শ্রীবৃন্দাবন হইতে) পুনঃ প্রাপ্তং (পুনরাগত) শ্রীসনাতনং (শ্রীসনাতনকে) স্নেহাৎ (স্নেহবশতঃ) দেহপাতাৎ (দেহত্যাগ হইতে) অবন্ (রক্ষা করিয়া) পরীক্ষয়া (পরীক্ষা দ্বারা) শুদ্ধং চক্রে (শুদ্ধ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গ, বৃন্দাবন হইতে পুনরাগত শ্রীসনাতনকে স্নেহবশতঃ (রথাগ্রে) দেহত্যাগ হইতে রক্ষা করিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে শুদ্ধ করিয়াছেন। (অর্থাৎ শ্রীসনাতনের মর্য্যাদারক্ষণরূপ পবিত্রতা প্রকটিত করিয়াছিলেন; অথবা অঙ্গের ব্রণক্লেদাদি দূর করিয়াছিলেন)। ১

শ্রীপাদ সনাতন শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঝারিখণ্ড-পথে নীলাচলে আসিয়াছিলেন; ঝারিখণ্ডের জলবায়ুর দোষে তাঁহার দেহে কণ্ডু জন্মিয়াছিল; তাহাতে এবং ভক্ত্যুত্থ দৈন্যবশতঃ নিজেকে নিতান্ত নীচ মনে করাতে তাঁহার নির্ব্বেদ জন্মিয়াছিল এবং তাঁহার অযোগ্য দেহদ্বারা শ্রীজগন্নাথদর্শনাদি ঘটিবে না ভাবিয়া তিনি নীলাচলে পৌঁছিয়া রথের চাকার নীচে পড়িয়া দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করাইয়াছিলেন। প্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া তাঁহার অঙ্গের ব্রণ-ক্লেদাদিও দূরীভূত করিয়া তাঁহাকে ব্রণমুক্ত (শুদ্ধ) করিয়াছিলেন। আর একদিন—মর্য্যাদারক্ষণ-বিষয়ে শ্রীসনাতনকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে—প্রভু তাঁহাকে যমেশ্বর-টোটায় মধ্যাহ্নে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন জ্যৈষ্ঠমাস, মন্দিরের নিকট দিয়া গেলেই যমেশ্বর-টোটায় সহজে যাওয়া যাইত; কিন্তু নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করিতেন বলিয়া জগন্নাথের সেবকের স্পর্শ-ভয়ে সনাতন সোজা পথে না যাইয়া সমুদ্রতীর-পথে গেলেন; রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপর দিয়া যাওয়ায় তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রভুকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হওয়ার আনন্দে তিনি এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে, ফোস্কার অনুভূতিই তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, নিজেকে নিতান্ত অপবিত্র মনে করিয়া জগন্নাথের সেবকের ও মন্দিরের মর্য্যাদা-রক্ষার্থ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সোজা এবং শীতল পথে না যাইয়া তিনি যে দুঃসহ রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় পথে প্রভুর নিকটে গিয়াছিলেন, তাহাতেই মর্য্যাদা-রক্ষণ-বিষয়ে তাঁহার সাবধানতা—সুতরাং সেই বিষয়ে, তাঁহার চিত্তের পবিত্রতা—প্রকটিত হইয়াছিল।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥ ২
ঝারিখণ্ডপথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥ ৩
ঝারিখণ্ডের জলে দুঃখ-উপবাস হৈতে।
গাত্রকণ্ডু হৈলা, রসা চলে খাজুয়া হৈতে ॥ ৪
নির্ব্বেদ হইল, পথে করেন বিচার—।
নীচজাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার ॥ ৫
জগন্নাথ গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥ ৬
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২। শ্রীরূপ-গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশ নিয়া যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শ্রীসনাতন-গোস্বামীও মথুরা হইতে নীলাচলে আসিলেন। পথে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ, শ্রীরূপ গৌড়ের দিকে গিয়াছেন, আর শ্রীসনাতন কাশী হইতে ঝারিখণ্ডের পথে নীলাচলে আসিয়াছেন।

৩। **ঝারিখণ্ড-পথে**—শ্রীক্ষেত্র হইতে কাশী পর্য্যন্ত পথে যে বন্য প্রদেশ ছিল, তাহাকে ঝারিখণ্ড বলিত। সনাতন-গোস্বামী এই বন্য-প্রদেশ দিয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভুও এই পথেই শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন। **একলা**—সনাতন-গোস্বামীর সঙ্গে অপর কেহ ছিলেন না। **চর্ব্বণ**—চানা চিবাইয়া ক্ষুধা-নিবারণ করা।

৪। **ঝারিখণ্ডের জলে** ইত্যাদি—ঝারিখণ্ডের বনের পথে জল অত্যন্ত খারাপ ছিল; সেই জলের দোষে সনাতনের গায়ে চুলকুনি উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে সনাতনকে উপবাস করিতেও হইত; এই উপবাসের দরুণ পিত্ত দুষ্ট হওয়াতেও গায়ে এক রকম চুলকুনি উঠিয়াছিল। এই সকল চুলকুনিতে গায়ে খুব চুলকাইত এবং চুলকাইলেই চুলকুনি হইতে রস পড়িত। **গাত্র-কণ্ডু**—কণ্ডু একরকম ব্রণ বা পাঁচড়া; চুলকুনি। **রসা**—রস; ব্রণের জল। **খাজুয়া হৈতে**—চুলকুনি হইতে।

৫। **নির্ব্বেদ**—এই সংসার অনিত্য, আমার এই দেহ অনিত্য, এই অনিত্যদেহে সুখের জন্য কত অন্যায় কাজ করিয়াছি, একদিনও ভগবদ্ভজন করি নাই, ইত্যাদিরূপ জ্ঞানকে মনের নির্ব্বেদ অবস্থা বলে। ঝারিখণ্ড-পথে চলিবার সময় সনাতনের মনে এইরূপ নির্ব্বেদ-অবস্থা জন্মিয়াছিল। **পথে করেন বিচার**—পথে চলিতে চলিতে সনাতন বিচার করিতে লাগিলেন। কি বিচার করিতে লাগিলেন, তাহা পরে বলিতেছেন। **নীচ জাতি** ইত্যাদি—সনাতন এইরূপ বিচার করিতেছেন—আমি অত্যন্ত নীচজাতি, আমার দেহও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অযোগ্য। **নীচ জাতি**—বাস্তবিক নীচজাতিতে সনাতনের জন্ম হয় নাই; তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কর্ণাট-রাজবংশে তাঁহার জন্ম। তথাপি চাকুরী উপলক্ষ্যে যবনের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন বলিয়া দৈন্যবশতঃ নিজেকে তিনি অত্যন্ত নীচ বলিয়া মনে করিতেন। **অসার**—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অযোগ্য, সুতরাং সারশূন্য। অকর্ম্মণ্য, তুচ্ছ।

৬। **জগন্নাথ গেলে**—জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে গেলে। **তাঁর**—শ্রীজগন্নাথের। **দর্শন না পাইব**—সনাতন দৈন্য-বশতঃ নিজেকে নিতান্ত অস্পৃশ্য অপবিত্র বলিয়া মনে করিতেন, এবং এজন্য তিনি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যাইতেন না। তাই তিনি বিচার করিতেছেন—জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গেলেও জগন্নাথের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না; (কারণ, মন্দিরে না গেলে দর্শন করিবেন কিরূপে?) **মহাপ্রভুর দর্শন** ইত্যাদি—তিনি বিচার করিলেন যে, জগন্নাথের দর্শন তো পাইবই না, সকল সময়ে মহাপ্রভুর দর্শনও পাইব না (ইহার হেতু পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে।)

৭। সর্ব্বদা মহাপ্রভুর দর্শনও কেন পাইবেন না, তাহাই বলিতেছেন। সনাতন বিচার করিতেছেন—শুনা যায়, প্রভুর বাসা নাকি জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে; কিন্তু মন্দিরের নিকটে আমার যাওয়ার অধিকার নাই; তাই

জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে ॥ ৮
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয়, আর সদ্গতি পাইয়ে ॥ ৯
জগন্নাথ রথযাত্রায় হৈবেন বাহির।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥ ১০
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব, এই পরম-পুরুষার্থ ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর বাসায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। মাঝে মাঝে রাস্তায়-ঘাটে হয়তো দর্শন পাইতে পারি, কিন্তু সর্ব্বদা দর্শন অসম্ভব।

মন্দির-নিকটে—জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে (কাশীমিশ্রের বাড়ীতে)। **শুনি**—শুনিতে পাই। **তাঁর**—প্রভুর। **বাসা-স্থিতি**—বাসস্থান। **নাহি শক্তি**—অধিকার নাই। ইহার কারণ পরবর্ত্তী-পয়ারে লিখিত আছে।

৮। জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে সনাতনের যাওয়ার অধিকার কেন নাই, তাহা বলিতেছেন। সনাতন মনে মনে বিচার করিতেছেন—"জগন্নাথের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া জগন্নাথের সেবকগণ সর্ব্বদাই সেবা-কার্য্য-উপলক্ষ্যে চলাফেরা করিতে থাকেন। আমি যদি সেই স্থানে যাই, তাহা হইলে দৈবাৎ তাঁহারা আমাকে স্পর্শ করিয়া ফেলিতে পারেন; কিন্তু আমি নিতান্ত অপবিত্র, অস্পৃশ্য; সেবকগণের সহিত আমার স্পর্শ হইলে আমার অপরাধ হইবে।" এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সনাতন-গোস্বামী মন্দিরের নিকটে যাইতেন না, মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রভুর বাসায়ও যাইতেন না।

কার্য্য-অনুরোধে—সেবার কার্য্য উপলক্ষ্যে। **তাঁর**—জগন্নাথের সেবকের। **অপরাধে**—আমি অপবিত্র অস্পৃশ্য, সুতরাং আমার স্পর্শে সেবকও অপবিত্র হইবেন; সেবার অযোগ্য হইবেন; তাতেই আমার অপরাধ হইবে। এইরূপই সনাতনের মনের ভাব ছিল।

৯। বিচার করিয়া সনাতন স্থির করিলেন, "এই দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন হইবে না, জগন্নাথের দর্শন পাইব না, সর্ব্বদা প্রভুর দর্শনও পাইব না; সুতরাং এই দেহ রাখিয়া কোনও লাভই নাই। কিন্তু যদি কোনও ভালস্থানে এই অপবিত্র দেহটীকে ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার দুঃখের অবসানও হইবে, সদ্গতিও হইবে। রথযাত্রারও আর বিলম্ব নাই; রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে শ্রীজগন্নাথ রথে বাহির হইবেন, মহাপ্রভুও তখন সেখানে থাকিবেন। ঐ সময়ে রথের চাকার নীচে পড়িয়া আমি দেহত্যাগ করিব। রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথের বদন-চন্দ্র দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাতে দেহত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই আমার সদ্গতি হইবে, ভজনোপযোগী পবিত্র দেহ পাইব। এই অপবিত্র দেহ লইয়া শ্রীজগন্নাথের দর্শনাদির অভাবে যে দুঃখ পাইতেছি, তাহারও অবসান হইবে।"

তাতে—এই জন্য; এই দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন হইতেছে না, জগন্নাথের দর্শন মিলিবে না, সর্ব্বদা প্রভুর দর্শনও ঘটিয়া উঠিবে না বলিয়া। **ভাল স্থানে**—পবিত্র স্থানে। **দিয়ে**—ত্যাগ করি। **দুঃখ-শান্তি**—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ও প্রভুর দর্শনাদির অভাবে যে দুঃখ হইতেছে, তাহার অবসান। **সদ্গতি**—উত্তমা গতি; শ্রীকৃষ্ণ-ভজনোপযোগী পবিত্র দেহ লাভ, সর্ব্বদা প্রভুর দর্শন ও সেবার উপযোগী দেহ লাভ।

১০। **রথচাকায়**—জগন্নাথের রথের চাকার নীচে।

১১। রথচাকায় পড়িয়া দেহত্যাগ করিলে যে সদ্গতি হইতে পারে, তাহার তিনটী হেতু এই পয়ারে উক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, মহাপ্রভুর সাক্ষাতে (**মহাপ্রভুর আগে**) দেহত্যাগ; কেবল ইহাতেই সদ্গতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, (**আর দেখি জগন্নাথ**) জগন্নাথের বদনচন্দ্র দর্শন করিয়া দেহত্যাগ; কেবল ইহাতেও সদ্গতি হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, (**রথে ছাড়িব দেহ**) রথযাত্রার ন্যায় পবিত্র সময়ে এবং পবিত্র রথের চাকার নীচে দেহত্যাগ; কেবল ইহাতেও সদ্গতি হইতে পারে। সনাতন যে ভাবে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন, তাহাতে উক্ত তিনটী হেতুই

এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥ ১২
হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ-বন্দন।
হরিদাস জানি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৩
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে—প্রভু আসিব এখন ॥ ১৪
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৫
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া ॥ ১৬
হরিদাস কহে—সনাতন করে নমস্কার।
সনাতনে দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার ॥ ১৭
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা—॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিবে; সুতরাং ঐরূপ দেহত্যাগে নিশ্চয়ই তাঁহার পরম-পুরুষার্থ লাভ হইবে, ইহাই তিনি বিচারদ্বারা স্থির করিলেন। ৩।২।১৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **এই ত নিশ্চয় করি**—রথযাত্রায় রথের চাকার নীচে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া। **লোকে পুছি**—লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া। **হরিদাস-স্থানে**—হরিদাস-ঠাকুরের বাসায়। **উত্তরিলা**—উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস ঠাকুর কোথায় থাকেন, তাহা সনাতন জানিতেন না; তাই লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের উদ্ভবও যবনকুলে; তিনিও দৈন্যবশতঃ জগন্নাথের মন্দিরে বা প্রভুর বাসায় যাইতেন না; ইহা সম্ভবতঃ সনাতন জানিতেন। তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন, হরিদাসের বাসা মন্দির হইতে দূরেই হইবে; সুতরাং সেই বাসায় হরিদাসের সঙ্গেই তিনি থাকিতে পারিবেন। এজন্য খোঁজ করিয়া করিয়া সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৩। **তেঁহো**—শ্রীসনাতন; তিনি হরিদাস-ঠাকুরের বাসায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। **হরিদাস জানি** ইত্যাদি—সনাতন তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিয়া হরিদাস-ঠাকুর তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

১৪। **মহাপ্রভু দেখিতে** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের নিমিত্ত সনাতনের মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। হরিদাস তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্যস্ততার হেতু নাই; প্রভু এখনই তাঁহার বাসায় পদার্পণ করিবেন। (প্রত্যহ ঐ সময়ে প্রভু হরিদাসের বাসায় যাইতেন; সুতরাং সেইদিনও যাইবেন—ইহা অনুমান করিয়াই হরিদাস বলিয়াছিলেন—"আসিব এখন")।

১৫। **হেন কালে**—যে সময়ে হরিদাস ও সনাতন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে। **উপল-ভোগ**—শ্রীজগন্নাথের উপলভোগ; প্রাতঃকালের এক রকম ভোগের নাম উপলভোগ।

১৬। **দোঁহে**—সনাতন ও হরিদাস। **আলিঙ্গিল**—আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

১৭। মহাপ্রভু যেন এতক্ষণ শ্রীসনাতনকে লক্ষ্য করেন নাই। তাই হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, ঐ সনাতন তোমাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।" সনাতনকে দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন—এমন সময় সনাতন কোথা হইতে কিরূপে আসিল! **হৈল চমৎকার**—প্রভু বিস্মিত হইলেন।

১৮। **আগে হইলা**—প্রভু অগ্রসর হইলেন; আগাইয়া গেলেন। **পাছে ভাগে**—সরিয়া যায়েন। সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রভু অগ্রসর হইয়া যায়েন; সনাতন কিন্তু পেছনে সরিয়া সরিয়া যাইতেছেন, প্রভুর নিকটে ধরা দিতেছেন না।

মোরে না ছুঁইহ প্রভু ! পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম, আরে কণ্ডুরসা গায় ॥ ১৯

বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ২০

সবভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সভার চরণ-বন্দনে ॥ ২১

সভা লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে ॥ ২২

কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহে—পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥ ২৩

মথুরার বৈষ্ণবের গোসাঞি কুশল পুছিল।
সভার কুশল সনাতন জানাইল ॥ ২৪

প্রভু কহে—ইহাঁ রূপ ছিলা দশমাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিনদশ ॥ ২৫

তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল, রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥ ২৬

সনাতন কহে—নীচবংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত—আমার কুলধর্ম্ম ॥ ২৭

হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯। সনাতন কেন পেছনে সরিয়া যাইতেছেন, তাহার কারণ সনাতনের কথাতেই এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। সনাতন বলিলেন—"প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়িয়া মিনতি করিতেছি, আমাকে তুমি ছুঁইও না। একে তো আমি নিতান্ত নীচ, নিতান্ত অধম; সুতরাং তোমার স্পর্শের অযোগ্য। তার উপর আবার গায়ে কণ্ডু হওয়াতে সমস্ত দেহে কণ্ডুর কুৎসিৎ দুর্গন্ধ রস লাগিয়া রহিয়াছে; আমাকে আলিঙ্গন করিলে তোমার দেহে এই কুৎসিৎ রস লাগিবে; তাই আমার কাতর-প্রার্থনা, প্রভু তুমি আমায় ছুঁইও না।"

২০। বলাৎকারে—সনাতনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করিয়া। **কণ্ডুক্লেদ**—কণ্ডুর ময়লা; রস-ইত্যাদি।

প্রভু জোর করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন; তাতে সনাতনের দেহের কণ্ডুরস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়াছিল।

২১। সব ভক্তগণে—প্রভু সঙ্গীয় ভক্তগণের প্রত্যেকের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। সনাতনও একে একে সকলের চরণ বন্দনা করিলেন।

২২। পিণ্ডার উপরে—হরিদাসের বাসাঘরের পিঁড়ার (দাওয়ার) উপরে।

সকলে পিণ্ডার উপরে বসিলেন, কেবল হরিদাস ও সনাতন দৈন্যবশতঃ পিণ্ডার নীচে বসিলেন।

২৩। তেঁহো কহে—সনাতন বলিলেন। **পরম মঙ্গল** ইত্যাদি—কুশল প্রশ্নের উত্তরে সনাতন বলিলেন, "প্রভু, আমার পরম মঙ্গল; যেহেতু তোমার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।"

২৪। মথুরার বৈষ্ণবের—মথুরা (বৃন্দাবন)-বাসী বৈষ্ণবদিগের। **গোসাঞি**—মহাপ্রভু।

২৫-২৬। প্রভু সনাতনকে বলিলেনঃ—শ্রীরূপ এখানে দশমাস ছিলেন; মাত্র দিন দশেক হইল, এখান হইতে গৌড়ে গিয়াছেন। শ্রীরূপের মুখে শুনিলাম, তোমার ভাই অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। অতি উত্তম লোক ছিলেন; রঘুনাথে (শ্রীরামচন্দ্রে) তাঁহার অত্যন্ত দৃঢ়ভক্তি ছিল।

২৭। এই পয়ার সনাতনের দৈন্যোক্তি।

২৮। হেনবংশে—এইরূপ নীচ, কুকর্ম্ম-রত বংশকে।

ঘৃণা ছাড়ি—এইরূপ নীচবংশকে সকলে ঘৃণাই করিয়া থাকে। কেহ ইহার নিকটেও যায় না; কিন্তু প্রভু

সেই অনুপম ভাই বালক-কাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥ ২৯

রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥ ৩০

আমি আর রূপ—তাঁর জ্যেষ্ঠ-সহোদর।
আমা দোঁহাসঙ্গে তেঁহো রহে নিরন্তর॥ ৩১

আমা-সভা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুইজনে—॥ ৩২

শুনহ বল্লভ! কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর॥ ৩৩

কৃষ্ণ-ভজন কর তুমি আমা দোঁহার সঙ্গে॥
তিনভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথারঙ্গে॥ ৩৪

এই মত বারবার কহি দুই জন।
আমাদোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ ৩৫

'তোমাদোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব?
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিব॥' ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তুমি কৃপা করিয়া ঘৃণাত্যাগপূর্ব্বক এই বংশকে আত্মসাৎ করিয়াছ। তোমার কৃপায় আমাদের বংশের সকল দিকেই মঙ্গল।

২৯। এই পয়ার হইতে চৌদ্দ পয়ারে সনাতন, অনুপমের গুণ বর্ণনা করিতেছেন।

সেই অনুপম—মহাপ্রভু যে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা বলিলেন।

৩০। নাম আর ধ্যান—রাত্রিদিন সর্ব্বদাই রঘুনাথের নামকীর্ত্তন করিতেন এবং তাঁহার রূপ ধ্যান করিতেন। **শুনে করে গান**—নিজে সর্ব্বদা রামায়ণ গান করিতেন এবং অপরের মুখেও শুনিতেন।

৩১। আমি আর রূপ—আমি (সনাতন) ও শ্রীরূপ উভয়ই অনুপমের বড় ভাই; আমরা তিনজনেই এক মায়ের সন্তান (সহোদর)

৩২। অনুপম আমাদের সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ শুনিতেন। আমরা দুইজনে একদিন অনুপমকে এইভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

৩৩-৩৪। "শুনহ বল্লভ" হইতে "কৃষ্ণকথা রঙ্গে" পর্য্যন্ত দুই পয়ার। অনুপমকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত রূপ ও সনাতন বলিলেন—"দেখ বল্লভ! কৃষ্ণ ভজন কর। কৃষ্ণ পরম-মধুর, কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য, কৃষ্ণের মাধুর্য্য, কৃষ্ণের প্রেম, কৃষ্ণের বিলাস, সমস্তই অফুরন্ত মাধুর্য্যের ও আনন্দের উৎস; এমন মাধুর্য্য আর কোথাও নাই। তুমি আমাদের সঙ্গে কৃষ্ণভজন কর—তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপন করিয়া ধন্য হইতে পারিব।"

বল্লভ—অনুপমের অপর নাম বল্লভ; ইনি শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা।

৩৫। গৌরবে কিছু ইত্যাদি—আমরা (রূপ ও সনাতন) অনুপমের বড়ভাই, গুরুজন; শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত আমরা বারবারই তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। গুরুজনের বাক্য আর কত দিনই বা উপেক্ষা করিবেন, ইহা ভাবিয়াই (গৌরবে) বোধ হয়, অনুপমের মন একটু পরিবর্ত্তিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করার জন্য যেন ইচ্ছা হইল।

এই পয়ারে "কিছু" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, রূপ ও সনাতনের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া অনুপমের চিত্ত যে তাঁহার উপাস্য রঘুনাথ হইতে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া আসিয়াছিল, তাহা নহে। গুরুজনের আদেশ পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিতে গেলে পাছে অপরাধ হয়, এই ভয়েই অনুপম অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

৩৬। তখন অনুপম বলিলেন—"তোমরা আমার বড়ভাই, গুরুজন; আমি কতবার আর তোমাদের আদেশ লঙ্ঘন করিব? আমি তোমাদের আদেশ মত তোমাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই করিব, আমাকে দীক্ষামন্ত্র দাও।"

এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ—।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ? ॥ ৩৭
সবরাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমাদোঁহা কৈল নিবেদন—॥ ৩৮
রঘুনাথের পদে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥ ৩৯
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥ ৪০
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায় ॥ ৪১
তবে আমি দোঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
'সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার' কহি প্রশংসিল ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭-৪১। "এত কহি" ইত্যাদি হইতে "প্রাণ ফাটি বাহিরায় ॥" পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ার ঃ—অনুপম কেবল মুখেই বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণভজন করিব, দীক্ষামন্ত্র দাও"; কিন্তু তিনি কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্র হইতে তাঁহার চিত্তকে তুলিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন না। যে দিন বড়-ভাইদের নিকটে কৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত দীক্ষামন্ত্র চাহিলেন, সেইদিন রাত্রিতেই তিনি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মন কিছুতেই শ্রীরঘুনাথকে ত্যাগ করিতে রাজী নহে। "এতদিন যাঁহার ভজন করিয়াছি, যাঁহার চরণে একবার মাথা বেচিয়াছি, এখন কিরূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব ? একথা ভাবিতেও যে প্রাণ ফাটিয়া যায়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনুপম সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন—সেই রাত্রিতে তাঁহার আর ঘুম হইল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া রূপ-সনাতনের নিকটে যাইয়া তিনি বলিলেন—"তোমরা আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমাদের আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। আমি রঘুনাথের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার চরণ হইতে আর ছুটিয়া আসিতে পারি না—ছুটিয়া আসার কথা ভাবিলেও যেন প্রাণ ফাটিয়া যায়। দাদা ! তোমরা উভয়ে কৃপা করিয়া আমাকে আদেশ কর, আমি যেন রঘুনাথের ভজন করি। আর এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মে জন্মে শ্রীরঘুনাথের চরণই সেবা করিতে পারি।"

৪২। **তবে**—অনুপমের কথা শুনিয়া। **আমি দোঁহে**—আমরা দুইজনে (রূপ ও সনাতন)। **তারে আলিঙ্গন**—অনুপমকে আলিঙ্গন করিলাম।

সনাতন বলিলেন—"অনুপমের মুখে শ্রীরঘুনাথের চরণে তাঁহার দৃঢ়ভক্তির কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং তাঁহার দৃঢ়ভক্তির অত্যন্ত প্রশংসা করিলাম"।

অনুপমের দৃঢ়ভক্তিটি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই রূপ-সনাতন তাঁহাকে শ্রীরামের সেবা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে বলিয়াছিলেন। অনুপম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিলেন। বাস্তবিক সকলের রুচি সমান নহে, সকলের ভাবও সমান নহে। ভগবানেরও অনন্ত-স্বরূপ। যে স্বরূপে যাঁহার রুচি হয়, শ্রদ্ধা হয়, তিনি সেই স্বরূপের উপাসনা করিয়াই ধন্য হইয়া যাইতে পারেন—তবে উপাসনাটি ভক্তির সহিত হওয়া দরকার; ভক্তির সহিত উপাসনা, সেব্য-সেবকভাবে উপসনাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। ভক্তি-ভাবের উপাসনায় যদি নিজের উপাস্যের প্রতি কোনও সাধকের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও প্রীতি থাকে, তাহা হইলে তিনি যে স্বরূপের উপাসকই হউন না কেন, তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র—তাঁহার উপাস্য আমাদের উপাস্য হইতে পৃথক্ হইলেও তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র—অনুপমের ও মুরারি গুপ্তের দৃষ্টান্ত-দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দলাদলির সৃষ্টি করিয়া থাকি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ চারিদিকে ছড়াইতে থাকি, এবং মনে করিয়া থাকি, ইহাতেই—অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করাতেই—আমার নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইতেছে, নিজের উপাস্যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে !! কিন্তু ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। শ্রীভগবানের কোনও এক স্বরূপের প্রতি

যে বংশ-উপরে তোমার হয় কৃপালেশ।
সকল মঙ্গল তাহাঁ, খণ্ডে সব ক্লেশ॥ ৪৩

গোসাঞি কহেন—এইমত মুরারিগুপতে।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল, তার এইমতে॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহার বাস্তবিক নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, অপর স্বরূপের প্রতি বা অপর স্বরূপের উপাসকের প্রতি তাঁহার কখনও বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে না। সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যে হৃদয়ে উপাস্যের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রীতির উন্মেষ হইয়াছে, সে হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষের স্থান থাকিতে পারে না। পতির প্রতি যে রমণীর বাস্তবিক প্রীতি আছে, পতির চিত্রপটের (ফটোগ্রাফের) প্রতিও সেই রমণীর বিশেষ প্রীতি থাকিবে, ঐ চিত্রপট (ফটোগ্রাফ) যাহারা রক্ষা করে, তাহাদের প্রতিও ঐ রমণীর একটা প্রীতির টান থাকিবে—তা সেই চিত্র-পট (ফটোগ্রাফ) যে ভাবে, পতির যে পোষাকে বা যে কার্য্যাবস্থাতেই তোলা হউক না কেন; অবশ্য পতির ভাব-বিশেষে, বা কার্য্য-বিশেষে, বা পোষাক-বিশেষের চিত্রপটে পত্নীর প্রীতির আধিক্য থাকিতে পারে; কিন্তু কোনও চিত্রপটেই প্রীতির অভাব হইবে না। তদ্রূপ নিজের উপাস্য-স্বরূপে সাধকের প্রীতির আধিক্য থাকিবে বটে, কিন্তু অপর কোনও স্বরূপেই তাঁহার প্রীতির অভাব হইবে না, অপর স্বরূপের উপাসকগণও তাঁহার অবজ্ঞার পাত্র হইবেন না—যদি বাস্তবিক তাঁহার মধ্যে নিজের উপাস্যে প্রীতি ও নিষ্ঠা থাকে। যেখানে উপাস্যে প্রীতি ও নিষ্ঠার অভাব, সেখানেই সাম্প্রদায়িক দলাদলি। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, তখন প্রত্যেক দেবমন্দিরেই তিনি প্রেমে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভজন করার নিমিত্ত যাঁহার প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশ, কৃষ্ণের অধিষ্ঠান বলিয়া স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণিমাত্রই যাঁহার নিকটে সম্মানের পাত্র (জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান), "ব্রাহ্মণাদি-চণ্ডাল কুক্কুর-অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥"—এই ভাবে বৈষ্ণবতা রক্ষা করার নিমিত্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন,—সেই বৈষ্ণবের পক্ষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর স্বরূপের প্রতি বা অপর স্বরূপের উপাসকের প্রতি কোনওরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা যে নিতান্তই অশোভন এবং অপরাধজনক, ইহা বলাই বাহুল্য। যে রমণী কেবল পতি-সেবাই করে, অথচ পতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, দাস, দাসী প্রভৃতি পরিজনবর্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই রমণীকে কেহই পতিগত-প্রাণা বলে না, আর পতিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না।

৪৩। **যে বংশ উপরে** ইত্যাদি—নিজের উপাস্যের প্রতি অনুপমের এই যে অসাধারণ নিষ্ঠা এবং প্রীতি, ইহা অনুপমের পক্ষেও মঙ্গলের বিষয়, অনুপম যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের পক্ষেও মঙ্গলের বিষয়। আর অনুপমের উপাস্য (শ্রীরামচন্দ্র) শ্রীরূপ-সনাতনের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন হইলেও অনুপমের প্রতি যে শ্রীরূপ-সনাতনের প্রীতি হ্রাস পায় নাই, ইহাও তাঁহাদের পক্ষে এবং তাঁহারা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। (সকলের প্রীতিময়-সাধন-ভজনে নিজেদের এবং বংশের কল্যাণ; কিন্তু ভজন-মূলক বিদ্বেষাদিতে নিজেদের অধঃপতন এবং বংশেরও অকল্যাণ।) যাহা হউক, শ্রীসনাতন, শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুকে বলিলেন—প্রভু, আমাদের এবং আমাদের বংশের এই যে মঙ্গল, তাহা কেবল তোমার কৃপার প্রভাবেই। যে বংশের প্রতি তোমার কৃপালেশ আছে, সেই বংশের সর্ব্ববিষয়েই মঙ্গল এবং সেই বংশে কোনও সময়েই কোনও অমঙ্গল থাকিতে পারে না।

৪৪। **গোসাঞি কহেন**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিলেন।

এইমত ইত্যাদি—তোমরা অনুপমকে যে ভাবে পরীক্ষা করিয়াছ, পূর্ব্বে আমিও একবার মুরারি গুপ্তকে ঠিক সেইভাবে (শ্রীরাম-ভজন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য আদেশ করিয়া) পরীক্ষা করিয়াছি। কিন্তু অনুপমের মতই মুরারিগুপ্ত শ্রীরামের চরণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। **তার এই মতে**—মুরারিগুপ্তের মতও অনুরূপের মতের ন্যায়। কোনও গ্রন্থে "তার এই রীত" পাঠ আছে। ২।১৫।১২৮-৫৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন ॥ ৪৫
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে ॥ ৪৬
ভাল হৈল তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাস সনে ॥ ৪৭
কৃষ্ণভক্তি-রসে দোঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদহ লও কৃষ্ণনাম ॥ ৪৮
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দদ্বারায় দুঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৪৯
এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥ ৫০
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণে ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৫। **সেই ভক্ত ধন্য** ইত্যাদি—মহাপ্রভু বলিলেন, "যে ভক্ত কোনও অবস্থাতেই স্বীয় প্রভুর চরণ ত্যাগ করেনা, সেই ভক্তই ধন্য। আর যে প্রভু স্বীয় ভক্তকেও কোনও সময়েই ত্যাগ করেন না, দুর্দ্দৈববশতঃ নিজের সেবক যদি একটু বিচলিতও হয়, তাহা হইলেও যে প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসেন, সেই প্রভুও ধন্য।"

সেই ভক্ত ধন্য ইত্যাদি—উপাস্যে যাঁহার নিষ্ঠা ও প্রীতি জন্মিয়াছে, এইরূপ ভক্তই নানা প্রলোভনে পড়িয়াও নিজের উপাস্যকে ত্যাগ করেন না ; এইরূপ ভক্তই ধন্য—ভগবানের কৃপার পাত্র—যেমন নানা প্রলোভনে পতিত হইয়াও যে রমণী স্বীয় পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হয় না, সেই রমণীই ধন্যা—সকলের প্রশংসার্হা এবং পতির অত্যন্ত সোহাগের পাত্রী।

সেই প্রভু ইত্যাদি—যে প্রভু কোনও সময়েই নিজের সেবককে ত্যাগ করেন না, তিনিই ধন্য, তিনিই বাস্তবিক ভজনীয় গুণের নিধি। বাস্তবিক, ভগবান্ কখনও নিজের দাসকে ত্যাগ করেন না ; দাস তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দাসের প্রতি তাঁহার কৃপার কখনও চ্যুতি ঘটে না ; এজন্য তাঁহার একটী নামও অচ্যুত।

৪৬। **দুর্দ্দৈবে** ইত্যাদি—দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ কোনও সেবক যদি প্রভুর চরণ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেও (চরণসেবা ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে লিপ্ত হইতেও) চেষ্টা করে, তাহা হইলেও যে প্রভু তাহাকে চুলে ধরিয়া ফিরাইয়া আনেন, সেই প্রভুই ধন্য, ভজনীয় গুণের নিধি। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-সময়ে কৃষ্ণদাস-নামক ব্রাহ্মণ প্রভুর সেবক ছিলেন। স্ত্রীলোক ও ধনরত্ন দেখাইয়া ভট্টমারী বামাচারী সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণদাসের মন ফিরাইয়া ফেলিয়াছিল—কৃষ্ণদাস প্রলুব্ধ হইয়া প্রভুর নিকট হইতে ভট্টমারীদের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। দয়াময় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টমারীদের গৃহে যাইয়া কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া চুলে ধরিয়া লইয়া আসেন। ইহাই ভজনীয় গুণ। মায়ার প্রলোভন হইতে সাধককে যদি ভগবান্ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আর কে রক্ষা করিবেন? যিনি এভাবে নিজের সেবককে রক্ষা করেন, তিনিই বাস্তবিক ভজনীয় গুণের নিধি—তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? ২।৯।২১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৭। **ভাল হৈল** ইত্যাদি—সনাতনকে প্রভু বলিতেছেন।

৪৯। **গোবিন্দদ্বারায়**—মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ হরিদাসের বাসায় সনাতনের নিমিত্ত মহাপ্রসাদ দিয়া যাইতেন ; হরিদাসকেও গোবিন্দই মহাপ্রসাদ দিয়া যাইতেন।

৫০। **চক্র দেখি**—জগন্নাথের মন্দিরের চক্র দর্শন করিয়া তদুদ্দেশ্যে জগন্নাথকে দূরে থাকিয়া প্রণাম করিতেন ; (মন্দিরে যাইতেন না বলিয়া।)

দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আসি নিত্যাবশ্য দেন দোঁহাকারে॥ ৫২
একদিন আসি প্রভু দোঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা—॥ ৫৩
সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥ ৫৪
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় কোনো নাহি ভক্তি বিনে॥৫৫
দেহ-ত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫২। প্রভু প্রাতঃকালে প্রথমতঃ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন; তাহার পরে হরিদাস ও সনাতনের সঙ্গে মিলিতে আসিতেন। জগন্নাথ-মন্দিরে গেলে জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে উত্তম উত্তম প্রসাদ দিতেন; প্রভু সেই সমস্ত প্রসাদ প্রত্যহই সঙ্গে করিয়া আনিতেন এবং সনাতন ও হরিদাসকে দিতেন। **দিব্য প্রসাদ**—অতি উত্তম শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ। **পায় নিত্য**—প্রভু নিত্যই পাইয়া থাকেন; জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে নিত্যই দেন। **তাহা**—মহাপ্রসাদ। **আসি**—জগন্নাথ-মন্দির হইতে হরিদাসের বাসায় আসিয়া। কোনও কোনও গ্রন্থে "আনি" পাঠ আছে। **আনি**—জগন্নাথ-মন্দির হইতে আনিয়া (মহাপ্রসাদ)। **নিত্যাবশ্য**—নিত্য অবশ্য; প্রভু নিত্যই (প্রত্যহই) দিব্য-প্রসাদ আনিয়া দেন এবং অবশ্যই দেন—একদিনও বাদ যায় না। **দোঁহাকারে**—সনাতন ও হরিদাসকে।

৫৩। **দোঁহারে**—শ্রীসনাতন ও হরিদাসকে। **আচম্বিতে**—হঠাৎ; কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া।

৫৪। সনাতন-গোস্বামী রথের চাকার নীচে দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াই নীলাচলে আসিয়াছিলেন; অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াই দেহত্যাগের সঙ্কল্প হইতে সনাতনকে নিবৃত্ত করার নিমিত্ত বলিলেন:— "সনাতন, দেহত্যাগ করিলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায় না; যদি দেহত্যাগেই কৃষ্ণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমি এক্ষণেই দেহত্যাগ করিতে পারি। দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ পাওয়া যায় ভজনে; ভক্তিব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্য কোনও উপায় নাই। ভক্তিদ্বারা প্রেম পাওয়া যায়, প্রেম লাভ হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়—ইহার আর অন্য কোনও পন্থা নাই। দেহত্যাগ তো তমোগুণের ধর্ম্ম, তমোগুণে বা রজোগুণে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।" **দেহত্যাগে**—ভজন না করিয়া কেবল মাত্র দেহত্যাগ করিলে। **কোটি দেহ** ইত্যাদি—দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এক্ষণেই কোটি কোটি লোক দেহত্যাগ করিত। এস্থলে প্রভু বোধ হয় কোটি কোটি লোকের দেহত্যাগের কথাই বলিতেছেন; কারণ, প্রভুর দেহ একটিই; তাঁহার পক্ষে এক্ষণে কোটি কোটি দেহ-ত্যাগের কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশায় দেহ-ত্যাগের নিশ্চিততা প্রকাশ করিবার জন্য হয়ত প্রভু বলিতে পারেন যে, "দেহ-ত্যাগেই যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে এক্ষণেই আমি কোটি কোটি দেহ-ত্যাগ করিতে পারিতাম।"

৫৫। **পাইয়ে ভজনে**—কেবলমাত্র ভজনের দ্বারাই কৃষ্ণ পাওয়া যায়; ভজন ব্যতীত কৃষ্ণ-সেবা মিলে না। "সাধনবিনা সাধ্যবস্তু কভু নাহি মিলে। ২।৮।১৫৮॥" **কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়** ইত্যাদি—পরবর্ত্তী "ন সাধয়তি" ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"—ইহাও শ্রীভগবদুক্তি। কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা মিলে না।

৫৬। **তমোধর্ম্ম**—তমোগুণের ক্রিয়া। অন্ধকার যেমন বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে, অন্ধকারে লোক যেমন কোনও বস্তু ঠিক চিনিতে পারে না—তমোগুণও তদ্রূপ লোকের হিতাহিত জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, তমোগুণাক্রান্ত লোক ভালমন্দ ঠিক বিচার করিতে পারে না। তাই তমোগুণের প্রভাবে লোক আত্মহত্যাদি জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হয়। ৩।২।১৪৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিবিনু কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেমবিনু কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥ ৫৭

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ২

দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৫৮

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো না পারে মরিতে ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তমোরজোধর্ম্মে ইত্যাদি—তমোগুণের ও রজোগুণের ধর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ, গুণাতীত "হরির্হি নির্গুণঃ। শ্রীভা, ১০।৮৮।৫" শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির ভজন নির্গুণ, গুণাতীত। সগুণ-ভজনে গুণাতীত কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না।

তমোরজো-ধর্ম্ম শব্দে সত্ত্বগুণও উপলক্ষিত হইতেছে; প্রাকৃত সত্ত্বগুণের দ্বারাও গুণাতীত কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। ২।২৩।৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৭। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র হেতু হইল প্রেম; প্রেমেরও একমাত্র হেতু হইল সাধন-ভক্তি। সুতরাং ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই প্রেম পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—কৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তি।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৫৫-৫৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৮। পাতক-কারণ—পাতকের হেতু। দেহত্যাগ বা আত্মহত্যাদি মহাপাপজনক। আত্মহত্যাকারীকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। **তাতে**—দেহত্যাগে।

কেহ কেহ মনে করেন—"এই দেহদ্বারা অশেষবিধ পাপ-কর্ম্ম করা হইয়াছে, সুতরাং এই দেহদ্বারা আর ভজন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কোনও রকমে এই দেহটী নষ্ট হইলেই আবার নূতন দেহে ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে।" কিন্তু এইরূপ জল্পনা-কল্পনার মূল্য বোধ হয় বিশেষ কিছু নাই। পাপ-কর্ম্মের দাগ কেবল স্থূলদেহেই যে পড়ে, তাহা নহে; সূক্ষ্ম-দেহে এবং মনের মধ্যেই পাপকর্ম্মের দাগ বিশেষরূপে পড়িয়া থাকে। স্থূলদেহ-ত্যাগের পরেও সূক্ষ্মদেহে এবং মনে ঐ সকল দাগ বিদ্যমান থাকে। আবার যখন জীব নূতন ভোগায়তন-দেহকে আশ্রয় করে, তখন ঐ সকল পাপ-কার্য্যের দাগ লইয়াই মন ও সূক্ষ্ম-শরীর ঐ নূতন স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সুতরাং দেহত্যাগ-সময়ে জীবের মনের যে অবস্থা থাকে, নূতন-দেহ-গ্রহণের সময়ে প্রায় সেই অবস্থাই থাকে। পাপের ছাপ দূর করিতে হইলে কেবল দেহত্যাগে কিছু হইবে না, তজ্জন্য ভজন করিতে হইবে। ভজনের দ্বারাই অসৎকর্ম্মের ফল দূর হইতে পারে; ইহজন্মের ভজনের দ্বারাই পরজন্মে ভজনোপযোগী দেহ লাভ হইতে পারে।

বাস্তবিক সনাতনের দেহ পাপের দেহ নহে, সনাতন সাধারণ সাধক জীবও নহেন; নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু জীবকেই এ সব তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন।

৫৯। দেহত্যাগে যদি কৃষ্ণ পাওয়া না যায়, তবে কোনও কোনও প্রেমিক-ভক্ত কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করিতে চাহেন কেন? রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। (যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৫২।৪৩ শ্লোক), গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন (সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বধরামৃতপূরকেণ শ্রীভা, ১০।২৯।৩৫ শ্লোক)। ইহার হেতু কি? ইহার উত্তরে প্রভু বলিতেছেন—"প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া কোনও কোনও সময়ে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের সেই দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নহে, কৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥ ৬০

তথাহি (ভাঃ ১০।৫২।৪৩)

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতি রিবাত্মতমোপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ কিমনেনানর্থকারিণা নির্ব্বন্ধেন চৈদ্যোঽপি তাবৎ প্রখ্যাতগুণকর্ম্মা যোগ্য এব বর ইতি চেৎ তত্রাহ যস্যেতি। হে অম্বুজাক্ষ! যস্য ভবতোঽঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোভিঃ স্নপনম্ আত্মনস্তমসোঽপহত্যৈ উমাপতিরিব মহান্তো বাঞ্ছতি তস্য ভবতঃ প্রসাদং যর্হ্যহং ন লভেয় ন প্রাপ্নুয়াং তর্হি ব্রতৈরুপবাসাদিভিঃ কৃশান্ অসূন্ প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ম্। ততঃ কিমিত্যত আহ শতজন্মভিরিতি। এবমেব বারং বারং জহ্যাং যাবচ্ছতজন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারা মনে করেন—'যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিনই এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে; মৃত্যু হইলেই বোধ হয় অসহ্য যন্ত্রণার অবসান হইবে'; তাই তাঁহারা দেহত্যাগের সঙ্কল্প করেন; দেহত্যাগ করিলেই কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে—একথা তাঁহারা মনে করেন না। যাহা হউক, বিরহ-যন্ত্রণার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত তাঁহারা দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেও তাঁহাদের দেহত্যাগ করিতে হয় না; তাঁহাদের প্রেমের স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণই আসিয়া দেখা দিয়া থাকেন, তখন আর তাঁহাদের কৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণাও থাকে না, দেহত্যাগও হয় না।" **বিয়োগে**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে। **প্রেমে কৃষ্ণ মিলে**—প্রেমের প্রভাবে কৃষ্ণ আসিয়া প্রেমী ভক্তকে দর্শন দেন। ব্রজগোপীদিগের প্রেম যে শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে আনয়ন করিতে সমর্থ, তাহা শ্রীকৃষ্ণই নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন।—"দিষ্ট্যা যদাসীৎ মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ শ্রীভা, ১০৮২'৪৪॥"

৬০। প্রেমিক ভক্ত কৃষ্ণ-বিরহে দেহত্যাগ করিতে চাহেন কেন, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। গাঢ় অনুরাগের ধর্ম্মই এইরূপ যে, যাঁহার গাঢ় অনুরাগ আছে, তিনি ক্ষণকালের জন্যও কৃষ্ণ-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না; ক্ষণকালের কৃষ্ণ-বিরহেও অনুরাগী ভক্ত প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহা অনুরাগেরই ধর্ম্ম—অনুরাগের বস্তুশক্তি।

গাঢ়ানুরাগ—গাঢ় অনুরাগ; যে অনুরাগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনার ক্ষীণ ছায়াও প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকেই গাঢ় বা সান্দ্র অনুরাগ বলে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অম্বুজাক্ষ (হে কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ)! উমাপতিঃ ইব (উমাপতি শ্রীশঙ্করের ন্যায়) মহান্তঃ (মহদ্‌ব্যক্তিগণ) আত্মতমোঽপহত্যৈ (নিজ তমোনাশের নিমিত্ত—স্বীয় অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত) যস্য (যাঁহার—যে তোমার) অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-রজঃ-স্নপনম্ (পাদপদ্মের ধূলি-ক্ষালনোদক) বাঞ্ছন্তি (অভিলাষ করেন), [অহং] (আমি—রুক্মিণীদেবী) ভবৎ-প্রসাদং (সেই তোমার প্রসাদ—অনুগ্রহ) যর্হি (যদি) ন লভেয় (পাইতে না পারি), [তর্হি] (তাহাহইলে) ব্রতকৃশান্ (উপবাসাদি-ব্রতদ্বারা কৃশ—দুর্ব্বল) অসূন্ (প্রাণ সকলকে) জহ্যাম্ (পরিত্যাগ করিব)—শতজন্মভিঃ (যেন শতজন্মে—এইরূপ করিতে করিতে আমার একশত জন্ম পরেও যেন) [ভবৎ-প্রসাদঃ] (তোমার কৃপা) স্যাৎ (হয়)।

অনুবাদ। হে কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ! উমাপতির ন্যায় মহদ্‌ব্যক্তিরাও নিজ তমোনাশের নিমিত্ত যাঁহার পাদপদ্মের ধূলি-ক্ষালনোদক অভিলাষ করেন, আমি (রুক্মিণী) যদি সেই আপনার প্রসাদ লাভ করিতে না পারি, তবে উপবাসাদি ব্রতদ্বারা দুর্ব্বলপ্রাণ পরিত্যাগ করিব (অর্থাৎ অনশন-ব্রতদ্বারা প্রাণত্যাগ করিব); এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে শতজন্মেও তো আপনার প্রসাদ লাভ করিতে পারিব। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কথা শুনিয়া বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী তাঁহাকেই নিজের অভিমত পতি বলিয়া স্থির করিলেন। এদিকে তাঁহার ভ্রাতা রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন; আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, রুক্মী তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং শিশুপালের সহিত বিবাহের যোগাড় করিতে লাগিলেন। তাহাতে রুক্মিণী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন; অবশেষে তিনি স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক পত্র লিখিয়া এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহা পাঠাইয়া দিলেন; সেই পত্রে রুক্মিণী প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি দয়া করিয়া বিবাহ-বাসরেই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়েন। উক্ত শ্লোকটীও সেই পত্রে লিখিত শ্লোককয়টীর একটী-শেষ-শ্লোক। এই শ্লোকে শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন —"যদি আমি **ভবৎ-প্রসাদং**—তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রসাদ (অনুগ্রহ, আমাকে তোমার পত্নীত্বে অঙ্গীকাররূপ অনুগ্রহ) লাভ করিতে না পারি, যদি তুমি আমাকে তোমার পত্নীত্বে অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে আমি আমার **ব্রতকৃশান্**—উপবাসাদি কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠানের ফলে নিতান্ত কৃশতাপ্রাপ্ত **অসূন্**—প্রাণসমূহকে ত্যাগ করিব; উপবাসাদি কষ্টসাধ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া করিয়া ক্রমশঃ দেহকে ক্ষয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিব (কষ্টসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান-দ্বারা প্রাণবিনাশের হেতু বোধ হয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির নিমিত্ত এরূপ কষ্ট করিতেছেন জানিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের দয়া হইতে পারে; দু'এক জন্মে না হইলেও) **শতজন্মভিঃ**—শত শত, বহু জন্ম পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্নভাবে এইরূপ কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিলে পরমকরুণ (শ্রীকৃষ্ণ) তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবে (মর্ম্ম এই যে, যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে পত্নীত্বে অঙ্গীকার না কর, সেই পর্য্যন্ত আমি কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিয়া জীবন নষ্ট করিব, তথাপি অন্য পুরুষে মন লাগাইবনা, তাহা আমি পারিবও না)। কেন আমি এরূপ করিব, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলি শুন—হে **অম্বুজাক্ষ!**—হে কমল-নয়ন! তোমার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির কথা লোকমুখে শুনিয়াই তোমাতে আমি মন-প্রাণ সম্যক্‌রূপে অর্পণ করিয়াছি, তাই তোমার কৃপা না পাইলে আমার জীবনই বৃথা হইবে (অম্বুজাক্ষ-শব্দে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সূচিত হইতেছে)। যদি বল, আমি তোমার যোগ্যা নহি; তাহা সত্যই; সত্যই আমি তোমার পত্নীত্বের অযোগ্য; কিন্তু আমার এই ভরসা আছে, তোমার কৃপা হইলে, তোমার চরণোদক-স্পর্শে আমার অযোগ্যতা, আমার সমস্ত দুষ্কৃতি—দূরীভূত হইবে; যেহেতু, আমি শুনিয়াছি **মহান্তঃ**—ব্রহ্মাদি মহাত্মাগণও **আত্মতমোঽপহত্যৈ**—নিজেদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশের নিমিত্ত তোমার **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-রজঃস্নপনং**—অঙ্ঘ্রি (চরণ) রূপ যে পঙ্কজ (পদ্ম), তাহার রজঃ (ধূলি)-সমূহের স্নপন (ক্ষালন-জল); যে জলের দ্বারা তোমার চরণ-কমলের ধূলি সমূহ ধুইয়া ফেলা হয়, সেই জল; তোমার চরণোদক **বাঞ্ছন্তি**—অভিলাষ করিয়া থাকেন; তোমার চরণোদক-স্পর্শে সমস্ত অজ্ঞান, সমস্ত অযোগ্যতা দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া। **উমাপতিঃ ইব**—আমাদের কুলাধিদেবতা যে উমা—অম্বিকা—তাঁহার পতি যে শিব, তাঁহারই ন্যায়। (বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উদ্ভব; তাই গঙ্গা হইলেন বিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের পাদোদকতুল্যা; শ্রীকৃষ্ণের পাদোদকতুল্যা গঙ্গাকে শ্রীশিব মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। জগতের সৃষ্টির প্রসঙ্গে শিব তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যেন বলা হইতেছে—সেই তমোগুণের ক্ষালনের নিমিত্তই যেন শিব কৃষ্ণপাদোদক-স্বরূপা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণ-পাদোদকের যে তমঃ-ক্ষালনের ক্ষমতা আছে, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে।) যদি বল, তোমার অনুগ্রহলাভের পূর্ব্বেই আমাকে তোমার পত্নীত্বের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে; তাহাতেও আমি স্বীকৃত আছি; তদুদ্দেশ্যে আমি বহু জন্ম পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেও প্রস্তুত আছি।

শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবতী রুক্মিণী কৃষ্ণকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পত্নীত্বে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছেন।

৫৭-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

তথাহি (ভাঃ ১০।২৯।৩৯)—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নোচেদ্ বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অতোহঙ্গ হে কৃষ্ণ! নোঽস্মাকম্ তবাধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতেনাবলোকেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ। নো চেদ্ বয়ং তাবদেকোঽগ্নিস্তথা বিরহাজ্জনিষ্যতে যোঽগ্নিস্তেন চোপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে পদবীমন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়ামঃ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অঙ্গ (হে শ্রীকৃষ্ণ)! নঃ (আমাদের) হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং (তোমার হাস্যযুক্ত অবলোকন দ্বারা এবং তোমার মধুর গান দ্বারা আমাদের যে কামাগ্নি জন্মিয়াছে, তাহাকে) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তোমার অধরামৃতপুর দ্বারা) সিঞ্চ (সিঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাপিত কর); নোচেৎ (নচেৎ) বয়ং (আমরা) বিরহাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (বিরহজনিত অগ্নিদ্বারা আমাদের শরীরকে দগ্ধ করিয়া) সখে (হে সখে)! ধ্যানেন (ধ্যান দ্বারা—তোমার চরণ চিন্তা করিতে করিতে) তে (তোমার) পদয়োঃ (চরণদ্বয়ের) পদবীং (সান্নিধ্যে) যাম (যাইব)।

অনুবাদ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার হাস্যযুক্ত অবলোকন দ্বারা এবং তোমার মধুর গান দ্বারা আমাদের যে কামাগ্নি জন্মিয়াছে, তোমার অধরামৃতপুর দ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত কর; নচেৎ, হে সখে, তোমার বিরহজনিত অগ্নিদ্বারা আমাদের শরীরকে দগ্ধ করিয়া, আমরা ধ্যানে তোমার চরণ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইব। ৪

শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোপীগণ যখন উন্মত্তার ন্যায় ধাবিত হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ ধর্ম্মোপদেশাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে চেষ্টা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের অনাদরে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি কথা উক্ত শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা বলিলেন:—হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্য দৃষ্টি এবং তোমার মধুর গান আমাদের চিত্তে কামাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে; তুমি তোমার অধরামৃত দ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত কর; আমাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইও না; যদি তুমি আমাদিগকে অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে তোমার বিরহানলে দগ্ধীভূত হইয়া আমরা প্রাণত্যাগ করিব; এই দেহে তোমার সঙ্গ হইতে তুমি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু তোমারই রূপ-গুণাদি ধ্যান করিতে করিতে তোমারই বিরহানলে প্রাণত্যাগ করিলে মৃত্যুর পরে আমরা নিশ্চয়ই তোমার চরণ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব।

হাসাবলোককলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং—হাস (মধুর হাস্য)-যুক্ত যে অবলোক (দৃষ্টি) তাহা এবং কল (মধুর) গীত (গান, বংশীধ্বনি) হইতে জাত হৃচ্ছয় (কাম)-রূপ অগ্নি; "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"—এই প্রমাণ-অনুসারে ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই সাধারণতঃ কাম বলা হয়; শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাস্যযুক্ত দৃষ্টি দেখিয়া এবং তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম—সর্ব্বপ্রকারে, এমন কি নিজাঙ্গ দ্বারাও সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বলবতী বাসনা—ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় যেন ধক্ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; জলসিঞ্চনের দ্বারা যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাঁহাদের এই প্রেমাগ্নিকেও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত করার নিমিত্ত—তাঁহাদিগকে অধরামৃত পান করাইয়া কৃতার্থ করার নিমিত্ত—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিলেন; নচেৎ তাঁহারা **বিরহাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহরূপ অগ্নিতে উপযুক্ত (দগ্ধ) হইয়াছে দেহ যাঁহাদের তাদৃশী হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ১।৪।১৩৯—৭৫ এবং ২।৮।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬১
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ ৬২
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ না পাইয়া প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণও যে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল; কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকও ৫৭-পয়ারোক্তি প্রমাণ।

৬১। **কুবুদ্ধি**—দেহত্যাগের সঙ্কল্পরূপ কুবুদ্ধি (অসৎ-বুদ্ধি)। **কর শ্রবণ-কীর্ত্তন**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান কর।

৬২। সনাতনগোস্বামী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর হইলেও বিষয়ী জীবকে ভজনের আদর্শ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে যোগমায়া কর্তৃক মুগ্ধ হইয়া নিজেকে সাধারণ বিষয়ী জীব বলিয়াই মনে করিতেন। বিষয়-কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহাকে বহুকাল যবনের সংস্রবে থাকিতে হইয়াছে বলিয়া তিনি দৈন্যবশতঃ নিজেকে নীচজাতি বলিয়া মনে করিতেন; এবং নীচজাতির দেহ যে ভজনের অযোগ্য, ইহাও মনে করিয়াছিলেন; তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্কল্পে ইহাও একটী কারণ ছিল। অন্তর্য্যামী প্রভু ইহা জানিতে পারিয়াই সনাতনকে বলিলেন—"সনাতন, নীচজাতি হইলেই যে কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য হইবে, তাহা নহে; আর উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হইলেই যে কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের যোগ্য হইবে, তাহাও নহে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সকলেরই অধিকার আছে।"

বাস্তবিক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণ-বিভাগ সামাজিক ব্যবস্থার ফল; ভজন-মার্গে এ সব বর্ণ-বিভাগের সার্থকতা বিশেষ কিছু নাই। এই সামাজিক ব্যবস্থার সম্বন্ধ অনেকটা দেহের সঙ্গে; আত্মার সঙ্গে ইহার বিশেষ কোনও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। জন্ম হয় বলিয়া দেহেরই জাতি; দেহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। নিত্য বলিয়া জীবাত্মার কোনও জাতি থাকিতে পারে না; আর ভজনের মুখ্য সম্বন্ধ কেবল আত্মার সঙ্গে। মায়িক দেহের সঙ্গে ভগবানেরও কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই; ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আত্মার, জীবাত্মার। জীবাত্মা, সকলেরই স্বরূপতঃ সমান; ব্রাহ্মণের জীবাত্মা যেমন ভগবানের অংশ, ভগবানের দাস; নিতান্ত হীনজাতির, এমন কি কৃমি-কীটাদির আত্মাও তেমনি ভগবানের অংশ, ভগবানের দাস। ব্রাহ্মণের জীবাত্মা যে খুব একটা বড় অংশ, আর কৃমি-কীটাদির জীবাত্মা যে খুব একটা ছোট অংশ—তাহাও নহে; সকলের আত্মাই চিৎকণ অংশ—অতি ক্ষুদ্র অংশ—ক্ষুদ্র কণিকা-তুল্য। সুতরাং ভগবানের চক্ষুতে সকলেই স্বরূপতঃ সমান। ভগবান্ কেবল ব্রাহ্মণের ভগবান্, তিনি যে শূদ্রের বা ম্লেচ্ছের ভগবান্ নহেন—এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। স্বয়ং ভগবান্ একজন মাত্র—এই এক স্বয়ং ভগবান্‌ই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-সকলের নিয়ন্তা, সকলের প্রভু, সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা, সুতরাং সকলের পক্ষেই সমভাবে ভজনীয়। ইহাই ভক্তিমার্গের বিশিষ্টতা; ভক্তি-মার্গে দেশ-কাল-পাত্র দশাদির অপেক্ষা নাই। ২।২৫।৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৩। **যেই ভজে সেই বড়**—যিনিই কৃষ্ণ-ভজন করেন, তিনিই বড়—এখন তিনি ব্রাহ্মণই হউন, আর চণ্ডালই হউন। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।" হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল যবন-কুলে; রোহিদাসের জন্ম হইয়াছিল মুচিবংশে; কিন্তু ভজন-প্রভাবে তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি সকলেরই পূজনীয় হইয়াছিলেন। বাস্তবিক লোক বড় হয় কিসে? সংসারে যাহাদের ধন বেশী, মান বেশী, তাহাদিগকেই আমরা বড় বলি। কিন্তু ভক্তি-ধনের নিকটে পার্থিব ধন অতি তুচ্ছ। পার্থিব-ধন ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব মান ক্ষণস্থায়ী—অন্ততঃ মৃত্যুসময়ে সকলকেই এসমস্ত ছাড়িয়া যাইতে হয়। কিন্তু ভক্তি-ধন অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পার্থিব ধন-সম্পদ সকল সময়ে আমাদের সকল কামনার বস্তু দিতে পারে না; ভক্তি-ধন কিন্তু অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর যে স্বয়ং ভগবান্, যিনি

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। | কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমস্ত সুখের নিদান, সমস্ত শান্তির নিদান, স্বয়ং লক্ষ্মীও যাঁহার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত, ব্রহ্মা-শিবাদি যাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিতে পারিলে কৃতার্থ—ভক্তি-ধনদ্বারা সেই স্বয়ং ভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়। সুতরাং ভক্তিধনে যিনি ধনী, তিনি কৃষ্ণ-ধনেও ধনী, তিনিই বাস্তবিক বড়। যিনি কৃষ্ণের যত নিকটবর্ত্তী, তিনিই তত বড়।

লৌকিক ব্যবহারে আমরা দেখি, যিনি রাজ-দরবারে যাইতে অধিকারী, তাঁকে আমরা বড়লোক বলি। যিনি রাজার পার্ষদ, তিনি তো বড়ই। কিন্তু রাজাই যখন স্থায়ী নহেন, তখন এই বড়ত্বও স্থায়ী নহে, ইহার মূল্যও বেশী কিছু নাই। শতকোটী রাজারও রাজা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; তাঁহা অপেক্ষা বড় কোথাও কেহ নাই। তিনিই বৃহত্তম বস্তু—পরম ব্রহ্ম। এই রাজ-রাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দরবারে যাঁহারা যাইতে পারেন, তাঁহারাই বাস্তবিক বড়। তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যেই ভজে, সেই বড়।" কারণ, ভজনদ্বারাই ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করা যায়।

অভক্ত হীন ছার—যিনি ভজন করেন না, তিনি হীন, অতি তুচ্ছ। কারণ, অনিত্য বস্তু লইয়াই তাঁহাকে দিন যাপন করিতে হইবে।

কৃষ্ণভজনে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে জাতি-কুলাদির অপেক্ষা নাই। যে কোন জাতিতে, যে কোনও কুলে (উচ্চকুলে কি নীচকুলে) জন্ম হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সকলেরই অধিকার আছে। ২।২৫।৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে জাতিকুলাদির বিচার নাই বলিয়া, এই পয়ারে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, ধনে, মানে, বিদ্যায় যাহারা নীচ, তাহাদের প্রতিই বরং ভগবানের দয়া বেশী ; কারণ, তাহাদের অভিমান বেশী নাই। আর যাহাদের মধ্যে ধনের অভিমান, কুলের অভিমান, কি বিদ্যার অভিমান আছে, তাহারা ভগবৎ-কৃপা হইতে বঞ্চিত। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ও বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন।" যেখানে অভিমান আছে, সেখানে ভক্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং সেখানে ভগবৎকৃপাও দুর্ল্লভ।

দীনেরে অধিক দয়া—দীন অর্থ দরিদ্র, হীন। যাহারা ধনে দরিদ্র, মানে দরিদ্র, বিদ্যায় দরিদ্র, কুলে দরিদ্র, তাহারাই দীন। তাহাদের অভিমান করার কিছুই নাই। এজন্য তাহাদের প্রতি ভগবানের বেশী দয়া।

কুলীন পণ্ডিত ধনীর ইত্যাদি—যাহারা কুলীন, যাহারা পণ্ডিত এবং যাহারা ধনী, তাহাদের অভিমান অনেক বেশী ; কাহারও কুলের অভিমান, কাহারও বিদ্যার অভিমান, কাহারও বা ধনের অভিমান। দেহাবেশ হইতেই অভিমান। এই সমস্ত অভিমানী ব্যক্তি ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত।

অভিমানের বস্তু কিছু থাকিলে এবং সেই বস্তুর উপলক্ষ্যে লোকের অভিমান হইলেই, ঐ অভিমানের বস্তুতে তাহার চিত্তের আবেশ জন্মে ; অন্যবস্তুতে আবিষ্ট মন শ্রীভগবচ্চরণে নিয়োজিত হইতে পারে না। অভিমানের বস্তুর আকর্ষণে চিত্ত বিক্ষিপ্তিও জন্মে ; সুতরাং অভিমানী ব্যক্তির পক্ষে ভজনে মনোনিবেশ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। আবার, অভিমান থাকিলে নিজের হেয়তা ও অকিঞ্চিৎকরতার জ্ঞান জন্মিতে পারে না, "তৃণাদপি সুনীচ" ভাবও মনে আসিতে পারে না ; সুতরাং ভক্তি সেই চিত্তে আসন গ্রহণ করিতে পারে না। সাধারণ লোক সংসারে কোনও বিষয়ে নিজেকে অসহায় মনে না করিলে সাধারণতঃ ভগবৎ-চরণে শরণাপন্ন হইতে চায়না। অভিমানী ব্যক্তি অভিমানের গৌরবে কখনও প্রায় নিজেকে অসহায় মনে করে না। ভগবান্‌ও সাধারণতঃ তাহার সহায়তা করেন না। দুর্য্যোধনের রাজসভায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দ্রৌপদী নিজে বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছিলেন, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা পান নাই ; যখন দেখিলেন যে, আর নিজের শক্তিতে কুলায় না, তখনই দুই হাত তুলিয়া করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন এবং তখনই দীনবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্ররূপে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন।

তথাহি (ভাঃ ৭।৯।১০)—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধনে, মানে, বিদ্যায়, কুলে, যাহারা নিকৃষ্ট, সংসারে তাহারা প্রায় সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত হয়। এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া একান্তভাবে ভগবচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব হয়। এজন্যই তাহাদের প্রতি ভগবানের দয়া বেশী। দরিদ্র বা হীনশক্তি সন্তানের প্রতিই পিতামাতার স্নেহ বেশী থাকে—ইহা স্বাভাবিক।

কোনও কোনও স্থানে আবার দারিদ্র্যই ভগবৎ-কৃপার ফল। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাহার ধন হরণ করিয়া লই; দুঃখের উপর দুঃখ দেখিয়া উহার স্বজনেরা আপনা-আপনি উহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। তারপর সে যখন ধনচেষ্টা দ্বারা বিফলোদ্যম হওয়াতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া মৎপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা করে, তখনই আমি তাহার প্রতি মদীয় বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকি।" "যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্‌॥ স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া। মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্‌॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৮৮।৮-৯॥

কাহারও কাহারও আবার ভজনের অভিমান থাকিতে পারে; "আমি খুব ভজন করি, আমার মত ভজন অপর কম লোকেই করে; আমি ধামে বাস করি, সুতরাং যাহারা ধামে বাস করে না, তাহাদের অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি অভিমানও ভগবৎ-কৃপা লাভের অন্তরায়।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ৬৩-৬৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৫। **নববিধ ভক্তি**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি। এই নব-বিধা-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই অন্যান্য ভজন হইতে শ্রেষ্ঠ (৩।২০।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **কৃষ্ণ-প্রেম** ইত্যাদি—এই নববিধ-ভক্তি-অঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম দিতে এবং কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তি ধারণ করে। এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়, সুতরাং কৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়।

কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-আদি যত রকমের সাধন-পন্থা আছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র ভক্তি-পন্থারই অন্যনিরপেক্ষতা, সার্ব্বত্রিকতা, সদাতনত্ব, অন্বয়বিধি এবং ব্যতিরেক-বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (১।১।২৬-শ্লোকের টীকা এবং ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); সুতরাং ভক্তি-পন্থাই হইল একমাত্র সুনিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য পন্থা। তাই ভক্তি-পন্থাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত কর্ম্মযোগাদি স্ব-স্ব ফল দান করিতে পারে না (২।২২।১৭); ভক্তি কিন্তু পরমস্বতন্ত্রা; কর্ম্ম যোগাদির সাহচর্য্য ব্যতীতও ভক্তি নিজে সমস্ত ফলদান করিতে সমর্থা; এজন্যও অন্যান্য সাধন-পন্থা হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির পক্ষে ভক্তির সাহার্য্যের প্রয়োজন কেন? উত্তর—যোগী চাহেন পরমাত্মার অনুভব, জ্ঞানী চাহেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভব, ভক্ত চাহেন সবিশেষ ভগবানের অনুভব। পরমাত্মা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং ভগবান্‌—সমস্তই হইলেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ, সকলেই হইলেন অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু। কিন্তু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর", প্রাকৃত চিত্তে তাঁহাদের কাহারও অনুভবই সম্ভব নহে। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।" ইত্যাদি শ্রীভা, ৪।৩।২৩-শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বা তাঁহার কোনও এক প্রকাশরূপে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই অনাবৃতভাবে অনুভূত হইতে পারেন। সাধকের চিত্ত যখন এই বিশুদ্ধ (বা শুদ্ধ) সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিবে, কেবলমাত্র তখনই সেই সাধক তাঁহার অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপের বা ভগবানের প্রকাশ-বিশেষের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে। এই কারণে, যোগীর পক্ষে পরমাত্মার, জ্ঞানীর পক্ষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বা ভক্তের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পক্ষে ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিতে হইলে, যাহাতে তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিতে পারে, তাহাই তাঁহাকে করিতে হইবে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত চিত্তের তাদাত্ম্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য্য ; সাধন-ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই ইহা সম্ভব নয়। তাহার হেতু এই।

বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিরই—বৃত্তিবিশেষ। সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব হইলেই তাহা চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্যতা দিতে পারে। আগুনের মধ্যে লোহা রাখিয়া দিলে আগুনের দাহিকা-শক্তি লোহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া লোহাকেও দাহিকা-শক্তিযুক্ত করে ; তখনই বলা হয়—লোহা অগ্নি-তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে। তদ্রূপ, স্বরূপ-শক্তি সাধকের চিত্তে অনুপ্রবেশ করিয়া চিত্তকে স্বরূপ-শক্তিভাবময় করিয়া দিলেই বলা হয়—চিত্ত স্বরূপ-শক্তির বা বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির প্রবেশ অপরিহার্য্য। কিন্তু কি উপায়ে সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে? একমাত্র ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানেই ইহা সম্ভব ; অন্য পন্থাতে নহে। কেন,—তাহা বলা হইতেছে।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলেই উত্তমা ভক্তি (অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি) বলিয়া কথিত হয় (২।১৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে, স্বরূপ-শক্তিরও একমাত্র লক্ষ্য বা কর্ত্তব্য হইতেছে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতি বিধান ; স্বরূপ-শক্তি নিজে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিতেছেন—পরিকরাদি-রূপে, পরিকরদের চিত্তে প্রেমরসাদিরূপে, ধামাদি-রূপে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সেবার একটা স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, যতই সেবা করা যায়, সেবার বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ না করিয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। "তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।" তাই স্বরূপ-শক্তি যেন রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরম-লোভনীয় ভক্তি-রসের নূতন নূতন আধার প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। তাই কোনও সাধক যখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণসেবা-সর্ব্বস্বা স্বরূপ-শক্তির দৃষ্টি তাঁহার উপরে পতিত হয় এবং যাহাতে সেই সাধকের বাসনা পূর্ত্তিলাভ করিতে পারে, তাহার আনুকূল্যই স্বরূপ-শক্তি করিয়া থাকেন ; যেহেতু, সাধকের বাসনা-পূর্ত্তিতে স্বরূপ-শক্তিরই শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবাসনা-পূর্ত্তির আনুকূল্য হইয়া থাকে। স্বরূপ-শক্তি জানেন—তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের—যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-মূলা অন্তরঙ্গ-সেবার এক মাত্র অধিকার স্বরূপ-শক্তিরই। সাধককে শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতা দানের উদ্দেশ্যে স্বরূপ-শক্তি সাধকের অনুষ্ঠিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের সহিতই সর্ব্বপ্রথমে নিজেকে মিশ্রিত করিয়া সাধকের চিত্তে প্রবেশ করেন, প্রবেশ করিয়া চিত্তের মলিনতা দূরীভূত করেন এবং তাহার পরে, চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। জ্ঞান-যোগাদির সাধনে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনা থাকে না বলিয়া জ্ঞানী বা যোগীর সাধন স্বরূপ-শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না ; জ্ঞানী বা যোগীর অভীষ্ট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় স্বরূপ-শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি নাই বলিয়া ব্রহ্ম বা পরমাত্মার নিকট হইতে জ্ঞানী বা যোগী স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিতেও পারেন না। তাই জ্ঞানী বা যোগীর পক্ষে ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণের প্রয়োজন (ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব" প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য)।

স্বরূপ-শক্তি বিভিন্ন ভাবে সাধকের চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়া সাধককে তাঁহার অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব-যোগ্যতা দান করেন (২।২২।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, সাধকের চিত্তকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইবার যোগ্যতা ভক্তি ব্যতীত অপর কোনও সাধনের নাই বলিয়াই ভক্তি (অর্থাৎ নববিধা ভক্তিই) হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

এই নববিধা ভক্তি বিভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকের অভীষ্ট বিভিন্ন ফল তো দিতে পারেনই, পরম-পুরুষার্থ-প্রেমপর্য্যন্তও দিতে পারেন—যাহা অন্য কোনও সাধনে পাওয়া যায় না।

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥ ৬৬
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার—।
প্রভুকে না ভায় মোর মরণ বিচার ॥ ৬৭
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে—॥ ৬৮
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি, না হই স্বতন্ত্র ॥ ৬৯
নীচ পামর মুঞি অধম-স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৬। **তার মধ্যে**—নববিধ-ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে। **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন**—নববিধ ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া, নববিধা ভক্তির অন্য কোনও অঙ্গ নামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন নহে বলিয়া, নববিধা ভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতিও একথাই বলেন। "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।" ১।১৭।২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আবার, নববিধা ভক্তিও নামসঙ্কীর্ত্তনেই পূর্ণতা লাভ করে (২।১৫।১০৮); সুতরাং নববিধা ভক্তির মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ৩।২০।৭-পয়ারে টীকাও দ্রষ্টব্য। **নিরপরাধ নাম**—অপরাধ-শূন্য নাম। নামাপরাধ ও বৈষ্ণব-অপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনাম তাহার মুখ্যফল দান করে না।

৬৭। **এতশুনি**—মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া। **চমৎকার**—সনাতনের দেহত্যাগের সংকল্প প্রভু কিরূপে জানিলেন, তাহা মনে করিয়া শ্রীসনাতন চমৎকৃত হইলেন। **প্রভুকে না ভায়** ইত্যাদি—আমার দেহত্যাগের সঙ্কল্প প্রভুর অনুমোদিত নহে। **প্রভুরে না ভায়**—প্রভুর ভাল লাগে না; প্রভুর পছন্দ হয় না। **মরণ বিচার**—মরণসম্বন্ধীয় সঙ্কল্প।

৬৮। **সর্ব্বজ্ঞ** ইত্যাদি—সনাতন-গোস্বামী মনে মনে বলিতেছেন—"আমি যে রথের চাকার নীচে প্রাণত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা যদিও প্রভুকে বলি নাই, তথাপি তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন এবং জানিতে পারিয়াই ভঙ্গীতে আমাকে মরিতে নিষেধ করিলেন।" **সর্ব্বজ্ঞ**—যে যাহা ভাবে, যে যাহা করে, তৎসমস্তই যিনি জানিতে পারেন, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে। **কহেন**—সনাতন-গোস্বামী বলিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

৬৯-৭০। "সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু" হইতে "কি হইবে লাভ" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে সনাতন-গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"প্রভু তুমি **সর্ব্বজ্ঞ,** তাই আমার মনের সঙ্কল্প তোমার নিকটে প্রকাশ না করাতেও জানিতে পারিয়াছ। তুমি **কৃপালু,** তাই আমার প্রতি কৃপা করিয়া, কিসে আমার মঙ্গল হইবে, তাহা উপদেশ করিয়াছ—দেহত্যাগ না করিয়া ভজন করার উপদেশ দিয়াছ। তুমি **ঈশ্বর,**—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ, যাহা অপর কেহই করিতে পারে না, তাহাও তুমি করিতে সমর্থ। তুমি **স্বতন্ত্র**—নিজের শক্তিতেই নিজে পরিচালিত, তুমি কাহারও অধীন নহ, কাহারও অপেক্ষাও রাখনা। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই, নিজের ইচ্ছায় আমি কিছুই করিতে সমর্থ নহি। তুমি যে ভাবে চালাও, সেই ভাবেই আমাকে চলিতে হয়। আমি মরি, ইহা যখন তোমার ইচ্ছা নহে, তখন আমি কিছুতেই এখন মরিতে পারিব না। কিন্তু প্রভু আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলে তোমার কি লাভ হইবে? আমি অতি নীচ, অস্পৃশ্য; অত্যন্ত **পামর**—পাপাসক্ত; আমার প্রকৃতিও অতি জঘন্য [**অধম-স্বভাব**]; আমা হেন জীবাধমকে বাঁচাইয়া তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে প্রভু? আমাদ্বারা যে কোনও কাজই হওয়ার সম্ভাবনা নাই।"

"না হই স্বতন্ত্র"স্থলে কোনও গ্রন্থে "যেন কাষ্ঠযন্ত্র" পাঠান্তর আছে। "কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যন্ত্রের যেমন নিজের কোনও শক্তি নাই, চালক যে ভাবে চালায়, সেই ভাবেই চলিতে বাধ্য, আমার অবস্থাও তদ্রূপ; আমার নিজের কোনও শক্তি নাই, প্রভু তুমি যে ভাবে আমাকে চালাও, সেই ভাবেই আমি চলিতে বাধ্য। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" যাঁহারা শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহাদের পক্ষেই

প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ ৭১
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে ?।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার কিবা না পার করিতে ? ॥ ৭২
তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ ৭৩
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপ উক্তি সঙ্গত। মায়াবদ্ধ জীব মুখে এইরূপ বলিলেও কার্য্যতঃ অন্যরূপ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে; এবং মায়ার প্ররোচনায় ও নিজের অণু-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে অন্যরূপ করিতেও কতকটা সমর্থ হয়। (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।) তাই তাহাদের পক্ষে পাপ-অপরাধাদি অসৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। কিন্তু যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে ভগবানে নির্ভরতা রাখিতে ইচ্ছুক, এবং তদনুরূপ ভজনাদিতে যাঁহারা উন্মুখ, দৈবাৎ তাঁহাদের চিত্তে কোনও অসদ্‌ভাবের উদয় হইলেও করুণাময় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগকে ঐ অসদ্‌ভাব হইতে রক্ষা করেন—তাঁহাদের চিত্তে এমন বুদ্ধি দিয়া থাকেন, যাহাতে তাঁহারা ঐ অসদ্‌ভাবকে পরাভূত করিয়া ভজনের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে ॥ গীতা। ১০।১০॥" "অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত। কৃষ্ণ তারে রক্ষা করেন, না করে প্রায়শ্চিত ॥ ২।২২।৮১॥"

৭১। প্রভু কহে ইত্যাদি আট পয়ারে সনাতনের কথা শুনিয়া প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা ব্যক্ত আছে। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, তুমি যে তোমার দেহ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে তোমার কোনও অধিকার নাই। কারণ, তোমার দেহে তোমার কোনও স্বত্ব-স্বামিত্বই নাই; তোমার দেহে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার—ইহা আমারই নিজস্ব সম্পত্তি (মোর নিজ ধন); যেহেতু তুমি, আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ; আত্ম-সমর্পণকালে তোমার দেহও আমাকে অর্পণ করিয়াছ; সুতরাং ইহা এখন আমারই, তোমার নহে—আমার জিনিস তোমার নিকটে গচ্ছিত রহিয়াছে মাত্র। পরের গচ্ছিত জিনিস নষ্ট করিতে তোমার কোনও অধিকার নাই।"

৭২। প্রভু আরও বলিলেন—"সনাতন, তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহ কেন? তুমি কি ধর্ম্মাধর্ম্ম (ভাল-মন্দ) বিচার করিতে পার না? পরের গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম্ম, আর তাহা নষ্ট করিলেই মানুষের অধর্ম্ম। তোমার দেহরূপ আমার জিনিস তোমার নিকটে আমি গচ্ছিত রাখিয়াছি, তাহা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি অধর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন?" **পরের দ্রব্য**—পরের জিনিস; প্রভুর উক্তির ভঙ্গী এই যে, সনাতনের দেহ সনাতনের পক্ষে পরের (প্রভুর) দ্রব্য। **ধর্ম্মাধর্ম্ম**—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। **ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার**—কোন্‌টী ধর্ম্ম এবং কোন্‌টি অধর্ম্ম, তাহার নির্ণয়।

৭৩। সনাতনের দেহ-রক্ষা করিবার প্রতি প্রভুর গূঢ় উদ্দেশ্য কি, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন, তোমার দেহ আমি এখনও নষ্ট হইতে দিতে পারি না; তাহা হইলে আমার কাজ চলিবে না। তোমার এই দেহদ্বারা আমি অনেক কাজ করাইব। আমি অনেক সঙ্কল্প করিয়াছি; সে সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে তোমার দেহই আমার প্রধান উপায়।" সনাতনের দেহদ্বারা প্রভু কি কি কাজ করাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী পাঁচ পয়ারে বলিতেছেন।

আমার প্রধান সাধন—আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে মুখ্য উপায় (অবলম্বন)। **এ শরীরে**—সনাতনের শরীরদ্বারা, অর্থাৎ সনাতনের দ্বারা। **বহু প্রয়োজন**—অনেক উদ্দেশ্য।

৭৪। সনাতনের দেহদ্বারা কি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন, তাহা বলিতেছেন।

ভক্ত-ভক্তি ইত্যাদি—ভক্ত-তত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতির নির্ণয়। এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়ন। **বৈষ্ণবের কৃত্য**—বৈষ্ণবের পক্ষে যে যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান যেভাবে কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-সেবাপ্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥ ৭৫
নিজপ্রিয়স্থান মোর মথুরা-বৃন্দাবন।
তাহাঁ এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥ ৭৬
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহাঁ ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৈষ্ণবের আচার—বৈষ্ণবের পক্ষে কি কি আচার পালন করা কর্ত্তব্য, কি কি আচার বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই সমস্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৫। **কৃষ্ণভক্তি** ইত্যাদি—কৃষ্ণভক্তি প্রচার ও প্রীতির সহিত কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তন। **প্রেমসেবা**—প্রীতির সহিত সেবা। অথবা প্রীতিহেতুক-সেবা। **কৃষ্ণ-প্রেমসেবা**—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিহেতুক-সেবা; যেরূপ সেবাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্মিতে পারে, তদ্রূপ সেবা। **প্রবর্ত্তন**—প্রচার। **লুপ্ততীর্থ উদ্ধার**—মথুরাদি স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন তীর্থ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যে সমস্ত তীর্থের কথা সাধারণ লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, বা সাধারণ লোক যে সমস্ত তীর্থের স্থান নির্ণয় করিতে পারেনা, সে সমস্ত তীর্থের প্রকাশ। **বৈরাগ্য-শিক্ষণ**—শাস্ত্রাদি প্রচার বা নিজের আচরণদ্বারা বৈরাগ্য-সম্বন্ধে শিক্ষা; **বৈরাগ্য**—সংসারে অনাসক্তি; দেহে বা দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে অনাসক্তি।

৭৬। **নিজ প্রিয় স্থান** ইত্যাদি—প্রভু বলিতেছেন, "মথুরা ও বৃন্দাবন আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান। সেই মথুরা-বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করাইয়া তোমাদ্বারা সেই স্থানে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ-প্রেমসেবা ও বৈরাগ্য-শিক্ষণাদি অনেক ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা করি।" **মথুরা-বৃন্দাবন**—মথুরা ও বৃন্দাবন, অথবা মথুরামণ্ডলস্থ বৃন্দাবন। **নিজ প্রিয় স্থান**—প্রভুর পূর্ব্ব-লীলাস্থান বলিয়া মথুরা-বৃন্দাবন, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। অথবা প্রভুর ভক্তভাব ধরিলে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বলিয়া মথুরা-বৃন্দাবন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। অথবা, প্রভুর রাধা-ভাব-ভাবিত চিত্তের কথা বিবেচনা করিলে, শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়-লীলাস্থল বলিয়া মথুরা-বৃন্দাবন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। **তাহাঁ**—মথুরা-বৃন্দাবনে। **এত ধর্ম্ম**—কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ-প্রেমসেবা, বৈরাগ্য প্রভৃতি।

৭৭। মথুরা-বৃন্দাবনে প্রভু নিজে এই সকল ধর্ম্ম প্রচার না করিয়া সনাতনের দ্বারা প্রচার করাইতে চাহেন কেন, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন।

প্রভু বলিলেন—"সনাতন, শ্রীবৃন্দাবনে এই সকল কার্য্য করিতে হইলে শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করার দরকার। কিন্তু আমার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করা সম্ভব নহে; কারণ, নীলাচলে বাস করার নিমিত্তই মাতা আদেশ করিয়াছেন; নীলাচল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিলে মাতার আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে এই সকল কাজ করার শক্তি আমার নাই। আমার হইয়া তোমাকেই তাহা করিতে হইবে।"

তাহাঁ—শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীবৃন্দাবন হইতেই এই সমস্ত ধর্ম্ম-প্রচার করার হেতু বোধ হয় এই যে, কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণ-প্রেমসেবার মূলই হইল শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা। লীলাস্থল হইতে লীলাসম্বন্ধিনী-ভক্তির প্রচার করিলেই তাহা স্থান-মাহাত্ম্যে বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে এবং জনসাধারণের পক্ষেও আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

নাহি নিজ বলে—আমার নিজের শক্তি নাই। যেহেতু, মাতৃ-আদেশে আমাকে নীলাচলেই থাকিতে হইবে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রভু মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারিতেন না সত্য; কিন্তু নীলাচলে থাকিয়া ভক্তি শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতে তো পারিতেন। তিনি তাহা করিলেন না কেন? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শ্রীরাধার ভাবে নিজের চিত্তকে বিভাবিত করিয়া লীলারস আস্বাদন করাই প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য; ধর্ম্ম-প্রচার তাঁহার আনুষঙ্গিক কর্ম্ম মাত্র; তাই তিনি শাস্ত্রাচার্য্যের স্থল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপ-সনাতনাদি দ্বারাই প্রভু জীবের নিমিত্ত ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; ভজন-মার্গে

এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব ? ॥ ৭৮
তবে সনাতন কহে—তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ? ॥ ৭৯

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী—কিবা নাচে গায় ॥ ৮০
যৈছে যারে নাচাও, তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায় সেহো নাহি জানে ॥৮১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহারা আদর্শ-স্থানীয়, তাঁহারা যদি ভজন-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন, তাহা হইলেই সাধারণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলের কথা। তৃতীয়তঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রভু নিজেও ভজনীয়; প্রভু প্রকাশ্যে একথা পরিষ্কার ভাবে না বলিলেও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সময় সময় তাহা ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভু প্রায় সকল সময়েই আত্মগোপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; ভজন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ নিজে প্রণয়ন করিলে নিজের ভজনীয়তা-সম্বন্ধে প্রভু কিছুই লিখিতেন না; তাহাতে ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলার সমবায়ে যে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতার উদ্ভব হয়, সাধক-জীব তাহার কোনওরূপ পরিচয় হইতে বঞ্চিত হইত; অথচ ইহাও প্রভুর অভিপ্রেত নহে; কারণ, এই অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতার সন্ধান দেওয়াই প্রভুর লীলা-প্রকটনের একটী উদ্দেশ্য, ইহাই অনর্পিত বস্তু। গোস্বামিগণ শাস্ত্র-প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধকভক্তগণ ইহার সন্ধান পাইয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন। চতুর্থতঃ, প্রভুর নরলীলার তত্ত্বানভিজ্ঞ কোনও কোনও ব্যক্তি প্রভুকে হয়তো অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন মানুষ বলিয়াই ভ্রমে পতিত হইতে পারে। এই অবস্থায় প্রভু শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া যদি তাহাতে স্বীয় ভজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু লিখিতেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত লোক ঐ সমস্ত শাস্ত্রাদিকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা-মূলক মনে করিয়া অপরাধগ্রস্ত হইত; মঙ্গলময় প্রভু কাহারও অমঙ্গলের সূচনা করিতে পারেন না। পঞ্চমতঃ, ভজন-মাহাত্ম্য ও ভজনানন্দ ভক্তের হৃদয়ে যেরূপ উচ্ছ্বসিত হয়, ভগবানের হৃদয়ে সেইরূপ হইতে পারে না—ভগবান্ ভক্তির বিষয়মাত্র, কিন্তু আশ্রয় নহেন; আশ্রয়ের আনন্দ বিষয় সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না—তাই ভজন-বিষয়ক গ্রন্থাদি ভক্তির আশ্রয়-স্বরূপ গোস্বামিগণ দ্বারা লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৭৮। উপসংহারে প্রভু সনাতনকে বলিলেন—"সনাতন, তোমার দেহদ্বারা আমি এতগুলি কাজ করাইতে ইচ্ছা করি। এখন তুমি যদি সেই দেহ নষ্ট করিয়া আমার কার্য্য পণ্ড করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা আমি কিরূপে সহ্য করিতে পারি ?"

৭৯। তবে সনাতন কহে ইত্যাদি তিন পয়ারে, প্রভুর উক্তি শুনিয়া সনাতন যাহা বলিলেন, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

গম্ভীর হৃদয়—হৃদয়ের গূঢ় উদ্দেশ্য।

৮১। **কৈছে নাচে**—কিরূপে নাচে। **কেবা নাচায়**—কে নিয়ন্তা হইয়া তাহাকে নাচাইতেছে। **সেহো নাহি জানে**—তাহাও (কিরূপে নাচে, কে নাচায় ইহাও) জানে না।

পুতুল-নাচে কাষ্ঠের পুতলী যেমন কিরূপে নিজে নাচিতেছে তাহা জানে না, কেই বা তাহাকে নাচাইতেছে, ইহাও জানেনা, সেইরূপ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবান্ যখন কাহারও দ্বারা কোনও কাজ করান, তখন সেই ব্যক্তিও জানিতে পারে না, কিরূপে সে ঐ কাজ করিতেছে, কেই বা তাহাদ্বারা কাজ করাইতেছে। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন ভূতের ইঙ্গিতেই ভূতের অভীষ্ট সমস্ত কাজ করিয়া যায়, তাহার নিজের স্বতন্ত্র-সত্ত্বার কোনও জ্ঞানই যেমন তাহার থাকেনা, ভূতের ইঙ্গিতেই যে সে কাজ করিয়া যাইতেছে, সেই জ্ঞানও যেমন তাহার থাকেনা, তদ্রূপ ভগবান্ যাঁহাদ্বারা কোনও কাজ করাইতে থাকেন, তখন তিনিও ভগবানের ইচ্ছা-শক্তির ইঙ্গিতেই ভগবানের অভীষ্ট কাজ করিয়া থাকেন, নিজের শক্তির জ্ঞানও থাকে না এবং কাহার শক্তিতে তিনি কাজ করিতেছেন, সেই জ্ঞানও থাকেনা।

হরিদাসে কহে প্রভু—শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহোঁ চাহেন করিতে বিনাশ ॥ ৮২
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহো না খায় বিলায়।
নিষেধিহ ইঁহারে যেন না করে অন্যায় ॥ ৮৩
হরিদাস কহে—মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥ ৮৪
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্-দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহো জানিতে না পারে ॥ ৮৫
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
যে সৌভাগ্য ইঁহার আর না হয় কাহার ॥ ৮৬
তবে মহাপ্রভু দোঁহায় করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥ ৮৭
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন—।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥ ৮৮
তোমার দেহ প্রভু কহে 'মোর নিজধন'।
তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি অন্যজন ॥ ৮৯
নিজদেহে যেই কার্য্য না পারে করিতে।
সে কার্য্য করাবে তোমা সেহো মথুরাতে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"নাচাও"-শব্দে এস্থলে "অন্তরে প্রেরণা" সূচিত হইতেছে। অন্তরে প্রেরণাদ্বারা যাহা ভগবান্ করান্, সে ব্যক্তি তাহার মর্ম্ম জানিতে পারে না।

৮২। **হরিদাসে কহে প্রভু**—প্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে বলিলেন। **পরের দ্রব্য**—পরের জিনিস, যাহা নিজের নহে। প্রভু সনাতনের দেহকেই লক্ষ্য করিতেছেন। **ইঁহো**—সনাতন।

৮৩। **স্থাপ্য-দ্রব্য**—গচ্ছিত দ্রব্য; আমানতী জিনিস। **বিলায়**—অপরকে দেয়।

কাহারও নিকটে অপর কেহ যদি কোনও জিনিস গচ্ছিত (আমানত) রাখে, তবে সে কখনও ঐ গচ্ছিত বস্তু নিজেও খায় না, অপরকেও বিলাইয়া দেয় না; যেহেতু ঐ বস্তুতে তাহার স্বত্ব-স্বামিত্ব কিছুই নাই।

নিষেধিহ ইত্যাদি— প্রভু হরিদাসকে বলিলেন, "হরিদাস, তুমি সনাতনকে নিষেধ করিও। তাহার নিকটে আমার বস্তুটী গচ্ছিত আছে, তাহা (সনাতনের দেহ) যেন নষ্ট না করে অর্থাৎ সনাতন যেন দেহত্যাগ না করে;" **ইহারে**—সনাতনকে। **না করে অন্যায়**—দেহত্যাগরূপ অন্যায় কার্য্য যেন না করে।

৮৪। **হরিদাস কহে**—প্রভুর কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন। **অভিমানে**—আমিই কর্ত্তা, এইরূপ অভিমান। **মিথ্যা অভিমান করি**—হরিদাস-ঠাকুর বলিলেন, "আমিই সব কাজ করি" আমাদের এইরূপ অভিমান সমস্তই মিথ্যা। বাস্তবিক, শ্রীভগবান্ই হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া আমাদিগের দ্বারা কাজ করাইয়া লয়েন; সুতরাং ভগবান্ই প্রকৃত কর্ত্তা, আমরা যন্ত্র মাত্র।

ইহাও হরিদাস-ঠাকুরের মত ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণকারীর পক্ষেই সম্ভব। আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ-জীব আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার বশীভূত হইয়া মায়ার ইঙ্গিতে যে সকল গর্হিতকর্ম্ম করিয়া থাকে, সে সকল ভগবৎ-প্রেরণার ফল নহে। ১।৫।১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৫। **কোন্ দ্বারে**—কাহা দ্বারা।

৮৬। **এতাদৃশ**—এইরূপভাবে; যাহাতে সনাতনের দেহকে তোমার (প্রভুর) নিজস্ব বস্তু বলিয়া মনে করিতেছ। **ইঁহারে**—সনাতনকে। **অঙ্গীকার**—আত্মসাৎ; আপনার।

৮৮। **সনাতনে** ইত্যাদি—হরিদাস সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন।

৯০। **না পারে করিতে**—মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক নীলাচল ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারেন না বলিয়া প্রভু নিজে যাহা করিতে পারেন না। **সেহো মথুরাতে**—তাহাও আবার প্রভুর নিজ প্রিয়-স্থানে মথুরামণ্ডলে। প্রভুর প্রিয় লীলাস্থলী মথুরামণ্ডলে বাসের সুযোগ পাওয়াতে সনাতনের সৌভাগ্যের আতিশয্য প্রকাশ পাইতেছে।

যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সে-ই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয় ॥ ৯১
ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আচার-নির্ণয়।
তোমাদ্বারে করাইবেন—বুঝিল আশয় ॥ ৯২
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না আইল।
ভারতভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল ॥ ৯৩
সনাতন কহে—তোমাসম কেবা আন ?।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্ ॥ ৯৪
অবতার-কার্য্য প্রভুর—নামের প্রচারে।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমাদ্বারে ॥ ৯৫
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সভার আগে কর নামের মহিমা-কথন ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। **কহিল না হয়**—কহা যায়না; অবর্ণনীয়।

৯২। **ভক্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র**—ভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-বিষয়ক শাস্ত্র। **আচার-নির্ণয়**—বৈষ্ণবের আচার-সম্বন্ধীয় মীমাংসা। **বুঝিল আশয়**—শাস্ত্রাদি তোমাদ্বারা প্রচার করাইবেন, ইহাই প্রভুর ইচ্ছা, ইহা বুঝা গেল। **আশয়**—আশা, ইচ্ছা; প্রভুর আশয়।

৯৩। **ভারতভূমে জন্মি**—ভারতবর্ষে জন্মিয়া। ভারতবাসীর ধারণা এই যে, পরোপকারেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন, "ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার। জন্ম-সার্থক করি কর পর উপকার ॥ ১।৯।৩৯॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন, "অর্থদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা, বাক্যদ্বারা, এমন কি প্রাণদ্বারাও যদি সর্ব্বদা জীবসমূহের মঙ্গল সাধন করা যায়, তবে তাহাতেই মানুষের জন্ম সফল হয়। এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ১০।২২।৩৫ ॥" বিষ্ণুপুরাণও বলেন,—"যাহাতে ইহকালে এবং পরকালে জীবসমূহের উপকার হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা, মনদ্বারা এবং বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা তাহাই করিবে। প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৩।১২।৪৫ ॥"

পর-উপকারই ভারতবাসীর আদর্শ-কর্ম্ম। যাহাতে কেবল ইহকালে লোকের মঙ্গল হয়, তাহাকে ভারতবাসী মুখ্য পরোপকার বলিয়া মনে করে না—যাহাতে ইহকালে এবং পরকালে, উভয় কালেই জীবের মঙ্গল হইতে পারে, তাহা করিতে পারিলেই পরোপকার করা হইল বলিয়া ভারতবাসী মনে করে। কেবল ঐহিক সুখ-সম্পদের বৃদ্ধির অনুকূল কার্য্যদ্বারা এই জাতীয় পরোপকার হইতে পারে না—যাহাতে জীবের মায়াবন্ধন ঘুচিতে পারে, তাহা করিতে পারিলেই ভারতবাসীর পক্ষে পরোপকার করা হয়। বাস্তবিক, জীব সংসারে যে দুঃখ-কষ্ট পায়, তাহার হেতুই হইল মায়াবন্ধন। মায়াবন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই দুঃখ-কষ্টের মূল উৎপাটিত হইতে পারে—স্বরূপতঃ স্থায়ী উপকার করা হইতে পারে। অন্যবিধ উপকার, সাময়িক অস্থায়ী উপকার মাত্র—উহাকে বাস্তবিক উপকার বলা চলে না।

যাহা হউক, শ্রীহরিদাস-ঠাকুর বলিলেন; "ভারতবর্ষে যখন আমার জন্ম, তখন পরোপকার করিতে পারিলেই ভারতবর্ষে জন্মলাভ করার উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হইত। সনাতন, তোমার জন্মই সার্থক; প্রভুর প্রেরণায় তুমি শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া জীবকে ভক্তিপথে উন্মুখ করিবার উপায় করিতে পারিবে। জীবের ভব-বন্ধন মোচনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের দুঃখকষ্টের মূল-উৎপাটনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। প্রভুর লীলা-প্রকটনের একটী উদ্দেশ্যও ইহাই। আমার জন্ম বৃথা, আমাদ্বারা প্রভুর অভীষ্ট পরোপকার-মূলক কোন কার্য্যই হইল না।"

৯৪। **সনাতন কহে** ইত্যাদি পাঁচ পয়ারে সনাতনের উক্তি।

হরিদাসের কথা শুনিয়া সনাতন বলিলেন—"হরিদাস, তোমার জন্ম বৃথা হয় নাই। মহাপ্রভুর গণের মধ্যে তোমার মত ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই। তোমার জন্মই সার্থক। পরোপকার বা প্রভুর কার্য্য তোমাদ্বারা যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অপর কাহারও দ্বারা হওয়ার নহে। প্রভুর লীলা-প্রকটনের একটি উদ্দেশ্য শ্রীহরিনাম প্রচার করা; নামকীর্ত্তন এবং নাম-মাহাত্ম্য-প্রচারের দ্বারাই ইহা সম্ভব। তোমাদ্বারাই প্রভুর এই প্রধান কার্য্যটী

আপনে আচরে কেহো—না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহো—না করে আচার ॥ ৯৭
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, সর্ব্বজগতের আর্য্য ॥ ৯৮
এই মত দুই জন নানা-কথারঙ্গে।
কৃষ্ণ-কথা আস্বাদয়ে রহে এক সঙ্গে ॥ ৯৯
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা রথযাত্রা দরশন ॥ ১০০
রথ-আগে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥ ১০১
চারি মাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
সভা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥ ১০২
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥ ১০৩
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥ ১০৪
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি যত প্রভুর গণ।
সভাসনে সনাতনের করাইল মিলন ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্পন্ন হইতেছে। তুমি প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম কীর্ত্তন কর; আবার সকলের নিকটে নামের মাহাত্ম্য প্রচার কর। নামকীর্ত্তনের সময় তুমি যখন উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর, তখন যাহারা তোমার মুখে নামকীর্ত্তন শ্রবণ করে, তাহারাই কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাদেরই সংসারের বীজ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। এই ভাবে, মানুষের কথাতো দূরে, বৃক্ষ-লতাদি স্থাবর প্রাণী এবং পশুপক্ষী-আদি জঙ্গম প্রাণীরাও উদ্ধার হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পরোপকার আর কি হইতে পারে? আর, নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তুমি কত লোককে যে ভগবচ্চরণে উন্মুখ করিয়াছ এবং করিতেছ, তাহারও ইয়ত্তা নাই। সুতরাং তোমাদ্বারাই জীবের বাস্তবিক উপকার হইতেছে। আরও একটি কথা। স্বয়ং প্রভুই বলিয়াছেন, সর্ব্ববিধ ভজনাঙ্গের মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; এই নববিধ-ভক্তির মধ্যে আবার নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্ব্ববিধ ভজনাঙ্গের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহার প্রচার করিয়া তুমি জীবের যে মঙ্গল-সাধন করিতেছ এবং প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য যেভাবে সিদ্ধ করিতেছ, তাহাতেই তুমি ধন্য হইয়াছ, ভারত-ভূমিতে তোমার জন্মই সার্থক হইয়াছে; ইহাতেই তুমি সকলের গুরু-স্থানীয় হইয়াছ।"

৯৭। **আপনে আচরে** ইত্যাদি—কেহ কেহ এমন আছেন, নিজে ভক্তি-অঙ্গের আচরণ করেন, ভজন করেন, কিন্তু ভক্তির প্রচার করেন না; তাঁহাদের দ্বারা নিজের উপকারই হইতে পারে, অপরের বিশেষ কিছু উপকার হয় না। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা কেবল প্রচারই করেন, লোককে ভক্তি-পথে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যাহা প্রচার করেন, নিজে তাহা আচরণ করেন না; নিজে ভজনাদি বিশেষ কিছু করেন না। এইরূপ লোকের নিজেরও বিশেষ কিছু কাজ হয় না, তাহাদের দ্বারা অপরেরও বিশেষ কিছু উপকার হয় না; কারণ, আদর্শে যতটুকু কাজ হয়, মুখের কথায় তাহা হয় না। আচরণহীন লোকের কথা সাধারণ লোকে গ্রহণ করিতে চায় না; তাহার কথাতেও লোকে বিশ্বাস করিতে চায় না।"

৯৮। সনাতন আরও বলিলেন—"হরিদাস, তুমি যাহা মুখে প্রচার কর, নিজেও তাহা আচরণ করিয়া থাক। তাই, তোমার উপদেশ লোকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে, তোমার আদর্শ লোকে অনুসরণ করে—করিয়া ধন্য হইয়া যায়। তাই তুমি সকলের বাস্তবিক গুরুস্থানীয়, তুমিই সকলের পূজনীয়।"

আর্য্য—পূজনীয়।

১০০। **যাত্রাকালে**—রথ-যাত্রার সময়ে। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত।

১০১। **তৈছে**—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের মত।

১০২। **সভা-সঙ্গে** ইত্যাদি—ভক্তগণের সকলের সঙ্গে সনাতনকে প্রভু পরিচিত করাইয়া দিলেন।

যথাযোগ্য করাইল সভার চরণ-বন্দন।
তাহারে করাইল সভার কৃপার ভাজন ॥ ১০৬
স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সভার হৈল সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন ॥ ১০৭
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ১০৮
দোলযাত্রাদিক প্রভুর সঙ্গে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল ॥ ১০৯
পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৬। **তাহারে**—সনাতনকে। **সভার**—অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সকলের। **কৃপার ভাজন**—কৃপার পাত্র।

শ্রীরূপগোস্বামিদ্বারা রসশাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার প্রতি যেরূপ কৃপা প্রকাশ করাইয়াছেন, যে ভাবে প্রভু নিজে তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং প্রভুর পার্ষদভক্তগণের কৃপাও যে ভাবে প্রভু নিজে তাঁহার জন্য যাচ্ঞা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (৩।১।১৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রাদি এবং বৈষ্ণব-স্মৃতি-শাস্ত্রাদি প্রচার করাইবার নিমিত্ত এবং মথুরামণ্ডলের লুপ্ততীর্থাদির প্রকাশ করাইবার নিমিত্ত প্রভুর যে কত ব্যাকুলতা, ৩।৪।৭১-১০৬ পয়ার হইতেই তাহা জানা যায়। কাশীতে এবং নীলাচলে আলিঙ্গনাদিদ্বারা প্রভু নিজেই শ্রীপাদ সনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। আবার, নীলাচলবাসী এবং গৌড়দেশবাসী প্রভুর সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে সনাতনকে মিলাইয়া তাঁহাদেরও কৃপাশক্তি তাঁহাতে সঞ্চারিত করাইয়াছেন—প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দও বাদ পড়েন নাই; প্রভু ভাগ্যবান্ গোবিন্দের সঙ্গেও সনাতনের মিলন করাইয়াছেন (৩।৪।১০৫)। এই ভাবে সকলের সঙ্গে মিলন করাইয়া প্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে সকলের কৃপার ভাজন করাইলেন। ভগবানের এবং ভক্তবৃন্দের কৃপাই যে ভক্তি-শাস্ত্রাদি-প্রণয়নের যোগ্যতালাভের একমাত্র উপায়, প্রভু তাহাই দেখাইলেন।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ তো বোধ হয় শাস্ত্রাদি বিশেষ কিছু জানিতেন না; তাঁহার সহিত প্রভু সনাতনকে মিলাইলেন কেন? উত্তর—গোবিন্দ শাস্ত্রাদিতে কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু প্রভুর সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সেবালাভের সৌভাগ্য যিনি লাভ করিয়াছেন, শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্মের অপরোক্ষ অনুভূতি যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুভূতিহীন শাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, অথচ অপরোক্ষ অনুভূতি আছে, তাঁহার কৃপার মূল্য অনেক বেশী। আবার, যিনি প্রভুর সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপার শক্তি যে কত মহীয়সী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। (৩।১।১৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৭। **স্বগুণে**—সনাতনের দৈন্য-বিনয়াদি নিজগুণে। **পাণ্ডিত্যে**—শাস্ত্রজ্ঞতায় ও শাস্ত্র-মূলক বিচারাদিতে। **যথাযোগ্য** ইত্যাদি—অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কৃপার পাত্র, সমান ব্যক্তিদের মৈত্রীর (বন্ধুতার) পাত্র এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গৌরবের (পূজার) পাত্র।

১০৮। বর্ষা-অন্তে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দেশে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু সনাতন নীলাচলেই প্রভুর চরণ-সমীপে রহিয়া গেলেন।

১১০। **পূর্ব্বে**—আগে, প্রথমে। এই যাত্রায় সনাতন যখন সর্ব্বপ্রথমে নীলাচলে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন বৈশাখমাস ছিল। একমাস পরে জ্যৈষ্ঠমাসেই প্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। কিরূপে পরীক্ষা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বিবৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে বুঝা যায়, মর্য্যাদা-রক্ষণ-সম্বন্ধেই প্রভু সনাতনকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভু বলিয়াছিলেন—'মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট কৈলে মোর মন।'

জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বরটোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাহাঁই ভিক্ষা করিলা ॥ ১১১
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা।
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাঢ়িলা ॥ ১১২

মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥ ১১৩
প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত মনে।
তপ্তবালুতে পা পোড়ে—তাহা নাহি জানে॥১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১১। সনাতনকে কিরূপে পরীক্ষা করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

যমেশ্বর-টোটা—যমেশ্বর নামক উদ্যান (বাগান)। শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের নিকটে একটু দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যমেশ্বর-টোটা অবস্থিত। **টোটা**—উদ্যান, বাগান। **ভক্ত-অনুরোধে**—টোটায় যে ভক্ত ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে। মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদের উক্তিতে জানা যায়, প্রভুর প্রিয় গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী এই যমেশ্বর-টোটায় থাকিতেন। "গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুপাশে। যমেশ্বরে প্রভু তার করাইল আবাসে ॥ ২।১৫।১৮১ ॥" বোধ হয় পণ্ডিত-গোস্বামীর অনুরোধেই এই পয়ারে উল্লিখিত দিনে প্রভু যমেশ্বর-টোটায় ভিক্ষা করিয়াছিলেন। **তাহাঁই**—যমেশ্বর টোটায়। **ভিক্ষা**—আহার।

১১২। **তাঁর**—সনাতনের।

১১৩। **সমুদ্রের বালু**—সমুদ্র-তীরস্থ পথের বালু। **অগ্নিসম**—সূর্য্যের তাপে পথের বালু আগুনের মত গরম হইয়াছিল। **সেই পথে**—সমুদ্র-তীরের পথে। **করিলা গমন**—যমেশ্বর টোটায় গেলেন। সনাতন থাকিতেন শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গে সিদ্ধবকুল-নামক স্থানে। কাশীমিশ্রের বাড়ীর ঠিক দক্ষিণেই সিদ্ধ-বকুল। সিদ্ধ-বকুল হইতে যমেশ্বর যাইবার দুইটী পথ আছে—একটী জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট দিয়া, অপরটী সমুদ্রের তীরে দিয়া। সিংহদ্বারের নিকট দিয়া যে পথ, তাহাই যমেশ্বরে যাওয়ার পক্ষে সোজা রাস্তা; এই পথে বালু নাই, বৃক্ষাদিও কিছু আছে, অনেক বাড়ী ঘরও আছে; সুতরাং মধ্যাহ্ন-সময়ে এই রাস্তায় গেলে বাড়ীর ও গাছের ছায়ায় কিছু আরাম পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। আর সমুদ্র-তীরের পথ দীর্ঘ বলিয়া যাইতে সময়ও বেশী লাগে এবং বৃক্ষাদির অভাববশতঃ শীতল ছায়া পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই; বিশেষতঃ, ঐ পথ বালুকাময় বলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর সূর্য্যকিরণে মধ্যাহ্ন-সময়ে পথটী যেন আগুনের মত গরম হইয়া যায়। মধ্যাহ্নে এই পথে সাধারণতঃ কেহই যাতায়াত করে না। সনাতন কিন্তু সিংহদ্বারের পথে না যাইয়া সমুদ্র-তীরের পথেই যমেশ্বরে গেলেন।

১১৪। আগুনের মত গরম-বালুকার উপর দিয়া সনাতন কিরূপে গেলেন, তাহা বলিতেছেন। প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই সনাতনের মন আনন্দে এত ভরপুর হইয়াছিল যে, অন্য কোনও বিষয় সনাতনের চিত্তে স্থান পায় নাই—তিনি যে আগুনের মত গরম বালুকার উপর দিয়া যাইতেছেন, তাঁহার পা যে বালুর গরমে পুড়িয়া যাইতেছে—এই জ্ঞানই তাঁহার ছিল না।

ইহাই রাগের পরিচায়ক। যে প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ অতিশয় দুঃখকেও সুখ বলিয়া অনুভব করা যায়, তাহাকেই রাগ বলে। প্রভুর প্রতি সনাতনের এতই প্রীতি যে, প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, এই জ্ঞানেই তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন—এত আনন্দ যে, তাঁহার চিত্তে আর কোনও বিষয়ই স্থান পাইতেছে না; তপ্ত বালুর উপর দিয়া যাইতেছেন, পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, কিন্তু সনাতনের এই জ্ঞানই নাই—তাহা তিনি জানিতেই পারিতেছেন না। আগুনের মত বালুর উপর দিয়া চলিতেও তাঁহার যেন আনন্দ হইতেছে—যাইতেছেন যে প্রভুর নিকটে, ঐ পথই তো প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। কেবল তাঁহার মন নয়, সমস্ত দেহখানাই যেন, প্রভুর স্মৃতিতে আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঐ আনন্দে ভর করিয়াই তিনি পথ চলিতেছেন, তাই পথও আনন্দময়, সুখদায়ক হইয়া পড়িয়াছে।

দুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রভু-স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥ ১১৫
ভিক্ষা-অবশেষপাত্র গোবিন্দ তারে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইলা ॥ ১১৬
প্রভু কহে—কোন্ পথে আইলে সনাতন ! ।
তেঁহো কহে—সমুদ্র-পথে করিলা গমন ॥ ১১৭
প্রভু কহে—তপ্তবালুতে কেমতে আইলা ?
সিংহদ্বারের পথ শীতল—কেনে না আইলা ? ১১৮
তপ্তবালুতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার, কেমতে করিলে সহন ? ॥ ১১৯
সনাতন কহে—দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হইয়াছে—তাহা না জানিল ॥ ১২০
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে ঠাকুরের তাহাঁ সেবক প্রচার ॥ ১২১
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারোসহ স্পর্শ হইলে সর্ব্বনাশ হবে মোরে ॥ ১২২
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৫। **দুই পায়ে ফোস্কা**—বালুর উত্তাপে দুই পায়েই ফোস্কা হইয়া গিয়াছে। **ভিক্ষা করি**—আহার করিয়া।

১১৬। **ভিক্ষা-অবশেষ পাত্র**—মহাপ্রভুর অবশেষ। **গোবিন্দ**—প্রভুর সেবক গোবিন্দ।

১১৮। **সিংহদ্বারের পথ শীতল**—ঐ পথে বালুকা নাই বলিয়া সূর্য্যের উত্তাপে বেশী গরম হয় না; বিশেষতঃ বৃক্ষাদি ও গৃহাদি থাকায় পথে ছায়াও আছে; এ জন্য শীতল।

১১৯। **ব্রণ**—ক্ষত, ফোস্কা।

১২০। সনাতনের পায়ে যে পথের উত্তাপে ফোস্কা হইয়াছে, তাহা সনাতন জানিতেই পারেন নাই। প্রভু বলাতেই তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইল।

১২১। "সিংহদ্বারে যাইতে" হইতে "সর্ব্বনাশ হবে মোরে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে, সনাতন সিংহদ্বার-পথে কেন গেলেন না, তাহা বলিতেছেন।

কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণ-কুল-মুকুট-মণি জগদ্গুরু বংশেই সনাতনের জন্ম। তথাপি দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে নিতান্ত নীচ, অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন। ইহা তাঁহার মুখের শুষ্ক দৈন্য মাত্র ছিল না, বাস্তবিক তাঁহার অনুভূতিই এইরূপ ছিল। তাই মহাপ্রভু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সিংহদ্বারের শীতল পথে তিনি কেন গেলেন না, তখন সনাতন বলিলেন—"প্রভু, সিংহদ্বারের পথে যাওয়ার আমার অধিকার নাই। আমি অস্পৃশ্য পামর, অত্যন্ত নীচ; শ্রীমন্দিরের নিকটে আমি কিরূপে যাইতে পারি ? বিশেষতঃ, শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ ঐ পথে সর্ব্বদাই যাতায়াত করেন, আবার এই মধ্যাহ্ন-সময়ে শ্রীজগন্নাথ বিশ্রাম করেন, এই সময়ে সেবাকার্য্যের অবসর; সেবকগণ এই সময়ে ঐ পথে গৃহাদিতে গমন করেন। আমি ঐ পথে আসিলে, তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে আমার স্পর্শ হইতে পারে; আমার মত অস্পৃশ্যের স্পর্শে তাঁহারা সেবার কাজের পক্ষে অপবিত্র হইতে পারেন; তাতে আমারই মহা-অপরাধ হইবে। তাই প্রভু, আমি সিংহদ্বারের পথে যাই নাই। **ঠাকুরের**—শ্রীজগন্নাথের। **সেবক-প্রচার**—জগন্নাথের সেবকগণের অধিকরূপ যাতয়াত।

১২২। **অবসরে**—সেবাকার্য্যের অবসর-সময়ে—শ্রীজগন্নাথ যখন শয়নে থাকেন। মধ্যাহ্ন-ভোগের পরে শ্রীজগন্নাথ শয়নে থাকেন বলিয়া ঐ সময়ে সেবার কোনও কার্য্য থাকে না; এই সময়ে সেবকগণের অবসর। এই অবসর-সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম করেন। সিংহদ্বারের পথেই তাঁহারা গৃহাদিতে যায়েন।

১২৩। **সন্তোষ পাইলা**—সনাতনের দৈন্য এবং মর্য্যাদা-জ্ঞান দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন।

যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥ ১২৪
তথাপি ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয়—সাধুর ভূষণ ॥ ১২৫
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুইলোক নাশ ॥ ১২৬
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না কৈলে আর করিব কোন্‌জন? ১২৭
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ১২৮
বার বার নিষেধে—তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥ ১২৯
এইমতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥ ১৩০
দুইজনে বসি কৃষ্ণ-কথাগোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা—॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৪। "যদ্যপি তুমি" হইতে "করিব কোনজন" পর্য্যন্ত চারি পয়ারে মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্যাদির প্রশংসা করিতেছেন।

জগত-পাবন—জগৎকে (জগদ্‌বাসী সকল জীবকে) পবিত্র করেন যিনি; যাঁহার স্পর্শে সকলেই পবিত্র হয়। **দেব-মুনিগণ**—অন্যের কথা তো দূরে, দেবতাগণ এবং মুনিগণ পর্য্যন্তও তোমার (সনাতনের) স্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়েন।

১২৫। **ভক্ত-স্বভাব**—ভক্তের স্বভাব; ভক্তের প্রকৃতি; ভক্তের স্বরূপগত আচরণ। **মর্য্যাদা-রক্ষণ**—মর্য্যাদা-পালন। সম্মানী ব্যক্তিকে যথোচিত সম্মান করিলেই মর্য্যাদা রক্ষা হয়। **ভক্ত স্বভাব**—মর্য্যাদারক্ষণ—ভক্তের স্বভাবই এইরূপ যে, ভক্ত নিজে অত্যন্ত উত্তম হইলেও, তিনি সর্ব্বদাই অপরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। ভক্তির প্রভাবেই ভক্তের এইরূপ স্বভাব হইয়া থাকে। ভক্তির কৃপায় ভক্তের চিত্তে নিষ্কপট দৈন্যের উদয় হয়; ভক্ত তখন সর্ব্বোত্তম হইলেও নিজেকে নিতান্ত অধম বলিয়া মনে করেন। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। ২।২৩।১৪ ॥" তাই তিনি সকলকেই যথার্থভাবে সম্মান করিয়া থাকেন; যাঁহারা তাঁহা অপেক্ষা বাস্তবিক নিকৃষ্ট, তাঁহাদিগকেও ভক্ত সম্মান করিয়া থাকেন। **মর্য্যাদা-পালন** ইত্যাদি—ভূষণের (অলঙ্কারের) দ্বারা যেমন দেহের শোভা বৃদ্ধি পায়, মর্য্যাদা রক্ষণের দ্বারাও তদ্রূপ ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি পায়, গৌরব বৃদ্ধি পায়; ফুলে যেমন লতার শোভা, তদ্রূপ মর্য্যাদা-রক্ষণে ভক্তের শোভা।

১২৬। মর্য্যাদা-রক্ষণের গুণ বলিয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘনের দোষ বলিতেছেন। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিলে, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান না করিলে, লোকের নিকটে নিন্দনীয় হইতে হয়; তাতে ইহলোকেই মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারীর ক্ষতির সম্ভাবনা। আবার মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে ভক্তি তিরোহিত হইয়া যায়; তাতে পরকালেও মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারীর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

যাঁহারা কোনও বিষয়ে অভিমানী, তাঁহারাই অপরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক। অভিমানী ব্যক্তি ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত। "অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ॥"

১২৮। **কণ্ডুরসা**—কণ্ডুর (চুলকানির ব্রণের) জল।

১২৯। **নিষেধে**—প্রভুর অঙ্গে তাঁহার দুর্গন্ধ কণ্ডুরসা লাগিবে বলিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে সনাতন বারবার প্রভুকে নিষেধ করেন। **অঙ্গে রসা লাগে**—প্রভুর অঙ্গে সনাতনের কণ্ডুরস লাগে বলিয়া।

১৩০। **সেবক প্রভু**—সেবক ও প্রভু; শ্রীসনাতন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু। **জগদানন্দ**—জগদানন্দ-পণ্ডিত।

১৩১। **পণ্ডিতেরে**—জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকটে। **দুঃখ নিবেদিলা**—নিজের দুঃখের কথা বলিলেন। পরবর্ত্তী চারি পয়ারে সনাতনের দুঃখের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহাঁ আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা, প্রভু না দিল করিতে ॥ ১৩২
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ ১৩৩
অপরাধ হয় মোর—নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার ॥ ১৩৪
হিত লাগি আইলাঙ, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয়, নারি নির্দ্ধারিতে॥ ১৩৫
পণ্ডিত কহে—তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাহাঁ করহ গমন ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩২। সনাতন-গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকটে বলিলেন—"প্রভুকে দর্শন করিয়া নিজের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিলাম; কিন্তু আমার মনে যে বাসনা ছিল, প্রভু তাহা করিতে দিলেন না।" **ইহাঁ**—নীলাচলে। **প্রভু দেখি**—প্রভুকে দর্শন করিয়া, প্রভুর চরণ-দর্শনের পরে। **দুঃখ খণ্ডাইতে**—দুঃখ দূর করিতে। সনাতনের দুঃখ ছিল এই যে, তিনি মনে করিতেন, তিনি অত্যন্ত নীচ, অস্পৃশ্য; তাঁহার দেহ ভজনের উপযোগী নহে! তাঁহার এই দেহদ্বারা ভজন হইতেছে না, ইহাই তাঁহার একমাত্র দুঃখ। তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন, নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া, রথে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া, তারপর রথের চাকার নীচে দেহত্যাগ করিবেন; তাহাতেই, তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃখ দূর হইবে; কারণ, এই ভাবে দেহ ত্যাগ করিলে পরে ভজনোপযোগী দেহ পাইবেন এবং ইচ্ছামত ভজন করিতে পারিবেন। **যেবা মনে বাঞ্ছা**—আমার মনে যে বাসনা (রথের নীচে দেহত্যাগ করার বাসনা) ছিল, তাহা প্রভু করিতে দিলেন না।

১৩৩। নীলাচলে আসার পূর্ব্বে সনাতনের দুঃখ ছিল এই যে, তাঁহার দেহ ভজনের উপযোগী নহে। নীলাচলে আসার পরেও কয়েকটী নূতন দুঃখের কারণ হইল—তাহাও জগদানন্দের নিকটে নিবেদন করিলেন। তাহা এই—প্রথমতঃ, সনাতন মনে করেন, তিনি অস্পৃশ্য; তাই প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলে তিনি নিষেধ করেন; তথাপি কিন্তু প্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, ইহা তাঁহার প্রথম নূতন দুঃখ। দ্বিতীয়তঃ, সনাতনের গায়ে কণ্ডু হওয়ায়, ঐ সমস্ত কণ্ডু হইতে রস নির্গত হয়; প্রভু যখন তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, তখন ঐ কণ্ডুরস প্রভুর গায়ে লাগে, ইহা তাঁহার নূতন দ্বিতীয় দুঃখ। এইরূপে প্রভুর চরণে তাঁহার অপরাধ হইতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন। কিন্তু নিজের অপরাধ হইতেছে বলিয়াই যে তিনি দুঃখিত তাহা নহে; প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তাঁহার দুর্গন্ধ কণ্ডুরস লাগে বলিয়াই তাঁহার দুঃখ। তৃতীয়তঃ, তিনি অস্পৃশ্য নীচ বলিয়া জগন্নাথ-মন্দিরে যাওয়ার তাঁহার অধিকার নাই, ইহাই তাঁহার মনের ধারণা। তাই তাঁহার পক্ষে জগন্নাথ দর্শন হয় না। জগন্নাথের দর্শন না পাওয়া তাঁহার আর এক দুঃখ।

১৩৪। **অপরাধ হয় মোর**—প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তাঁহার কণ্ডুরস লাগে বলিয়া তাঁহার অপরাধের ভয়।

এ দুঃখ অপার—তিনি যে জগন্নাথ দর্শন করিতে পারেন না, এই দুঃখের আর কুল-কিনারা নাই। "অপার" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি মনে করেন, তিনি স্বভাবতঃই নীচ এবং অস্পৃশ্য; যতদিন তাঁহার এই দেহ থাকিবে, ততদিনই তিনি নীচ ও অস্পৃশ্য থাকিবেন, জগন্নাথ-দর্শনের ভাগ্য তাঁহার আর কখনও হইবে না। স্থতরাং এই দুঃখের অবসান নাই, তাই ইহা অপার।

১৩৫। **হিত লাগি**—মঙ্গলের নিমিত্ত। **হৈল বিপরীত**—উল্টা হইল; অমঙ্গলের সূচনা হইল; অপরাধের হেতু হইয়াছে বলিয়া অমঙ্গল বলিতেছেন। **নারি নির্দ্ধারিতে**—ঠিক করিতে পারিতেছি না।

১৩৬। সনাতনের কথা শুনিয়া জগদানন্দ পণ্ডিত বলিলেন—"সনাতন, তোমার আর নীলাচলে থাকা উচিত নহে। রথযাত্রা দেখিয়া তুমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাও; বৃন্দাবনেই তোমার থাকা উচিত।"

(প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমরা দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাহাঁ সর্ব্বসুখ পাইয়ে॥ ১৩৭
যে-কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥) ১৩৮
সনাতন কহে—ভাল কৈলে উপদেশ।
তাহাঁ যাব, সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ॥ ১৩৯
এতবলি দোঁহে নিজকার্য্যে উঠি গেলা।
আরদিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা॥ ১৪০
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১৪১
দূরে হৈতে দণ্ডপ্রণাম করে সনাতন॥
প্রভু বোলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন॥ ১৪২
অপরাধ-ভয়ে তেঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি গেলা॥ ১৪৩
সনাতন পাছে ভাজে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥ ১৪৪
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে—॥ ১৪৫
হিত লাগি আইলোঁ মুঞি, হৈল বিপরীত।
যেবা যোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিত॥ ১৪৬
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥ ১৪৭
তাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরক্ত-রসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তভু স্পর্শ মোরে বলে॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৭-৩৮। "প্রভু-আজ্ঞা" হইতে "করহ গমন" পর্য্যন্ত দুই পয়ার কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুই পয়ারের মর্ম্ম এই:—জগদানন্দ বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি ও তোমার ভাই রূপের প্রতি প্রভুর আদেশ আছে, বৃন্দাবনে বাস করিবার নিমিত্ত। প্রভুর চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছ, চরণ দর্শন করিয়াছ; এখন রথযাত্রার পরেই শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাও।"

১৩৯। তাহাঁ—শ্রীবৃন্দাবনে। **প্রভুদত্ত দেশ**—যে দেশে বাস করিবার জন্য প্রভু আদেশ করিয়াছেন, সেই দেশ।

১৪২। দণ্ড প্রণাম—দণ্ডবৎ প্রণাম। **দূরে হৈতে**—প্রভু পাছে আলিঙ্গন করেন, এই ভয়ে প্রভুর নিকটে আসেন না, দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

১৪৩। সেই ঠাঞি—যেখানে সনাতন আছেন, সেইখানে প্রভু নিজেই গেলেন, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে।

১৪৪। পাছে ভাজে—প্রভু যতই সনাতনের নিকটে যান, সনাতন আলিঙ্গনের ভয়ে ততই পেছনে সরিয়া যান। **বলাৎকারে**—বলপূর্ব্বক, জোর করিয়া।

১৪৫। দুই জন—হরিদাস ও সনাতন। **পিণ্ডাতে**—ঘরের পিঁড়ার উপরে। **নির্ব্বিণ্ণ**—নির্ব্বেদ প্রাপ্ত। সনাতন যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্তী ছয় পয়ারে ব্যক্ত আছে।

১৪৬। আইলোঁ মুঞি—আমি আইলাম। **যেবা যোগ্য নহোঁ**—আমি যাহার যোগ্য নহি (আমাদ্বারা তাহাই হইতেছে)। সনাতন এস্থলে প্রভুকর্ত্তৃক আলিঙ্গনের কথাই বলিতেছেন, "আমি প্রভুর আলিঙ্গনের যোগ্য নহি, তথাপি প্রভু নিত্যই আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন।" **অপরাধ করোঁ নিত**—নিত্যই, প্রত্যহই অপরাধ করিতেছি; প্রভুকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া প্রভুর গায়ে কণ্ডুরসা লাগাইয়া প্রত্যহই অপরাধ করিতেছি। **নিত**—নিত্য, প্রত্যহ।

১৪৭। "সহজে নীচ জাতি" হইতে "কর ঘৃণালেশ" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে, প্রভুকর্ত্তৃক আলিঙ্গনে সনাতনের কেন অপরাধ হইতেছে, তাহা সনাতন বলিতেছেন।

১৪৮। কণ্ডুরক্তরসা—কণ্ডুর রক্ত ও রস।

বীভৎস স্পর্শিতে নাহি কর ঘৃণালেশ।
এই অপরাধে মোরে হবে সর্ব্বনাশ ॥ ১৪৯
তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণে।
আজ্ঞা দেহ—রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবনে ॥ ১৫০
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহো উপদেশ দিল ॥ ১৫১
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে— ॥ ১৫২

কালিকার বটুয়া জগা, ঐছে গর্ব্ব হৈল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ॥ ১৫৩
ব্যবহার-পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
'তোমাকেও উপদেশে'—না জানে
আপন মূল্য ॥ ১৫৪
'আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমাকে উপদেশে' বাল্‌কা,
করে ঐছে কার্য্য ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৯। **বীভৎস**—ঘৃণিত বস্তু। **ঘৃণালেশ**—ঘৃণার লেশ।

১৫২। **সরোষ অন্তরে**—ক্রুদ্ধ অন্তরে। সনাতনকে উপদেশ করিতে যাইয়া জগদানন্দ মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া জগদানন্দের প্রতি প্রভুর ক্রোধ হইয়াছে। প্রভু জগদানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সনাতনের প্রতি নহে।

১৫৩। **কালিকার**—গতকল্যের, অর্থাৎ নিতান্ত তরুণ, অপক্ক। **বটুয়া**—বটুক; ছাত্র। **জগা**—জগদানন্দ; ক্রোধের সহিত বলাতে "জগা" বলিয়াছেন।

জগদানন্দ সনাতনকেও উপদেশ করিতেছেন জানিয়া ক্রোধের সহিত প্রভু বলিলেন—"সে কি! জগদানন্দ তো কালিকার ছাত্র মাত্র; এই সেই দিনই তো সে 'টোলে ছাত্র' ছিল—নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধি তার; তার এমনই গর্ব্ব হইল যে, সনাতন, তোমাকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে তার আস্পর্দ্ধা হইল!"

১৫৪। সনাতনকে উপদেশ দেওয়া যে জগদানন্দ-পণ্ডিতের পক্ষে কেন সঙ্গত হয় নাই, তাহার কারণ বলিতেছেন।

ব্যবহার-পরমার্থে—ব্যবহারে ও পরমার্থে; ব্যবহারিক বিষয়ে এবং পরমার্থ-বিষয়ে। ধর্ম্ম-জগতের কার্য্যাদিকে পারমার্থিক বিষয় বলে। ব্যবহারিক বিষয়ে—সনাতন-গোস্বামী বয়সে প্রাচীন, সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন; তিনি রাজমন্ত্রী ছিলেন। আর জগদানন্দ বয়সে ও পাণ্ডিত্যে সনাতন অপেক্ষা ছোট; রাজমন্ত্রীর উপযুক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি যে তাঁহার ছিল, তাহারও কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আর পারমার্থিক বিষয়ে—সনাতন ভজন-বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ; প্রভু বলিয়াছেন, সনাতন প্রভুকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে সমর্থ। প্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন, ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের সীমা সনাতন-গোস্বামীতেই। **তুমি তার গুরুতুল্য**—কি ব্যবহারিক বিষয়ে, কি পারমার্থিক বিষয়ে, সকল বিষয়েই তুমি (সনাতন) তাহার (জগদানন্দের) গুরুতুল্য শ্রেষ্ঠ। **না জানে আপন মূল্য**—জগদানন্দ তার নিজের গুরুত্ব কতটুকু, তাহা বুঝিতে পারে না। কেহ কোনও অমর্য্যাদাসূচক ব্যবহার করিলে আমরা যেমন সাধারণ কথায় বলিয়া থাকি, "লোকটা নিজের ওজন পায় না"; প্রভুর "না জানে আপন মূল্য" কথাও অনেকটা তদ্রূপ।

১৫৫। **আমার উপদেষ্টা তুমি**—প্রভু সনাতনকে বলিতেছেন, তুমি আমাকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে সমর্থ। **প্রামাণিক**—তুমি (সনাতন) প্রামাণিক ব্যক্তি, তুমি যাহা বল, তাহা প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, কেহই তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। **আর্য্য**—সম্মানের পাত্র। **বাল্‌কা**—ছেলে মানুষ। জগদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। **করে ঐছে কার্য্য**—এইরূপ কাজ করে? এতদুর তার আস্পর্দ্ধা?

শুনি পায়ে ধরি সনাতন প্রভুকে কহিল—।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥ ১৫৬
আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান্॥ ১৫৭
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধাধারে।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি-
নিম্ব-নিসিন্দাসারে॥ ১৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৬। **শুনি** ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা শেষ পয়ারার্দ্ধে এবং পরবর্ত্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত আছে। **জগদানন্দের** ইত্যাদি—সনাতন বলিলেন, জগদানন্দের যে কত সৌভাগ্য, তাহা আজ বুঝিতে পারিলাম। **সৌভাগ্য**—জগদানন্দের অন্যায়ের জন্য প্রভু তাঁহাকে ভৎর্সনা করাতেই জগদানন্দের সৌভাগ্যের পরিচয় পাওয়া গেল। নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত অপরকে কেহ অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করে না। পিতামাতা অন্যায়ের জন্য নিজের ছেলেকেই তাড়ন-ভৎর্সন করে, অপরের ছেলেকে করে না। প্রভুর তিরস্কারে বুঝা গেল, জগদানন্দ প্রভুর নিতান্ত আপনার জন, নচেৎ তাহাকে ভৎর্সনা করিতেন না। ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য। **আজি সে জানিল**—আজি প্রভুর তিরস্কার হইতে বুঝা গেল।

১৫৭। **আপনার**—সনাতনের নিজের।

দৌর্ভাগ্যের—দুর্ভাগ্যের। সনাতন মনে করিলেন—"জগদানন্দ প্রভুর আপনার জন বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন; আমাকে সেইভাবে তিরস্কার করিলেন না; আমি যে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, প্রভুর মতে তাহা অন্যায় হইয়াছিল; কিন্তু প্রভু তজ্জন্য আমাকে তিরস্কার করিলেন না—বরং যুক্তিদ্বারা আমার অন্যায়টি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, আমার প্রতি সগৌরব ব্যবহার করিলেন, যেন আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই আমাকে তিরস্কার করিলেন না। আবার, প্রভুর চরণ ছাড়িয়া আমি শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প করিয়াছি, ইহাও যেন প্রভুর অনুমোদিত নহে; তবুও আমাকে তিরস্কার করিলেন না, বোধ হয় আমার গৌরব এবং মর্য্যাদা হানির আশঙ্কাতেই আমাকে তিরস্কার করিলেন না। যেখানে আপনা-আপনি ভাব, সেখানে গৌরব-বুদ্ধি থাকিতে পারে না, মর্য্যাদার ভাবনা থাকিতে পারে না। জগদানন্দের প্রতি প্রভুর যেমন আপনা-আপনি ভাব, আমার প্রতি তদ্রূপ নাই; তাই প্রভু আমাকে তিরস্কার করিলেন না; ইহাই আমার পরম দুর্ভাগ্য।

জগতে নাহি ইত্যাদি—জগদানন্দের সমান ভাগ্যবান্ জগতে আর কেহ নাই; যেহেতু, প্রভু তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন মনে করেন।

১৫৮। জগদানন্দের সৌভাগ্য এবং নিজের দুর্ভাগ্যের হেতু সনাতন এই পয়ারে বলিতেছেন। **পিয়াও**—পান করাও। **আত্মীয়তা-সুধাধার**—আত্মীয়তারূপ অমৃতের প্রবাহ (ধারা)। সুধা-শব্দের অর্থ অমৃত; আর ধারা-শব্দের অর্থ প্রবাহ; জলের ধারার যেমন কোনও স্থানে বিচ্ছেদ নাই, জগদানন্দের প্রতি প্রভুর আত্মীয়তারও (আপনা-আপনি ভাবেরও) বিরাম নাই। জগদানন্দ নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে প্রভুর আপনা আপনি-ভাবরূপ অমৃত পান করিতেছেন, ইহাই তাঁহার পরম সৌভাগ্য। আত্মীয়তাকে সুধা (অমৃত) বলার তাৎপর্য্য এই যে, সুধা যেমন অত্যন্ত আস্বাদ্য, প্রভুর আপনা-আপনি-ভাবও তদ্রূপ (বরং তদপেক্ষাও বেশী) আস্বাদ্য, মাধুর্য্যময়। **মোরে পিয়াও**—আমাকে (সনাতনকে) পান করাও। **গৌরব**—আপনা-আপনি ভাব থাকিলে যেস্থলে তাড়ন-ভৎর্সন করা যায়, সে স্থলে তাড়ন-ভৎর্সন করা যায় না যে ভাব থাকিলে, তাহাকেই গৌরব-বুদ্ধি-বলে। গুরুবৎ বুদ্ধিকে গৌরব-বুদ্ধি বলে। দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প, কি বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প জানিয়াও প্রভু যে সনাতনকে তিরস্কার করিলেন না, তাহাতে সনাতন মনে করিলেন, প্রভু তাঁহার প্রতি গৌরব-বুদ্ধি করিয়াছেন। **স্তুতি**—স্তব বা প্রশংসা। যে স্থানে আপনা-আপনি ভাব, সে স্থলে প্রশংসা বড় দেখা যায় না। জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্ন-সময়ে কেহ খুব পরিশ্রম করিয়া আসিলে তাহার পুত্র যদি তাহার গায়ে পাখার বাতাস দেয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তাহার পুত্রকে ধন্যবাদ দেয় না, প্রশংসা করে না;

আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥ ১৫৯
শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন।
তারে সন্তোষিতে কিছু বোলেন বচন—॥ ১৬০
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা-হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥ ১৬১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু অপর কোনও অনাত্মীয় ব্যক্তি ঐরূপ করিলে প্রশংসা করে, অথবা গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ বাতাস করিতে বাধা দেয়। "আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য" ইত্যাদি যে উক্তি প্রভু সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, সনাতন মনে করিলেন, প্রভু তাহাতে তাঁহাকে অনাত্মীয় মনে করিয়াই প্রশংসা করিয়াছেন।

কোনও কার্য্যের জন্য আত্মীয় ব্যক্তিকে প্রশংসা বা স্তুতি করিলে সে অসন্তুষ্ট হয়; কিন্তু ঠিক সেই কার্য্যের জন্য অনাত্মীয় ব্যক্তিকে প্রশংসা বা গৌরব না করিলে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইল বলিয়াই সে মনে করে। **নিম্ব**—নিম; তিক্ত-জিনিস। **নিসিন্দা**—এক রকম গাছ, ইহার পাতা অত্যন্ত তিক্ত। **নিম্ব-নিসিন্দা-সার**—নিম ও নিসিন্দার রস; অত্যন্ত তিক্ত বস্তু। **গৌরব-স্তুতি-নিম্ব-নিসিন্দা সারে**—গৌরব-বুদ্ধি ও স্তুতিরূপ নিম্ব ও নিসিন্দার রস। নিম ও নিসিন্দার রস যেমন অত্যন্ত তিক্ত, আত্মীয়ের প্রতি গৌরব প্রদর্শন বা স্তুতিও তদ্রূপ অপ্রীতিকর।

সনাতন বলিলেন—"প্রভু, আত্মীয়-জ্ঞানে জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়া তুমি তাহাকে যেন অমৃত পান করাইতেছ; আর আমার প্রতি গৌরব দেখাইয়া ও আমাকে প্রশংসা করিয়া তুমি আমাকে যেন নিম ও নিসিন্দার রসই খাওয়াইতেছ।"

১৫৯। অভাগ্য—দুর্ভাগ্য। **তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্**—কাহারও কোনও কার্য্যের বশীভূত হইয়াই যে তুমি কাহাকেও আত্মীয়, কাহাকেও বা অনাত্মীয় মনে কর, তাহা নহে; যেহেতু তুমি স্বতন্ত্র, তুমি কাহারও কার্য্যের বশীভূত নহ। তবে যে আমার প্রতি তোমার আত্মীয়তা-জ্ঞান হইল না, ইহা কেবল আমারই দুর্ভাগ্য, তোমার তাতে কোনও দোষ নাই; যেহেতু তুমি ভগবান্, তোমাতে কোনও দোষ থাকিতে পারে না।

১৬০। শুনি—সনাতনের কথা শুনিয়া। **লজ্জিত হৈল মন**—সনাতনের কথা শুনিয়া প্রভু একটু লজ্জিত হইলেন। প্রভুর ব্যবহারে সনাতন মনে করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি প্রভুর অনাত্মীয়ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; ইহা ভাবিয়াই প্রভু লজ্জিত হইলেন। বাস্তবিক প্রভু কিন্তু সনাতনকে অনাত্মীয় মনে করিয়াই যে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা নহে। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন কখনও প্রভুর সহ্য হয় না। ভক্তের ব্যবহারের আদর্শ-স্থাপনই যাঁহার উদ্দেশ্য, তিনি ভক্তের পক্ষে মর্য্যাদা লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারিবেনই বা কেন? সনাতনের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া জগদানন্দ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন শুনিয়া প্রভু যে জগদানন্দকে ভৎর্সনা করিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে যাইয়া, সনাতনকে উপদেশ দিতে যাওয়ায় জগদানন্দের যে বাস্তবিকই অন্যায় হইয়াছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত সনাতনের গুণের উল্লেখ করাও স্বাভাবিক; তাই প্রভু সনাতনের গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মীয়-জ্ঞানেই যে জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়াছেন, একথা ঠিকই; কিন্তু সনাতনকে অনাত্মীয়-জ্ঞান করিয়াই যে তাঁহার গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। জগদানন্দের প্রতি তিরস্কারের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের নিমিত্তই সনাতনের গুণের উল্লেখ। **তাঁরে**—সনাতনকে। **সন্তোষিতে**—সন্তুষ্ট করিতে।

১৬১। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, জগদানন্দ আমার প্রিয় বটে; কিন্তু তুমি আমার যত প্রিয়, জগদানন্দ আমার তত প্রিয় নহে। তবে যে আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছি, আর তোমার গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কারণ—জগদানন্দ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে; মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমার সহ্য হয় না। জগদানন্দ এবং তোমাতে যে বাস্তবিক কত পার্থক্য, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই তোমাকে উপদেশ দেওয়ার স্পর্দ্ধা জগদানন্দের হইয়াছে। এই পার্থক্যটুকু দেখাইবার নিমিত্তই আমি তোমার গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তোমাকে অনাত্মীয় মনে করিয়া নহে।"

কাহাঁ তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে ত প্রবীণ।
কাহাঁ জগাই কালিকার বটুয়া নবীন ॥ ১৬২

আমাকেহ বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাইয়াছ ব্যবহার ভক্তি ॥ ১৬৩

তোমাকে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভৎর্সন ॥ ১৬৪

বহিরঙ্গবুদ্ধ্যে তোমায় না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায়,
ঐছে তোমার গুণ ॥ ১৬৫

যদ্যপি কারো মমতা বহু জনে হয়।
প্রীতের স্বভাবে কাহাতে কোনো ভাবোদয় ॥১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬২। সনাতন ও জগদানন্দের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তাহাও প্রভু পরিষ্কার করিয়া আবার সনাতনের নিকটে বলিলেন—যেন সনাতনের মন হইতে অনাত্মীয়তা-সম্বন্ধে ভ্রান্তি দুর হইতে পারে। প্রভু বলিলেন—"সনাতন, পার্থক্যটী কি শুন। তোমার স্তুতি করিতেছিনা, জগদানন্দের অন্যায় দেখাইবার নিমিত্তই স্বরূপ-কথা বলিতেছি। তুমি হইলে প্রামাণিক প্রাচীন ব্যক্তি, আর জগদানন্দ হইল কালিকার ছেলে মানুষ। তুমি হইলে শাস্ত্র-পারদর্শী, বহুদর্শী পণ্ডিত; আর জগদানন্দ হইল পড়ুয়া মাত্র, এখনও সে শাস্ত্র পড়িতেছেমাত্র বলিলেও চলে। এই অবস্থায় তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া কি তার শোভা পায়?"

প্রবীণ—প্রাচীন; অভিজ্ঞ। **বটুয়া**—ছাত্র, বিদ্যার্থী। **নবীন**—নূতন।

১৬৩। প্রভু আরও বলিলেন—"সনাতন, বাস্তবিক তোমার এমন শক্তি আছে যে, তুমি আমাকেও উপদেশ দিয়া বুঝাইতে পার; ব্যবহারিক বিষয়ে, কি ভক্তি-বিষয়ে, তুমি কতবার আমাকে বাস্তবিক উপদেশও দিয়াছ। তোমাকে জগদানন্দ উপদেশ দিতে যায়, ইহা কি সহ্য হয়? তাই আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছি।"

বুঝাইয়াছ ব্যবহার-ভক্তি—ব্যবহারিক বিষয়ে ও ভক্তি-বিষয়ে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়াছ। **ব্যবহারিক শিক্ষা**ঃ—বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রভু যখন রাম-কেলি গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন গৌড়েশ্বর যবনরাজের বিরুদ্ধাচরণ আশঙ্কা করিয়া সনাতন-গোস্বামী প্রভুকে শীঘ্রই ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। "ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ। যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥ তথাপি যবন জাতি নাহিক প্রতীতি। ২।১।২০৮-৯॥" ইহা প্রভুর প্রতি সনাতনের ব্যবহারিক শিক্ষার একটী দৃষ্টান্ত।

ভক্তি-শিক্ষা—রাম-কেলি গ্রামে প্রভুর অবস্থানকালে—প্রভু যে বহুলোক সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাইতেছেন, ইহা তাঁহার বৃন্দাবন-যাওয়ার রীতি-অনুযায়ী কাজ হইতেছেনা বলিয়া—সনাতন প্রভুকে ভক্তি-বিষয়েও উপদেশ দিয়াছিলেন। "যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥২।১।২১০॥" ভক্তি-সম্বন্ধীয় উপদেশের ইহা একটী দৃষ্টান্ত।

১৬৪। **বহিরঙ্গ-বুদ্ধ্যে**—বহিরঙ্গ বুদ্ধিতে, বাহিরের লোক মনে করিয়া; অন্তরঙ্গ লোক মনে না করিয়া। **তোমার গুণে** ইত্যাদি—তোমার এমনি গুণ যে, তোমার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

১৬৬। **মমতা**—"ইহা আমার (মম)" এইরূপ ভাব; আপনা-আপনি ভাব। **প্রীতের স্বভাবে**—প্রীতির (বা মমতার) প্রকৃতি অনুসারে।

এক ব্যক্তির বহু লোকের প্রতি প্রীতি থাকিলেও সকলের প্রতি প্রীতি একরূপ হয় না। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের নন্দ-যশোদার প্রতি প্রীতি ছিল, সুবলাদির প্রতি প্রীতি ছিল, গোপীদের প্রতি প্রীতি ছিল, সত্যভামাদি মহিষীগণের প্রতিও প্রীতি ছিল। কিন্তু নন্দ-যশোদার প্রতি পিতামাতা ভাবে প্রীতি, "নন্দ মহারাজ আমার পিতা, যশোদা আমার মাতা" এইরূপ ভাব; সুবলাদির প্রতি, "ইঁহারা আমার সখা" এইরূপ সখ্য-ভাব; গোপীদিগের প্রতি "ইঁহারা আমার প্রেয়সী" এইরূপ মধুর-ভাব; মহিষীদিগের প্রতি "ইহাঁরা আমার স্ত্রী" এইরূপ ভাব। আবার গোপীদিগের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতি এবং মহিষীদিগের প্রতি একই কান্তাভাব হইলেও, এই কান্তাভাবেও আবার পার্থক্য আছে ; গোপীদিগের প্রতি পরকীয়া-কান্তাভাব, আর মহিষীদিগের প্রতি স্বকীয়া-কান্তাভাব। এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি বিভিন্ন রকমের মমতা-বুদ্ধি ; এবং বিভিন্ন রকমের মমতা-বুদ্ধি হয় বলিয়া সকলের সম্বন্ধে একরকম ভাবেরও উদয় হয় না ; বিভিন্ন রকমের মমতা-বুদ্ধি চিত্ত-মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভাবের উন্মেষ করিয়া থাকে। গোপীদিগের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মনে যে ভাবের উদয় হইত, নন্দ-মহারাজের বা যশোদা মাতার দর্শনে নিশ্চয়ই সেই ভাবের উদয় হইত না ; ইহার কারণ, মমতা-বুদ্ধির বা প্রীতির রকম-ভেদ।

এই পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর নিকটে এই কথা বলার উদ্দেশ্য কি ? ইহার উদ্দেশ্য বোধহয় এই যে, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের প্রতিও প্রভুর প্রীতি আছে, এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতিও প্রভুর প্রীতি আছে ; কিন্তু উভয়ের প্রতি প্রীতি এক রকম নহে। জগদানন্দের প্রতি যে প্রীতি, তাহার স্বভাবই এইরূপ যে, জগদানন্দের কোনও অসঙ্গত ব্যবহার দেখিলে প্রভুর মুখে তাঁহার প্রতি তিরস্কার স্ফুরিত হয় ; তাই সনাতনের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেওয়াতে প্রভু জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়াছেন ; আর সনাতনের প্রতি প্রভুর যে প্রীতি, তাহার স্বভাবই এইরূপ যে, সনাতনের গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রভু তাঁহাকে স্তুতি না করিয়া থাকিতে পারেন না ; "তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ" (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার)।" সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দোষ বলিয়া প্রতীত হয়, সনাতনে যদি এমন কিছুও দেখেন, তবে তাহাও বুঝিবা প্রভুর নিকটে গুণ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, এইগুণও বুঝিবা প্রভুর মুখে সনাতনের প্রশংসা স্ফুরিত করাইবে ; সনাতনের মধ্যে এমনিই একটা অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে, যাতে প্রভু এরূপ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই বিশেষত্বটী কি এবং সনাতন ও জগদানন্দের প্রতি প্রীতির পার্থক্যের হেতুই বা কি, তাহা বুঝিতে হইলে উভয়ের দ্বাপর-লীলার স্বরূপটী জানা দরকার। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত দ্বাপর-লীলায় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষী সত্যভামা। "সত্যভামা প্রকাশোঽপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ॥—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ৫১॥" মহিষীদিগের সমঞ্জসা রতিময়ী প্রীতি ; এই প্রীতি সময় সময় স্বসুখবাসনাদ্বারা ভেদ-প্রাপ্ত হয় ; তাই তাঁহাদিগের প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিতে সমর্থ নহে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত নহেন বলিয়া যখনই তাঁহাদের ব্যবহারে কোনও অসঙ্গতি দেখা যায়, তখনই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হয়েন। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় মহাভাবের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি অনুভব করেন—এমন কি তাঁহাদের মানগর্ভ ভৎর্সনেও শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু মহিষীবর্গের মহাভাব নাই বলিয়া, তাঁহাদের রতি সম্ভোগেচ্ছাদ্বারা ভেদ-প্রাপ্ত হয় বলিয়া (পট্টমহিষীণাস্তু সম্ভোগেচ্ছায়াঃ পার্থক্যেন স্থিতত্বাৎ—উঃ নীঃ স্থাঃ ১১২ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা), তাঁহাদের মন সম্যক্‌রূপে প্রেমাত্মকও হইতে পারে না, মহাভাবত্ব প্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা (সম্যক্ প্রেমাত্মকমপি মনো ন স্যাৎ কুতোঽস্য মহাভাবাত্মকত্বশঙ্কেতি—উঃ নীঃ স্থাঃ ১১২ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা)। তাই তাঁহাদের অসঙ্গত ব্যবহারে, এমন কি তাঁহাদের মান-আদিতেও শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়ে প্রীতি-অনুভব করেন না, সময় সময় তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তিনি তিরস্কারও করিয়া থাকেন। নারদের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা যখন দ্বারকায় এক অভিনব বৃন্দাবন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদের কৃত্রিম প্রতিমা রচনা করিয়াছিলেন, তখন ব্রজভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ গোপী-প্রতিমাগুলিকে তাঁহার বাস্তব-প্রেয়সী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি সপ্রেম বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দূর হইতে সত্যভামা তাহা জানিতে পারিয়া মানবতী হইয়াছিলেন। তাঁহার মানের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতই রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, দাসীদ্বারা তাঁহাকে নিজের নিকটে আনাইয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। (বৃহদ্ভাগবতামৃত)। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীবৃন্দের যেরূপ প্রীতি, তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের তদনুরূপ প্রীতি, এই প্রীতির স্বভাবেই সত্যভামার মান শ্রীকৃষ্ণের মুখে তিরস্কার আনয়ন করিয়াছিল। সেই সত্যভামাই নবদ্বীপ-লীলায় জগদানন্দ-পণ্ডিত ; দ্বারকা-লীলায় ও নবদ্বীপ-লীলায় দেহ বিভিন্ন হইলেও প্রীতি একই ;

তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসের জ্ঞান।
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃত সমান ॥১৬৭
অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয় ॥ ১৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং জগদানন্দের অসঙ্গত আচরণ দেখিয়া প্রভু যে তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে; ইহা জগদানন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতির স্বভাবেই হইয়া থাকে।

আর শ্রীসনাতনগোস্বামী ব্রজলীলায় ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধিকার সেবা-পরা দাসী রতিমঞ্জরী (বা লবঙ্গমঞ্জরী)—"যা রূপমঞ্জরী প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী। সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ॥ সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। —গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১৮১॥" ব্রজের মঞ্জরীগণও মহাভাববতী; তাঁহাদের মন-আদি ইন্দ্রিয়বর্গও মহাভাবের স্বরূপ-প্রাপ্ত; সুতরাং তাঁহাদের যে কোনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই, এমন কি তাঁহাদের তিরস্কারেও শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ অনুভব করেন; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥ ১।৪।২৩।" ব্রজ-সুন্দরীদিগের সমর্থা-রতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বশীকরণে সমর্থা; তাই তাঁহাদের সমস্ত ব্যবহারই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রীতি-মণ্ডিত বলিয়া প্রতীত হয়; তাঁহাদের সমস্ত ব্যবহারেই শ্রীকৃষ্ণের মনে তাঁহাদের গুণ-মাধুর্য্য স্ফুরিত করায় এবং তাঁহাদের গুণে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াই আনন্দ পায়েন; কেবল যে মুখেই তাঁহাদের প্রশংসা করেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণের মন তাঁহাদের গুণ-গৌরবে উৎফুল্ল, শ্রীকৃষ্ণের মুখ ও চক্ষু তাঁহাদের গুণ-প্রশংসায় উদ্ভাসিত। ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেরূপ সান্দ্রা-কেবলা-প্রীতি, তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের তদনুরূপ প্রীতি এবং এই প্রীতির স্বভাবেই তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্যবহার। এই সান্দ্রা কেবলা-প্রীতি লইয়াই শ্রীমতী রতিমঞ্জরী (বা লবঙ্গমঞ্জরী) নবদ্বীপলীলায় শ্রীসনাতন-রূপে প্রকট হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার গুণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে তাঁহার প্রশংসা স্ফুরিত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রীতের স্বভাবে কাহাতে"-স্থলে "প্রীতস্বভাবে করায় তাতে" পাঠান্তর আছে।

১৬৭। এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের কণ্ডুরসার কথা বলিতেছেন।

প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন, তোমার দেহে কণ্ডু হওয়ায় এবং সেই কণ্ডু হইতে রস বাহির হওয়ায় তুমি তোমার দেহকে ঘৃণার্হ মনে করিতেছ; তাই আমাকে আলিঙ্গন করিতে নিষেধ কর। কিন্তু তোমার দেহ স্পর্শ করিলে আমি যে অমৃত পান করার আনন্দ পাইয়া থাকি।"

বীভৎস—ঘৃণিত। **লাগে অমৃত সমান**—অমৃতের মত মনে হয়; অমৃতের মত লোভনীয় ও উপাদেয়; অমৃত পান করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তোমার দেহ-স্পর্শ করিলেও সেইরূপ আনন্দ পাই।

১৬৮। সনাতনের দেহ প্রভুর নিকটে অমৃত-তুল্য লাগে কেন, তাহা বলিতেছেন।

প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন, প্রাকৃত-দেহেই বীভৎস কণ্ডু হয়, তাহা হইতে দুর্গন্ধময়-রস নির্গত হয়; কিন্তু তোমার দেহ কখনও প্রাকৃত নহে; তোমার দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়। তুমি তোমার দেহকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিতেছ এবং তাই আলিঙ্গন করিতে নিষেধ করিতেছ।"

সনাতন সাধারণ জীব নহেন; সুতরাং জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে; তাঁহার দেহ বাস্তবিকই অপ্রাকৃত—চিন্ময়। কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ হইলে তাহাতে কণ্ডু হইল কেন? সনাতন নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর হইলেও জীবশিক্ষার নিমিত্ত সাধক-জীবের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন; সাধক-জীবের যে সমস্ত অবস্থা হইতে পারে, সেই সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া সনাতনকেও লীলা-শক্তি লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাকেও অনেক বিষয়ে সাধারণ মানুষের স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, যেন মানুষ সহজে তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। আর এই

প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে। | ভদ্রাভদ্রবস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে॥ ১৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কণ্ডুর উপলক্ষ্যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া জীবগণকে যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রাকট্যও কণ্ডু-প্রকাশের একটা উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কণ্ডু-রহস্য আরও প্রাকশ পাইবে।

১৬৯। বপু—দেহ। **ভদ্রাভদ্রবস্তুজ্ঞান**—ভদ্র (ভাল) এবং অভদ্র (মন্দ) এইরূপ বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান। এই বস্তু ভাল, এই বস্তু মন্দ এইরূপ জ্ঞান। **প্রাকৃত**—প্রাকৃত-বস্তুতে।

প্রভু আরও বলিলেন, "সনাতন, তোমার দেহ প্রাকৃত তো নহেই, সুতরাং আমার উপেক্ষার বস্তুও নহে। কিন্তু তোমার দেহ যদি প্রাকৃতও হইত, তাহা হইলেও আমার পক্ষে তোমার দেহকে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইত না। কারণ, প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে ভাল-মন্দ-জ্ঞান খাটে না—প্রাকৃত বস্তু-সম্বন্ধে, 'এই বস্তুটী ভাল, এই বস্তুটী মন্দ', এইরূপ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র।

প্রভু এই যে কথাগুলি বলিলেন, এসব সমস্তই জ্ঞান-মার্গের কথা, ভক্তি-মার্গের কথা নহে। ভক্তি-মার্গে প্রাকৃত বস্তুতেও ভাল-মন্দ বিচার আছে; সাধক-ভক্তের আচরণ এবং বিগ্রহ-সেবাদির বিধি হইতেই তাহা বুঝা যায়। কোনও বস্তু-গ্রহণের বিধি আছে, আবার কোনও বস্তু-গ্রহণের বিধি নাই; ভগবৎ-সেবায় কোনও বস্তু দেওয়ার বিধি আছে, আবার কোনও বস্তু দেওয়ার বিধি নাই, ইত্যাদি শাস্ত্রাদেশ হইতে বুঝা যায়, ভক্তি-মার্গে ভাল-মন্দ বিচার আছে। কিন্তু জ্ঞানমার্গে ভাল-মন্দ বিচারের অবকাশ নাই। ভালমন্দ বিচার করিতে হইলেই একাধিক বস্তু থাকা দরকার; একাধিক বস্তু থাকিলেই, একটীর সঙ্গে তুলনায় অপরটী ভাল বা মন্দ হইতে পারে; কিন্তু যেখানে কেবল একটী মাত্র বস্তু অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান, কোনও সময়েই যেখানে দ্বিতীয় বস্তুর সত্ত্বা ছিল না, সেখানে ঐ একটী বস্তু-সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচার চলে না। জ্ঞান-মার্গের মতে সমস্ত জগৎই এক ব্রহ্ম, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, ব্রহ্ম ব্যতীত কোথাও অপর কোনও বস্তু নাই। তবে যে জগতে আমরা অনেক বস্তু দেখিতে পাই, তাহা আমাদের ভ্রান্তি। ভ্রান্তি-বশতঃ যেমন কেহ রজ্জু-খণ্ডকে সর্প বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ মায়াকৃত ভ্রান্তি বশতঃ আমরা ব্রহ্মকেই ঘট-পটাদি বলিয়া মনে করিতেছি। বাস্তবিক ঘট-পটাদি দৃশ্যমান বস্তুর কোনও সত্ত্বা নাই। দৃশ্যমান ঘট-পটাদি বস্তুর যখন কোনও সত্ত্বাই নাই, তখন তাহাদের সম্বন্ধে 'এইটী ভাল, এইটী মন্দ' এইরূপ বিচারও চলিতে পারে না—যাহার সত্ত্বাই নাই, তাহার আবার ভাল-মন্দ গুণ থাকিবে কিরূপে? তথাপি যে আমরা 'এই বস্তুটী ভাল, এই বস্তুটী মন্দ' এইরূপ বিচার করিয়া থাকি—ইহা ভ্রান্তি মাত্র; বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যেমন ভ্রান্তি, তাহার গুণ-কল্পনা করাও তেমনি ভ্রান্তি। ইহাই জ্ঞান-মার্গের মত।

ভক্তি-মার্গের মতে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ঈশ্বরের পরিণতিমাত্র; স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, ঈশ্বর জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও নিজে অবিকৃত থাকেন। সুতরাং ঘট-পটাদি যে সমস্ত বস্তু আমরা জগতে দেখিতেছি, তাহাদের একটা অস্তিত্ব আছে, অবশ্য এই অস্তিত্ব নিত্য নহে। আমরা যাহা দেখিতেছি, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের মত তাহা ভ্রান্তিমাত্র নহে, ইহা চক্ষুর ধাঁধা নহে; যাহা দেখিতেছি, তাহা সত্যই আছে, তবে তাহা নিত্য নহে; তাহা যখন আছে, তখন তাহার গুণও আছে, সুতরাং তাহা-সম্বন্ধে ভাল-মন্দ জ্ঞানও ভ্রান্তি নহে।

কিন্তু কথা এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন; নিজের আচরণের দ্বারা জীবকে ভজন-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শুদ্ধা-ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি কেন সনাতন-গোস্বামীর নিকটে জ্ঞান-মার্গের কথা বলিলেন? কেবল মুখে-মাত্র বলা নহে, গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জ্ঞান-যোগ-প্রকরণের শ্লোক উল্লেখ করিয়া নিজের বক্তব্য-বিষয়টীর সমর্থনও করিলেন।

সনাতনের দেহ যে উপেক্ষণীয় নহে, ইহা প্রমাণ করাই প্রভুর উদ্দেশ্য। তিনি ইহা দুইভাবে করিলেন। প্রথমতঃ বলিলেন, সনাতনের দেহ প্রাকৃত নহে—ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময়, নিত্য; সুতরাং উপেক্ষণীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিলেন, সনাতনের দেহ তো প্রাকৃত নহেই, তথাপি যদি সনাতন তাহাকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন, তবুও প্রভুর নিকটে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। সনাতনের স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত দেহকে তর্কের অনুরোধে প্রভু প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াই তাঁহার যুক্তি দেখাইতেছেন। সনাতনের দেহ প্রাকৃত হইলেও যে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা দেখাইতে যাইয়া প্রভু কতকগুলি জ্ঞান-যোগের কথা বলিলেন। সম্ভবতঃ প্রভু স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করিয়াই (অথবা সনাতনের সঙ্গে পরিহাস করিয়াই) এই কথাগুলি বলিয়াছেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই শঙ্কর-মতাবলম্বী জ্ঞানমার্গের সাধক ছিলেন। সন্ন্যাসী দেখিলেই তখন লোকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া মনে করিত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে প্রথমে দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও প্রায় সকল সময়েই আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিতেন; এই সন্ন্যাস-বেশের অন্তরালে তিনি অনেক সময়েই আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন—তাই রায়রামানন্দের নিকটেও প্রথমে প্রভু বলিয়াছিলেন, "আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।" এস্থলেও প্রভু তাহা করিলেন। স্বীয় সন্ন্যাস-বেশকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি নিজেকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাই প্রভুর মুখে জ্ঞানযোগের কথা বাহির হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে প্রভুর দৈন্য প্রকাশ পাইল কিরূপে? উত্তর:—ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর সেব্য, জীব তাঁহার সেবক। এই সেব্য-সেবক-ভাবই ভক্তি-সাধনের ভিত্তি; ইহা যাহার নাই, তাহার পক্ষে ভক্তি-সাধন অসম্ভব। কিন্তু জ্ঞানমার্গে জীব ও ঈশ্বরে অভেদ মনে করা হয়, জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নিজেদিগকেই ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান করেন; তাহাতে সেব্য-সেবক-ভাব নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ভক্তি-সাধন হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িতে হয়। মহাপ্রভু নিজেকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে ইঙ্গিত করিতেছেন যে,—

"মায়াবাদী সন্ন্যাসী-আমি নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়াই অভিমান করি; আমি যে ব্রহ্মের দাস, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই অধীন, এই জ্ঞান আমার নাই; তাই ভক্তিমার্গের সাধন তো দূরে, ঐ সাধনের মূল ভিত্তি যে সেব্য-সেবক-ভাব, তাহা হইতেও আমি বঞ্চিত।" এই সেব্য-সেবক-ভাবের অভাব জ্ঞাপন করাতেই তাঁহার দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে।

সনাতনের প্রতি প্রভুর উক্তিতে প্রভুর দৈন্য ব্যতীত পরিহাসও বুঝাইতে পারে। পরিহাস করার উদ্দেশ্যেই হয়তো প্রভু জ্ঞানমার্গের কথা বলিয়াছেন। পরিহাস (বা রগড়) করিয়া প্রভু বলিলেন—"সনাতন, তুমি যে তোমার দেহকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিতেছ, তাতেই বা আমার কি? প্রাকৃত হইলেও তোমার দেহ আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার বেশ দেখিয়াই তো তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, আমি জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী; আমার নিকটে আর ভাল-মন্দ কি? ব্রহ্মব্যতীত আর যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তোমারা কল্পনা কর, সেই সমস্তই তোমাদের ভ্রান্তি; সেই সমস্ত বস্তুর মধ্যে 'এইটী ভাল, এইটী মন্দ' এইরূপ যে তোমাদের জ্ঞান, তাহাও ভ্রান্তি; এ সমস্ত তোমাদের ভ্রান্তিপূর্ণ মনের ভ্রান্ত-কল্পনা মাত্র। আমি জ্ঞানী, আমি সেই ভ্রান্তিতে পড়িব কেন? আমার কাছে ভাল-মন্দ কিছু নাই, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। বিশেষতঃ, আমি যখন জ্ঞান-মার্গের সন্ন্যাসী, তখন চন্দনে ও পঙ্কে আমার সমান জ্ঞান; সুতরাং তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না, উপেক্ষা করিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া যাইবে।"

অথবা—প্রাকৃত জগতে সমস্ত বস্তুই যখন প্রাকৃত—সুতরাং একজাতীয়, তখন ভাল-মন্দরূপ পার্থক্য তাহাদের মধ্যে আছে বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে

তথাহি (ভাঃ ১১।২৮।৪)—
কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ। ৬

দ্বৈত ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এইসব ভ্রম ॥ ১৭০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দ্বৈতাসত্যতয়া স্তুতিনিন্দয়োর্নির্ব্বিষয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি কিং ভদ্রমিতি সার্দ্ধষড়্‌ভিঃ। অবস্তুনো দ্বৈতস্য মধ্যে কিং ভদ্রং কিংবা অভদ্রং কিয়দ্ ভদ্রং কিয়দ্বা অভদ্রমিত্যর্থঃ। অবস্তুত্বমেবাহ বাচেতি। বাহেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্। বাচা উদিতমুক্তম্ চক্ষুরাদিভিশ্চ যদ্ দৃশ্যং তদনৃতমিতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অবস্তুনঃ (অবস্তু বা মিথ্যাভূত) দ্বৈতস্য (দ্বৈতবস্তুর মধ্যে) কিং ভদ্রং (ভদ্র—পবিত্রই বা কি) কিং বা অভদ্রং (অভদ্র—অপবিত্রই বা কি)? কিয়ৎ (কতই বা) ভদ্রং (ভদ্র—পবিত্র), কিয়ৎ বা (কতই বা) অভদ্রং (অভদ্র—অপবিত্র); [যতঃ] (যেহেতু) বাচা (বাক্যদ্বারা) [যৎ] (যাহা) উদিতং (কথিত—উপলক্ষণে, যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত—হয়), মনসা (মনোদ্বারা) ধ্যাতং এব চ (চিন্তিতও হয়) তৎ (তাহা) অনৃতম্ (মিথ্যা) [অথবা, "মনসা ধ্যাতম্ এব চ"-এই অংশকে সর্ব্বশেষে রাখিয়া] মনসা (মনোদ্বারা) এব চ (ই) ধ্যাতম্ (চিন্তিত—ভদ্রাভদ্ররূপে চিন্তা মাত্র করা হয়, বস্তুতঃ ভদ্র বা অভদ্র কিছুই নহে)।

অনুবাদ। মিথ্যাভূত দ্বৈতবস্তুর মধ্যে পবিত্রই বা কি, অপবিত্রই বা কি? এবং কতই বা পবিত্র, আর কতই বা অপবিত্র (অর্থাৎ মিথ্যাভূত জগতের মধ্যে কোনও বস্তু পবিত্র বা অপবিত্র নাই)। কেননা, যাহা বাক্যদ্বারা কথিত হয়, কিম্বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা এবং মনদ্বারা চিন্তিত পদার্থও মিথ্যা; (অথবা পদার্থই মিথ্যা, কেবল মনের চিন্তাদ্বারাই তাহাকে পবিত্র বা অপবিত্র জ্ঞান করা হয়)। ৬

অবস্তুনঃ দ্বৈতস্য—যাহা অবস্তু এমন যে দ্বৈতবস্তু তাহার মধ্যে। যাহার বাস্তব সত্ত্বা আছে, যাহা বাস্তবরূপে সত্য, তাহাই হইতেছে **বস্তু**; যাহার বাস্তব সত্ত্বা নাই, যাহা সত্য নহে, তাহা হইতেছে অবস্তু। দ্বৈত বস্তু হইতেছে—অবস্তু, অসত্য। কিন্তু দ্বৈত কি? মায়াবাদী বা বিবর্ত্তবাদীরা বলেন—একমাত্র ব্রহ্মই সত্যবস্তু, এই জগৎ অসত্য, জগতের কোনও সত্ত্বাই নাই; রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে; এই ভ্রম দূর হইলেই দেখা যাইবে, জগৎ বলিয়া কিছু নাই। সত্য বস্তু ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু; অসত্য এই জগৎ হইতেছে অবস্তু। সত্য বস্তু ব্রহ্ম হইলেন একটী বস্তু; এই জগৎকে ভ্রান্তিবশতঃই আর একটী—দ্বিতীয় একটী—বস্তু বলিয়া মনে করা হয়। এই কল্পিত দ্বিতীয় বস্তুটীই **দ্বৈত**।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই শ্লোক পূর্ব্ব-পয়ারোক্তির প্রমাণ।

১৭০। **দ্বৈত**—পূর্ব্বশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভদ্রাভদ্র জ্ঞান**—ভদ্র (ভাল) ও অভদ্র (মন্দ) এইরূপ বুদ্ধি। এই বস্তুটী ভাল, এই বস্তুটী মন্দ, এইরূপ জ্ঞান। **মনোধর্ম্ম**—মনের ধর্ম্ম; ভ্রমাত্মক মনের ভ্রান্তিপূর্ণ কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "মনসা ধ্যাতমেব চ" অংশের অর্থই এই পয়ারে প্রকাশ করা হইয়াছে। "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা"—ইত্যাদি শ্লোকটী জ্ঞানমার্গ-সম্বন্ধীয়।

মায়াবাদীরা ব্যতীত অন্যান্যেরা এই জগৎকে অসত্য (একেবারে অস্তিত্বহীন) মনে করেন না, তাঁহারা বলেন—এই জগৎ একেবারে অস্তিত্বহীন নহে; ইহার অস্তিত্ব আছে; তবে এই অস্তিত্ব নিত্য নহে, অনিত্য। এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, মায়াবাদীরা তাঁহাদের সকলকেই সাধারণ কথায় দ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী নহেন। যাঁহারা দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেই দ্বৈতবাদী বলা সঙ্গত। মায়াবাদীরা যাঁহাদিগকে দ্বৈতবাদী বলেন, তাঁহাদের সকলেই দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করেন না। যাহা স্বয়ংসিদ্ধ,

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৫।১৮)
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কীদৃশাস্তে জ্ঞানিন যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাম্ যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণো বৈষম্যম্। গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্যনিরপেক্ষ, তাহাই তত্ত্বপদ-বাচ্য হইতে পারে (ভূমিকায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা এই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের সকলেই জগৎকে স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা মনে করেন—এই জগৎ ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে; ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়; বেদান্তও তাহাই বলেন—জন্মাদ্যস্য যতঃ। সুতরাং জগৎ একটী পৃথক্ তত্ত্ব হইতে পারে না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও জগৎকে পৃথক্ তত্ত্ব বলেন না; তাঁহারা বলেন—জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও দ্বৈতবাদী নহেন; তাঁহারাও অদ্বয়-তত্ত্ববাদী। মধ্বাচার্য্য ব্যতীত আর সকলেই অদ্বয়-তত্ত্ববাদী। অবশ্য এই অদ্বয়-তত্ত্ববাদীরা সকলেই এক রকমের অদ্বয়-তত্ত্ববাদী নহেন।

যাহা হউক, মায়াবাদী জ্ঞানমার্গাবলম্বীরা বলেন—এই জগতের যখন অস্তিত্বই নাই, তখন জগতের কোনও বস্তুকে ভাল এবং কোনও বস্তুকে মন্দ মনে করা ভ্রান্তি মাত্র।

"দ্বৈত"-স্থলে "দ্বৈতে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং শ্বপাক—সকলেতেই (পরম-কারণরূপে পরমাত্মা সমানভাবে বিদ্যমান আছেন—ইহা অনুভব করিয়া, এই সমস্ত বৈষম্যময় বস্তুতেও) যাঁহারা সমদর্শী, তাঁহারাই পণ্ডিত। ৭

এই শ্লোকে প্রকৃত পণ্ডিত বা জ্ঞানীর লক্ষণ বলা হইয়াছে; যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে বৈষম্য আছে, সে সমস্ত বস্তুতেও যাঁহারা বৈষম্য দেখেন না, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। বৈষম্য দুই রকমের—জাতিগত বৈষম্য এবং গুণ কর্ম্মগত বৈষম্য। মানুষ, গরু, হাতী, কুকুর ইত্যাদিতে জাতিগত বৈষম্য; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চণ্ডালাদি হইল এক জাতীয় জীব; গরু হইল এক জাতীয় জীব, হাতী আর এক জাতীয় জীব, কুকুর আর এক জাতীয় জীব; ইহারা পরস্পর ভিন্ন জাতীয় হইলেও—সুতরাং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে—আকারাদিতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিতে প্রকৃত জ্ঞানী ইহাদের সকলকেই সমান মনে করেন। আবার একই মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণে ও শ্বপাকে (কুক্কুর-মাংসভোজী নীচজাতি বিশেষে) গুণকর্ম্মগত বৈষম্য আছে; ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মাদি একরূপ, শ্বপাকের গুণকর্ম্মাদি অন্যরূপ; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ইহাদের মধ্যে বৈষম্য দেখেন না **ব্রাহ্মণে**—বিদ্যা, বিনয়, ভগবদ্ভক্তি-আদি যাঁহার আছে, তাদৃশ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ; তাঁহাতে। **গবি**—গো বা গরুতে। **হস্তিনি**—হস্তীতে। **শুনি**—কুকুরে। **শ্বপাকে**—শ্ব (কুক্কুর)-মাংসভোজী হীনাচার-সম্পন্ন জাতিবিশেষে।

প্রকৃত জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা জগতের সকল বস্তুকেই সমান বলিয়া মনে করেন; এই বস্তু ভাল, এই বস্তু মন্দ,—এইরূপ বৈষম্য-জ্ঞান তাঁহাদের নাই; সুতরাং বৈষম্য-জ্ঞান যে ভ্রমাত্মক, তাহাই ব্যতিরেক-মুখে সপ্রমাণ হইল। এইরূপে এই শ্লোক ১৭০ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

তথাহি তত্রৈব (৬.৮)—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

আমি ত সন্ন্যাসী—আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দনে পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম॥ ১৭১
এইলাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজধর্ম্ম যায়॥ ১৭২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তং উপসংহরতি জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকম্ বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভব স্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ অতএব বিজিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ড-পাষাণ-সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় উচ্যতে। স্বামী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮। অন্বয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (যাঁহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানদ্বারা তৃপ্ত), কূটস্থঃ (যিনি নির্ব্বিকার), বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (যিনি ইন্দ্রিয়-বিজয়ী) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (এবং যিনি মৃত্তিকাখণ্ডে, শিলায় এবং কাঞ্চনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) যোগী (যোগী—সেই যোগী) যুক্তঃ (যোগারূঢ়) উচ্যতে (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। যাঁহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানদ্বারা তৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়-বিজয়ী এবং যিনি মৃত্তিকা-খণ্ডে, শিলাতে ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই যোগারূঢ় (যুক্ত) যোগী। ৮

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা—জ্ঞান (শাস্ত্র ও উপদেশাদি হইতে লব্ধ জ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (অপরোক্ষ-অনুভূতি, ব্রহ্মানুভূতি, পরমাত্মানুভূতি বা ভগবদনুভূতি) দ্বারা তৃপ্ত (নিরাকাঙ্ক্ষ) হইয়াছে আত্মা (চিত্ত) যাঁহার, তাদৃশ। শাস্ত্রালোচনাদ্বারা, জ্ঞানিলোকের মুখের উপদেশাদিদ্বারা এবং সর্ব্বোপরি ভগবদনুভূতি লাভ করিয়া যাঁহার স্বসুখমূলক বাসনাদি দূরীভূত হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি।

কূটস্থঃ—নির্ব্বিকার ; চিত্ত-চাঞ্চল্যশূন্য। **সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ**—সম (বৈষম্যহীন) হইয়াছে লোষ্ট্র (মৃত্তিকাখণ্ড), অশ্ম (শিলা বা প্রস্তর) এবং কাঞ্চন (স্বর্ণ) যাঁহার নিকটে ; যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং স্বর্ণকেও সমান মনে করেন। **যুক্তঃ**—যোগারূঢ়।

এই শ্লোকও ব্যতিরেক মুখে ১৭০-পয়ারের প্রমাণ।

১৭১। আমি ত সন্ন্যাসী—প্রভু বলিতেছেন, "আমি সন্ন্যাসী।" "সন্ন্যাসী" বলিতে "আমি জ্ঞান-মার্গের সন্ন্যাসী" ইহা বলাই প্রভুর অভিপ্রায় ; যেহেতু তৎকালে প্রায় সকল সন্ন্যাসীই জ্ঞান-মার্গের সাধন করিতেন। ইহা প্রভুর দৈন্য বা পরিহাসোক্তি। **আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম**—আমি জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী বলিয়া, সকল বস্তুকে সমান মনে করাই আমার আশ্রমোচিত ধর্ম্ম। **চন্দনে পঙ্কে** ইত্যাদি—সকল বস্তুকে সমান মনে করা আমার ধর্ম্ম বলিয়া চন্দনে ও পঙ্কে কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

যাঁহারা মায়াবাদী নহেন, তাঁহারা চন্দনের সুগন্ধ আছে বলিয়া চন্দনকে ভাল এবং পঙ্কের দুর্গন্ধ আছে বলিয়া পঙ্ককে মন্দ মনে করিয়া থাকেন ; কিন্তু মায়াবাদী জ্ঞানীরা বলেন, চন্দন ও পঙ্কের যখন কোনও বাস্তব-অস্তিত্বই নাই, তাহাদের সুগন্ধ-দুর্গন্ধও থাকিতে পারে না। চন্দন ও পঙ্কের অস্তিত্ব কল্পনা করাও যেমন ভ্রান্তি, তাহাদের সুগন্ধ-দুর্গন্ধ কল্পনা করাও ভ্রান্তি। এই সমস্ত ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত, এবং সমস্তই যে ব্রহ্ম তাহা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত জ্ঞানমার্গের সাধকেরা সকল বস্তুকেই সমান বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বোক্ত গীতার শ্লোকদ্বয় ইহার প্রমাণ।

১৭২। এই লাগি ইত্যাদি—সমদৃষ্টিই আমার আশ্রমোচিত ধর্ম্ম বলিয়া, প্রাকৃত হইলেও তোমার দেহকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। তোমার দেহকে প্রাকৃত মনে করিয়া, তাহাতে কণ্ডূরসা আছে বলিয়া যদি আমি ঘৃণা করি, তাহা হইলে আমার সন্ন্যাসোচিত-ধর্ম্ম নষ্ট হয়—কারণ চন্দনে ও পঙ্কে সমান মনে করাই সন্ন্যাসোচিত ধর্ম্ম। **নিজ ধর্ম্ম**—আমার সন্ন্যাসোচিত ধর্ম্ম। এই সমস্তই প্রভুর দৈন্যোক্তি বা পরিহাসোক্তি।

হরিদাস কহে—প্রভু ! যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য-প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥ ১৭৩
আমাসভা অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীনদয়ালু-গুণ করিতে প্রচার ॥ ১৭৪

প্রভু হাসি কহে—শুন হরিদাস সনাতন !।
তত্ত্ব কহি—তোমাবিষয়ে যৈছে মোর মন ॥ ১৭৫
তোমাকে 'লাল্য' মানি, আপনাকে 'লালক' অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৩। **বাহ্য-প্রতারণা**—অন্তরের কথা গোপন করিয়া বাহিরের কথা দ্বারা ছলনা।

প্রভুর কথা শুনিয়া হরিদাসঠাকুর বলিলেন—"প্রভু, তুমি যে বলিলে, প্রাকৃত বস্তুতে ভদ্রাভদ্র বিচার নাই, সন্ন্যাসী বলিয়া সমদৃষ্টিই তোমার আশ্রমোচিত ধর্ম্ম, প্রাকৃত বলিয়া সনাতনের দেহকে উপেক্ষা করিলে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, তাই তুমি সনাতনকে উপেক্ষা করিতেছ না—এই সমস্ত তোমার বাহিরের ছলনা মাত্র, :এ সব তোমার অন্তরের কথা নহে। এই সকল জ্ঞান-মার্গোচিত বাহিরের কথার আবরণে তুমি তোমার অন্তরের সত্য কথা গোপন করিতেছ; তাই তোমার কথা অন্তরের প্রকৃত কথা বলিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

নাহি মানি আমি—প্রকৃত অন্তরের কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

১৭৪। হরিদাস আরও বলিলেন, "প্রভু, আমরা অত্যন্ত অধম, পতিত; তথাপি যে তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা তোমার সন্ন্যাসাশ্রমোচিত-ধর্ম্ম-সমদৃষ্টি-বশতঃ নহে। দীনের প্রতি, পতিত অধমের প্রতি তুমি স্বভাবতঃই দয়ালু, ইহা তোমার স্বরূপগত গুণ; তাই পতিত-পাবন প্রভু তুমি আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছ; ইহাই প্রকৃত কথা। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা তোমার বাহিরের কথা, আত্মগোপনের ছলনা মাত্র।"

আমাসভা অধমে—আমাদের মত অধম-পতিতদিগকে। **অঙ্গীকার**—আত্মসাৎ; তোমার দাস বলিয়া গ্রহণ। **দীন দয়ালু গুণ**—দীনের প্রতি দয়ালু, এই গুণ। পতিত-পাবন গুণ। **দীন**—ভক্তিহীন, অধম, পতিত। ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সে-ই দীন।" দীন অর্থ দরিদ্র; এ স্থলে ভক্তিধনে দরিদ্র; ভক্তিহীন। **করিতে প্রচার**—তুমি যে পতিত-পাবন, দীনের প্রতি অধিকতর দয়ালু, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত। প্রভু যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইল মায়াবাদী জ্ঞানীদের কথা। তাঁহাদের মতে পরব্রহ্ম হইলেন নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিঃশক্তিক; কারুণ্যাদিগুণ তাঁহাতে নাই। হরিদাস ঠাকুর যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই—"প্রভু, তুমি তো স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্—শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই পরং ব্রহ্ম পরং ধাম, শ্রীকৃষ্ণই পবিত্রমোক্ষারঃ; সুতরাং তুমিই পরব্রহ্ম। কিন্তু প্রভু তুমি তো কারুণ্যাদি-গুণহীন নও; তাহাই যদি হইতে, তাহা হইলে 'আমা সভা অধমে' তুমি কিরূপে 'করিয়াছ অঙ্গীকার ?' সুতরাং তুমি যাহা বলিলে, তাহা বাহ্য-প্রতারণামাত্র।"

১৭৫। **প্রভু হাসি কহে**—হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিয়া বলিলেন। প্রভুর অন্তরের কথা হরিদাস বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আনন্দে প্রভু হাস্য করিলেন।

প্রভু বলিলেন, "হরিদাস শুন, সনাতনও শুন, প্রকৃত কথা (তত্ত্ব) বলিতেছি; তোমাদিগের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব যাহা, তাহা বলিতেছি, শুন।"

১৭৬। **তোমাকে** ইত্যাদি—মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরের কথা বলিতেছেন, 'তোমাকে লাল্য মানি' হইতে 'আমার ঘৃণা না জন্মায়' পর্য্যন্ত চারি পয়ারে। **তোমাকে**—হরিদাস ও সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

লাল্য—লালন-যোগ্য। মাতা যে সন্তানের মল-মূত্র পরিষ্কার করেন, স্নানাদি দ্বারা সন্তানের দেহের মলিনতা দূর করেন, সন্তানের বেশভূষা করেন, অঙ্গরাগাদি করেন, এই সমস্ত মাতাকর্ত্তৃক সন্তানের লালন। সন্তান যেমন মাতার

(আপনাকে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা-সভাকে করোঁ মুঞি বালক-
অভিমান॥) ১৭৭
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি উপজয়, আরো সুখ পায়॥ ১৭৮
লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায়॥ ১৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লাল্য, হরিদাস এবং সনাতনও তেমনি প্রভুর লাল্য। যেখানে প্রীতি ও স্নেহের গাঢ় বন্ধন থাকে, সেখানেই লালন, বা লাল্য-লালক-সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে।

প্রীতিময়ী পরিচর্য্যাই লালন। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতেও পরিচর্য্যা হইতে পারে, যেমন ডাক্তার-খানার লোকগণ ওলাউঠারোগীর মলমূত্র সরাইয়া নেয়। কিন্তু এইরূপ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে পরিচর্য্যাকে লালন বলে না। প্রাণের টানে, নিতান্ত আপনার বুদ্ধিতে যে পরিচর্য্যা, তাহার নামই লালন। **মানি**—মনে করি। **আপনাকে**—(প্রভু বলিলেন) আমার নিজেকে। **লালক**—লালন-কর্ত্তা; মাতাপিতা যেমন সন্তানের লালক, তদ্রূপ প্রভুও হরিদাস ও সনাতনের লালক। **অভিমান**—জ্ঞান। প্রভু বলিলেন "আমি নিজেকে তোমাদের লালক বলিয়া মনে করি।" **দোষ-পরিজ্ঞান**—দোষের অনুভূতি। যাহা অপরের চক্ষুতে দোষের বলিয়া মনে হয়, এমন কিছুও যদি লাল্য ব্যক্তিতে থাকে, তাহাও লালকের চক্ষুতে দোষের বলিয়া মনে হয় না।

প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! সনাতন! আমি নিজেকে তোমাদের লালক বলিয়া মনে করি, আর তোমাদিগকে আমার লাল্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে এমন কিছুও যদি থাকে, যাহা অপরের পক্ষে ঘৃণনীয়, তাহাও আমার নিকট ঘৃণনীয় বলিয়া মনে হয় না।" পরবর্ত্তী "মাতার যৈছে" ইত্যাদি পয়ারের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন।

১৭৭। আপনাকে—(প্রভু বলিলেন) আমার নিজেকে। **অমান্য-সমান**—আমি যে তোমাদের অত্যন্ত মাননীয়, এইরূপ জ্ঞান আমার হয় না। মাতা যখন সন্তানের মল-মূত্র দূর করিয়া তাহাকে লালন করেন, তখন তিনি মনে করেন না যে, তিনি সন্তানের অত্যন্ত মাননীয়—সুতরাং সন্তানের মলমূত্র দূর করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত; যেখানে প্রীতির বন্ধন নাই, সেখানেই মান্যজ্ঞান বা গৌরব-বুদ্ধি; প্রীতির প্রভাবে সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত দূরত্ব দূর হইয়া যায়; প্রীতির প্রভাবেই লালক লাল্যকে নিতান্ত আপনার জন মনে করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে; তাহার মলমূত্রাদি স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করে না, বরং আনন্দই অনুভব করিয়া থাকে। হরিদাস-সনাতনের প্রতিও প্রভুর এই জাতীয় ভাব।

বালক-অভিমান—তোমাদিগকে আমি আমার বালক বা শিশু সন্তান বলিয়া মনে করি। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

১৭৮। অমেধ্য—মলমূত্র।

এই পয়ারে মাতা পুত্রের দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রভু লাল্য-লালক-সম্বন্ধটী বুঝাইতেছেন। প্রভু বলিলেন—"সন্তানের লালন-কালে সন্তানের মল-মূত্র (অমেধ্য) মাতার গায়ে লাগে; তাতে মাতার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না; বরং সন্তানকে মল-মূত্র হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মাতার মনে আনন্দই হইয়া থাকে। তদ্রূপ, সনাতন! হরিদাস! তোমরা আমার শিশু-সন্তান তুল্য লাল্য; আর আমি মাতার তুল্য তোমাদের লালক; তোমাদের দেহে যদি কিছু ক্লেদও (সনাতনের কণ্ডুরসা) থাকে, তবে তাহাতেও আমার মনে ঘৃণার উদয় হয় না, বরং তোমাদিগকে তখনও স্পর্শ করিতে—আলিঙ্গন করিতে আমার আনন্দ জন্মে। শিশু-সন্তানের দেহে যদি কণ্ডুরসা থাকে, তাহা হইলে মাতা কি তাহাকে কোলে নেন না? না কি কোলে নিতে ঘৃণা বোধ করেন?"

১৭৯। লাল্যামেধ্য—লাল্যের অমেধ্য (মলমূত্র)। **লালকে**—লালকের নিকটে। **চন্দনসম ভায়**—চন্দনের মত প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হয়। **সনাতনের ক্লেদে**—সনাতনের কণ্ডুরসায়।

হরিদাস কহে—তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয় ॥ ১৮০
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠ অঙ্গে কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥ ১৮১
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম-অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ? ॥১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভু বলিলেন—"শিশু-সন্তানের মলমূত্র মাতার নিকটে যেমন ঘৃণার বস্তু নহে, বরং চন্দন-স্পর্শে যেমন সুখের অনুভব হয়, শিশু-সন্তানের মলমূত্রময় দেহ আলিঙ্গন করিয়াও মাতার তদ্রূপ বা ততোধিক সুখই জন্মে, তদ্রূপ সনাতনের গায়ে কণ্ডুরসা দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেও আমার ঘৃণার উদ্রেক হয় না, বরং অত্যন্ত আনন্দই অনুভব করিয়া থাকি।"

ইহাই বাস্তবিক প্রীতির লক্ষণ; প্রীতি অন্যবস্তু-নিরপেক্ষ সামগ্রী; বাহ্যিক মলমূত্র বা আন্তরিক দোষাদিতেও প্রীতির শিথিলতা জন্মে না।

১৮০। **হরিদাস কহে** ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্; তুমি পরম-দয়ালু; তোমার হৃদয়ের গূঢ়ভাব—কি উদ্দেশ্যে তুমি কখন কি কর, তাহা—আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই।"

এই পয়ারের, বিশেষতঃ ঈশ্বর ও দয়াময় শব্দদ্বয়ের, তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। হরিদাসঠাকুর বলিয়াছেন, "আমাদের মত অধম জীবকেও যে প্রভু তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, তোমার দীন-দয়ালুতা-গুণই তাহার একমাত্র হেতু।" কিন্তু প্রভু বলিলেন, "তাহা নহে, আমি তোমাদিগকে আমার লাল্য মনে করি, আর আমার নিজেকে তোমাদের লালক মনে করি; তাই অন্যের নিকটে যাহা ঘৃণার বিষয়, এমন কিছু তোমাদের মধ্যে থাকিলেও আমার তাতে ঘৃণার উদ্রেক হয় না।" এই কথা শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—"প্রভু, তুমি ঈশ্বর, সমস্ত জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা; তাই তুমি জীবমাত্রেরই পিতার তুল্য, আর জীবমাত্রই তোমার সন্তান তুল্য; এই হিসাবে আমাদের মত অধম জীবকেও তুমি লাল্য-জ্ঞান করিতে পার। (ইহাই বোধ হয় 'ঈশ্বর'-শব্দের তাৎপর্য্য)। কিন্তু প্রভু, লাল্য ও লালকের মধ্যে একটা বিশেষত্ব হই যে, লাল্যের প্রতি লালকের যেমন একটা স্বাভাবিক স্নেহ থাকে, তদ্রূপ লালকের প্রতি ও লাল্যের একটা স্বাভাবিক প্রীতি থাকে; শিশু-সন্তানের নিমিত্ত মাতার যেমন একটা প্রাণের টান আছে, মাতার প্রতিও শিশুর একটা প্রাণের টান আছে; ইহার ফলে শিশু মাতা-ভিন্ন আর কিছুই জানে না। আমাদের মত অধম জীবকে যদিও তুমি লাল্যজ্ঞান কর এবং তদনুসারে পরম স্নেহে তুমি যদিও আমাদের লালন কর, তথাপি আমাদের কিন্তু তোমার প্রতি তদনুরূপ প্রীতি নাই; সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ স্নেহ, আমাদের প্রতি তোমারও সেইরূপ স্নেহ আছে; কিন্তু মাতার প্রতি সন্তানের যেরূপ প্রীতি বা প্রাণের টান, তোমার প্রতি আমাদের তাহা নাই (দৈন্যবশতঃই হরিদাস একথা বলিলেন)। তথাপি যে তুমি আমাদিগকে লাল্য জ্ঞান কর, তাহা কেবল তুমি দয়াময় বলিয়াই (ইহাই বোধ হয় দয়াময়-শব্দের তাৎপর্য্য)। এইরূপই আমাদের মনের ধারণা; কিন্তু এই ধারণা প্রকৃত না হইতেও পারে; কারণ, তোমার হৃদয়ের গূঢ়তম উদ্দেশ্য জানিবার শক্তি আমাদের নাই।"

১৮১-৮২। **বাসুদেব** ইত্যাদি—হরিদাস বলিলেন, "বাসুদেবের গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল, সমস্ত দেহে ক্ষত হইয়াছিল; সেই ক্ষতে কীট পর্য্যন্ত জন্মিয়াছিল; ক্ষতের দুর্গন্ধে এবং কীটের বীভৎসতায় কেহই তাহার নিকটে যাইত না; কিন্তু প্রভু, দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে তুমি কৃপা করিয়া তাহাকেও আলিঙ্গন করিয়াছিলে; তোমার আলিঙ্গন-মাত্রেই তাহার দেহের ক্ষত, কীট কোথায় চলিয়া গেল! তাহার দেহ কাম-দেবের ন্যায় সুন্দর হইয়া গেল। প্রভু তোমার কৃপার ভঙ্গী আমরা কি বুঝিব? হয়তো তুমি ঈশ্বর বলিয়া লালকরূপে লাল্যজ্ঞানে গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়াছ এবং দয়াময় বলিয়া তাহার রোগ দূর করিয়াছ।" মধ্যলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে বাসুদেবের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রভু কহে—বৈষ্ণবের দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ ১৮৩

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম ॥ ১৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কীড়া—কীট; **কীড়াময়**—কীট-পরিপূর্ণ। **তারে**—বাসুদেবকে। **কন্দর্প**—কামদেব। **কন্দর্প সম অঙ্গ**—কামদেবের মত সুন্দর দেহ। **কৃপার তরঙ্গ**—কৃপার ভঙ্গী।

প্রভুর আলিঙ্গন মাত্রেই বাসুদেবের কুষ্ঠব্যাধি প্রভুর কৃপায় দূর হইয়াছে; সেই প্রভুই কৃপা করিয়া সনাতনকে বহুবার আলিঙ্গন করিয়াছেন; তবু কিন্তু সনাতনের গাত্র-কণ্ডু এখন পর্য্যন্ত দূর হইল না। প্রভুর কৃপা-বিকাশের এই পার্থক্যকে লক্ষ্য করিয়াই হরিদাস "কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ" বলিয়াছেন কিনা বলা যায় না।

১৮৩। **প্রভু কহে** ইত্যাদি—সনাতন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর (৩।৪।১৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী "পারিষদ দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ"-ইত্যাদি (৩।৪।১৮৮) পয়ারে মহাপ্রভুও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের মধ্যে তত্ত্বহিসাবে দুইটী শ্রেণী আছে; এক—নিত্যমুক্ত জীব, যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পার্ষদ; ইঁহারা জীবতত্ত্ব, ভগবানের জীব-শক্তির অংশ। সনাতন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। আর এক শ্রেণী—ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস; যেমন ললিতা-বিশাখাদি, শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি; ইঁহারা সকলেই আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা (ব্রহ্মসংহিতা), হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস; ব্রজের রতিমঞ্জরীস্বরূপ শ্রীসনাতন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তত্ত্বতঃ তিনি জীবশক্তি নহেন, পরন্তু হ্লাদিনী-শক্তি। তথাপি কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নর-লীলায় লীলাশক্তির প্রভাবে সনাতনের জীব-অভিমান, তিনি নিজেকে মায়াবদ্ধ জীব বলিয়াই মনে করিতেন; তাই নিজের দেহকেও পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহ বলিয়া মনে করিতেন। তাই মহাপ্রভু বলিতেছেন, "সনাতন জীবতত্ত্ব নহে, সুতরাং তাঁহার দেহও পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহ নহে; "পারিষদ দেহ এই।" তবুও তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, সনাতন জীবতত্ত্ব, তথাপি তাঁহার দেহ প্রাকৃত হইতে পারে না; কারণ, সনাতন বৈষ্ণব; বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত, চিদানন্দময়; সুতরাং সনাতনের দেহও অপ্রাকৃত, চিদানন্দময়, তাই তাঁহার দেহ আমি উপেক্ষা করিতে পারিনা।"

বৈষ্ণবের—অনেক অর্থে বৈষ্ণব-শব্দ ব্যবহৃত হয়; যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনি বৈষ্ণব। যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং যিনি বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ও হরিবাসরব্রত পালন করেন, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনি বৈষ্ণব। যিনি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি বৈষ্ণব। কিন্তু এস্থলে কোন্‌রূপ বৈষ্ণবের দেহকে অপ্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বিশেষরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। **প্রাকৃত**—প্রকৃতি হইতে জাত, সুতরাং বিকারশীল। **অপ্রাকৃত**—যাহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে, যাহা চিন্ময়, নিত্য। **চিদানন্দময়**—চিন্ময় ও আনন্দময়। ভগবান্ চিন্ময় ও আনন্দময়; তিনি যাঁহাদিগকে নিজ-জন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারাও চিন্ময় ও আনন্দময় হইয়া যায়েন; কিরূপে ইহা হয়, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

এই পয়ারের মর্ম্ম এই—ভক্ত-বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত নহে; পরন্তু ইহা অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও আনন্দময়। যাহা চিন্ময়, তাহাতে প্রাকৃত বিকারের স্থান নাই; সুতরাং ভক্তের চিন্ময় দেহে কণ্ডু-আদি প্রাকৃত রোগের সম্ভাবনা নাই। আবার যাহা আনন্দময়, তাহাতেও কোনও দুঃখের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

১৮৪। কোন্ সময়ে কি ভাবে বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত হইয়া যায়, তাহা বলিতেছেন।

দীক্ষাকালে ইত্যাদি পয়ারের **অন্বয় এইরূপ**:—দীক্ষাকালে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করেন; শ্রীকৃষ্ণ সেইকালে তাঁহাকে আত্মসম করেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পয়ারে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী "মর্ত্ত্যো যদা" ইত্যাদি শ্লোক তাহার প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই "মর্ত্ত্যো যদা" শ্লোকের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে।

দীক্ষাকালে—দীক্ষার সময়ে; শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণের সময়ে; 'গুরূপদেশ-কালে' (উক্ত শ্লোকের চক্রবর্ত্তি-টীকা)।

আত্ম-সমর্পণ—শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজের দেহ, মন, প্রাণ সমস্ত নিবেদন করা; নিজেকে এবং নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে সম্যক্‌রূপে অর্পণ করা; নিজের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এক-কথায় ইহকালের ও পরকালের যাহা কিছু আছে, বা যাহা কিছুর জন্য বাসনা আছে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করা। শ্লোকের "ত্যক্তসমস্ত-কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা" শব্দ-দ্বয়েই 'আত্মসমর্পণে'র তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। "ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা"-শব্দের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"গুরূপদেশকালে ত্যক্ত-সমস্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মকামনঃ।" আর 'নিবেদিতাত্মা' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন—"নিবেদিতৌ আত্মানৌ অহন্তাস্পদমমতাস্পদে (আমি ও আমার বলিতে যাহা কিছু) যেন সঃ। যোহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ। তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতমিতি ব্যবসায়বান্ ভবতি—আমাকে ও আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, ইহকালে ও পরকালে আমার যাহা কিছু আছে, হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! তৎসমস্তই তোমার চরণে সম্যক্‌রূপে অর্পণ করিলাম। এইরূপ বলিয়া আত্ম-নিবেদন করিয়া যে ব্যক্তি তদনুরূপ আচরণই করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই আত্ম-সমর্পণকারী বলা যায়।" টীকাস্থিত "নাথ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মসমর্পণকারী শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বতোভাবে নিজের স্বামী বা নিয়ন্তা বলিয়া মনে করেন; আত্ম-সমর্পণকারীর দেহ, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই আত্মসমর্পণের পরে শ্রীকৃষ্ণের হইয়া যায়; নিজের কোনও কার্য্যে তাহার আর কোনও চেষ্টা থাকে না; তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত বাসনা, কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির নিমিত্তই হইয়া থাকে। বিক্রীত গরুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যেমন কাহারও কোনও চেষ্টা বা ভাবনা থাকে না, আত্ম-সমর্পণকারীরও তাঁহার নিজের দেহ-দৈহিক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কোনওরূপ চেষ্টা বা ভাবনা থাকে না।

সেইকালে—দীক্ষা-সময়ে বা আত্মসমর্পণ-সময়ে। **আত্মসম**—নিজের তুল্য, কৃষ্ণের তুল্য। কৃষ্ণ যেমন গুণাতীত, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, আত্ম-সমর্পণকারীকে তিনি তদ্রূপ গুণাতীত, অপ্রাকৃত, চিন্ময় করিয়া লয়েন। কেবল গুণাতীতত্বাংশে বা চিন্ময়ত্বাংশেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্ম-সমর্পণকারীর সমতা, সর্ব্ব-বিষয়ে সমতা নহে; বাস্তবিক সর্ব্ববিষয়ে কেহই কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সজাতীয় ভেদ-শূন্য অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব। শ্লোকের "অমৃতত্বং" এবং "আত্মভূয়ায়" শব্দদ্বয়ে এই "আত্মসমতা"র অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। "অমৃতত্বং"-শব্দের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অমৃতত্বং মরণধর্ম্মাভাবং—মরণ-ধর্ম্মশূন্যতা, সুতরাং অপ্রাকৃতত্ব, চিন্ময়ত্ব।" সনাতন-গোস্বামিপাদও তাহাই বলেন—"অমৃতত্বং সংসার-ধ্বংসেন মরণাতীতত্বং পরমানন্দরসং বা—আত্ম-সমর্পণকারী মরণাতীতত্ব (অপ্রাকৃতত্ব) অথবা পরমানন্দরস লাভ করেন।" "আত্মভূয়ায়"-শব্দের অর্থ শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্যন্ত-সংযোগায়—সেবা-যোগ্যত্ব।" চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"আত্মভাবায় আত্মনঃ স্বস্য স্থিত্যৈ কল্পতে, যত্রাহং তিষ্ঠামি তত্রৈব সোঽপি মৎসেবার্থং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেখানে থাকি, আত্ম-সমর্পণকারীও সেই স্থানে আমার (কৃষ্ণের) সেবার নিমিত্ত থাকেন; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবাযোগ্য চিন্ময়ত্ব লাভ করে।" পরবর্ত্তী পয়ারেও এই কথাই স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। শ্লোকের "বিচিকীর্ষিতঃ"-শব্দের টীকায়ও চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "আত্ম-সমর্পণকারী নিস্ত্রৈগুণ্য এব স্যাৎ—নিস্ত্রৈগুণ্য, গুণাতীত, অপ্রাকৃত হয়েন।" সুতরাং আত্ম-সমর্পণকারী কেবল গুণাতীতত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব—চিন্ময়ত্বাংশেই কৃষ্ণের সমতা লাভ করিতে পারেন, সমস্ত বিষয়ে নহে।

সেইকালে করে আত্মসম—যথাশ্রুত অর্থে বুঝা যায়, দীক্ষাকালেই ভক্ত চিন্ময়ত্ব লাভ করেন; সেই সময়েই কৃষ্ণ তাঁহাকে অপ্রাকৃত করেন। কিন্তু "মর্ত্ত্যো যদা" শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে,

সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময়। | অপ্রাকৃতদেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দীক্ষাকালেই ভক্ত সম্পূর্ণ চিন্ময়ত্ব লাভ করেন না, সেই সময়ে চিন্ময়ত্ব লাভের আরম্ভ মাত্র হয়। পরে যখন সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের প্রভাবে নিষ্ঠা-রুচি ইত্যাদি ক্রমে ভক্ত রতি-পর্য্যায়ে আরোহণ করেন, তখনই সম্যক্ চিন্ময়ত্ব লাভ হইয়া থাকে। শ্লোকের "বিচিকীর্ষিতঃ"-শব্দের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। (শ্রীভা, ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। তিনি লিখিয়াছেন—"বিচিকীর্ষিতঃ ইতি সন্-প্রত্যয়-যোগাৎ নির্গুণঃ কর্ত্তুমারভ্যমাণ এব স শনৈঃ শনৈর্ভক্ত্যাভ্যাসবান্ নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরিতি ভূমিকারূঢ় এব সম্যক্ নির্গুণঃ স্যাৎ।"

প্রশ্ন হইতে পারে, দীক্ষা-সময়ে আত্ম-সমর্পণকালে যদি চিন্ময়ত্ব-লাভের আরম্ভ মাত্র হয়, এবং রতি-পর্য্যায়ে আরোহণের পূর্ব্বে যদি সম্যক্ চিন্ময়ত্ব-লাভ না-ই হয়, তাহা হইলে বলা হইল কেন—"সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম,—সেই সময়েই কৃষ্ণ তাঁকে আত্মসম চিন্ময় করেন?" উত্তর—যিনি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহার চিন্ময়ত্বলাভ নিশ্চিত, ইহা সূচনা করার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে "সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।" আত্ম-শক্তিহীন কোনও শিশু যদি সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে নিপতিত হয়, আর তাহার উদ্ধারের সমস্ত পথই যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যেমন তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই, মৃত্যুর উপক্রমেই লোকে বলিয়া থাকে "শিশুটী সমুদ্রে পড়িয়া মারা গেল"—তদ্রূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, ঐ আত্মসমর্পণ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তিনি নিজে অথবা অপর কেহও যদি চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিন্ময়ত্বপ্রাপ্তি নিশ্চিত বলিয়া আত্ম-সমর্পণ-কালে চিন্ময়ত্ব লাভের উপক্রমেই বলা হয়, "সে চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে।"

১৮৫। **সেই দেহ** ইত্যাদি পয়ারে, শ্রীকৃষ্ণ যে আত্ম-সমর্পণকারীর দেহকে কেবল চিন্ময়ত্বাংশেই আত্মসম করিয়া লয়েন, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন। **সেই দেহ**—শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত দেহ। **তাঁর**—আত্মসমর্পণ-কারী ভক্তের। **চিদানন্দময়**—চিন্ময় ও আনন্দময়। পূর্ব্ব পয়ারে যে আত্ম-সমর্পণকারীর দেহকে 'শ্রীকৃষ্ণ আত্মসম' করেন বলা হইয়াছে, এই স্থলে তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার দেহকে 'চিদানন্দময়' করিয়া লয়েন, অর্থাৎ কেবল "চিদানন্দময়ত্বাংশে" আত্মসম করেন, অপর সকল বিষয়ে নহে।

তাঁর চরণ ভজয়—শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করেন।

আত্ম-সমর্পণকারী ভক্তের দেহ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যখন চিদানন্দময় অপ্রাকৃত হইয়া যায়, তখন সেই অপ্রাকৃত দেহেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন করেন। বাস্তবিক প্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতে পারে না; কারণ, অপ্রাকৃত-বস্তু প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাকৃত জীব যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা কি তবে সমস্তই বৃথা? উত্তর—তাহা বৃথা নহে, এই সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রভাবে সাধকের দেহ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ক্রমশঃ চিন্ময়ত্ব লাভ করিতে থাকে; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান, চিন্ময়ত্ব-লাভের উপায় বা সাধন-স্বরূপ। এইরূপ সাধনের পরিপাকে সাধকের অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে, তাঁহার আত্ম-সমর্পণের যোগ্যতা লাভ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহার দেহের প্রাকৃতত্ব নষ্ট হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ হয়; তখনই বাস্তবিক ভজন আরম্ভ হয়। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হইয়া যায়, ভক্তি-সংসর্গেও তদ্রূপ সাধকের প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত হইয়া যায়। "প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধুবুদ্ধ্যামহে। শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" কেবল সাধকের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি নহে, পরন্তু অন্ন-জল-পত্র-পুষ্পাদি ভগবৎ-সেবার প্রাকৃত উপকরণ-সমূহও ভক্তি-অঙ্গের সংশ্লিষ্ট হইলে ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে সাধকের সঙ্কল্পমাত্রেই অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। "জগত্যস্মিন্ যানি যানি বস্তূনি মিথ্যাভূতান্যুপলভ্যন্তে তেষামেব ভক্তিসম্পর্কাৎ মিথ্যাভূতত্বং প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বভক্তেচ্ছানুকূলেন পরম-সত্যত্বমেব তৎক্ষণ এব সৃজ্যতে।—চক্রবর্ত্তী, শ্রীভা, ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায়।"

তথাহি (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ৯

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া॥ ১৮৬

ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাঙ যবে।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধ-দণ্ড পাইতাঙ তবে॥ ১৮৭

পারিষদ-দেহ এই—না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিন পাইল অঙ্গে চতুঃসমের গন্ধ॥ ১৮৮

বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।৪৯-শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৮৪ ৮৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৬। "সনাতনের দেহে কৃষ্ণ" হইতে "পাইতাম তবে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে প্রভু আবার দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন। এইবার ভক্তভাবে ভক্তোচিত দৈন্য প্রকাশ করিয়া প্রভু বলিলেন—"সনাতনের অপ্রাকৃত দেহ, তাহাতে কণ্ডু হওয়ার কোনও হেতু নাই। বৈষ্ণবের দেহ যে অপ্রাকৃত, তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে কিনা, ইহা পরীক্ষা করার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের দেহে কণ্ডু প্রকট করিয়া আমার নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন; প্রাকৃত-বুদ্ধিতে সনাতনের কণ্ডু-রসাময় দেহকে ঘৃণা করিয়া আমি যদি তাঁহাকে আলিঙ্গন না করিতাম, তাহা হইলে সনাতনের নিকটে আমার বৈষ্ণব-অপরাধ হইত, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দণ্ড দিতেন।"

কণ্ডু উপজাঞা—কণ্ডু উৎপন্ন করিয়া; কণ্ডু প্রকট করিয়া। **আমা পরীক্ষিতে**—(প্রভু বলিতেছেন) আমাকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত; বৈষ্ণবে আমার বিশ্বাস আছে কিনা, বৈষ্ণবের দেহ যে অপ্রাকৃত, এই বাক্যে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত। **ইহাঁ**—আমার নিকটে নীলাচলে।

১৮৭। ঘৃণা করি—সনাতনের কণ্ডুরসাযুক্ত দেহকে ঘৃণা করিয়া। **কৃষ্ণ-ঠাঞি**—কৃষ্ণের নিকটে; কৃষ্ণের হাতে। **অপরাধ-দণ্ড**—অপরাধের দণ্ড বা শাস্তি। কোনও বৈষ্ণবের নিকটে কাহারও অপরাধ হইলে, বৈষ্ণব অপরাধ গ্রহণ করেন না, শাস্তির ব্যবস্থাও করেন না, শাস্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণেও প্রার্থনা করেন না। অপরাধ গ্রহণ করেন—ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণই ঐ অপরাধের শাস্তিবিধান করেন। তাই প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণঠাঞি অপরাধ-দণ্ড পাইতাম।"

১৮৮। প্রভু আরও বলিলেন, "সনাতনের দেহ সাধারণ জীবদেহ নহে; সনাতন ভগবৎ-পার্ষদ (ব্রজের রতিমঞ্জরী বা লবঙ্গমঞ্জরী); তাঁহার দেহ পার্ষদের দেহ, অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ; সুতরাং তাঁহার দেহে প্রাকৃত বিকার-জনিত দুর্গন্ধ জন্মিতে পারে না। বাস্তবিক সনাতনের দেহে দুর্গন্ধ ছিল না; তাঁহার কণ্ডুরসায়ও দুর্গন্ধ নাই, ছিল না; প্রথম যে দিন সনাতন এখানে আসিয়াছিলেন, সেই দিনও তাঁহার দেহে কণ্ডুরসা ছিল; কিন্তু সেই দিনও আমি তাঁহার দেহে দুর্গন্ধ পাই নাই; পাইয়াছিলাম চতুঃসমের গন্ধ।" **পারিষদ**—পার্ষদ; ভগবৎ-পরিকর। **এই**—সনাতনের এই দেহ অপ্রাকৃত পার্ষদদেহ। **চতুঃসম**—চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, ও অগুরু এই চারিটী সুগন্ধি জিনিসের মিশ্রণে চতুঃসম প্রস্তুত হয়। এই চারিটী বস্তুর প্রত্যেকটীই সুগন্ধি; সুতরাং চতুঃসমের গন্ধ অত্যন্ত মনোরম। ভগবান্ ও ভগবৎ-পরিকরগণ ইহা অনুলেপরূপে অঙ্গে ব্যবহার করেন।

১৮৯। "বস্তুতঃ প্রভু যবে" ইত্যাদি পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

বস্তুতঃ—বাস্তবিক। **কৈল আলিঙ্গন**—সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। **তাঁর স্পর্শে**—প্রভুর স্পর্শে। **গন্ধ**—সনাতনের কণ্ডুরসাময় অঙ্গের গন্ধ। **চন্দনের সম**—চন্দনের মত (বা চন্দন-উপলক্ষণে চন্দন-যুক্ত চতুঃসমের মত) সুগন্ধ।

প্রভু কহে—সনাতন ! না মানিহ দুঃখ।
তোমা-আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥ ১৯০
এ বৎসর তুমি ইহাঁ রহ আমা সনে ॥
বৎসর বহি তোমা পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥ ১৯১
এত বলি পুন তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥ ১৯২
দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন—এই ভঙ্গী যে তোমার ॥ ১৯৩
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলা ॥ ১৯৪
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহো নাহি জানে ॥ ১৯৫
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হঞা প্রেমময় ॥ ১৯৬
এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস-সনে ॥ ১৯৭
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা ॥ ১৯৮
যেকালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥ ১৯৯
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই সথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥ ২০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গ্রন্থকার বলিতেছেন, প্রভু যখন প্রথম দিন সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন প্রভুর স্পর্শে, প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিতে সনাতনের কণ্ডুরসার দুর্গন্ধ দূর হইয়া তাহাতে চতুঃসমের মত সুগন্ধ হইয়াছিল।

১৯০। **না মানিহ দুঃখ**—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছি বলিয়া তুমি মনে দুঃখ করিও না। তোমাকে আলিঙ্গন করিলে বড়ই সুখ হয়, তাই আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি।

১৯১। **ইহাঁ**—নীলাচলে। **বৎসর বহি**—বৎসরের অন্তে।

১৯২। **কণ্ডু গেল** ইত্যাদি—প্রভুর আলিঙ্গনে, প্রভুর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সনাতনের দেহের কণ্ডু হঠাৎ দূর হইয়া গেল ; তখন তাঁহার দেহ সোনার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাসুদেবের গলিত কুষ্ঠও এইভাবে প্রভুর আলিঙ্গনে দূর হইয়া গিয়াছিল। (মধ্য সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

১৯৩। **এই ভঙ্গী**—লীলার ভঙ্গী ; লীলার বৈচিত্রী।

১৯৪। "সেই ঝারিখণ্ডের" হইতে "কেহো নাহি জানে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে হরিদাস ঠাকুর প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, তোমার লীলার ভঙ্গী আমরা কি বুঝিব ? তুমি হৃষীকেশ, তুমিই সর্ব্ব-জীবের নিয়ন্তা, প্রবর্ত্তক ; ঝারিখণ্ডের পথে নীলাচলে আসিবার নিমিত্ত তুমিই সনাতনের ইচ্ছা জন্মাইয়াছ, ঝারিখণ্ডের অপরিস্কৃত জল পান করার নিমিত্ত তুমিই সনাতনের প্রবৃত্তি জন্মাইলে ; সেই জলের উপলক্ষ্যে তুমিই সনাতনের দেহে কণ্ডু জন্মাইলে; কণ্ডু জন্মাইয়া তুমিই সনাতনকে পরীক্ষা করিলে ; আবার তুমিই এখন তাঁহার কণ্ডু দূর করিয়া দিলে; এ সমস্ত লীলার রহস্য আমরা কি বুঝিব ?"

১৯৫। **পরীক্ষা কৈলে**—সনাতনকে পরীক্ষা করিলে। কণ্ডুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে কিনা, শারীরিক যন্ত্রণার তীব্রতায় ভগবানের উপর দোষারোপ করে কিনা, নিজের নিয়মিত কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা করিলেন।

১৯৬। **হঞা প্রেমময়**—প্রেমে গদ্‌গদ্ হইয়া।

১৯৮। **দোলযাত্রা দেখি**—দোলযাত্রা দেখার পরে। **তাঁরে**—সনাতনকে। **সব শিক্ষাইল**—গ্রন্থপ্রচার ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধারাদি যে যে কার্য্য যে যে ভাবে শ্রীবৃন্দাবনে সমাধান করিতে হইবে, তাহা সনাতনকে উপদেশ করিলেন।

১৯৯। **দুই জনার**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং সনাতনের। **বিচ্ছেদদশা**—বিরহের কাতরতা। **না যায় বর্ণন**—অবর্ণনীয় ; বর্ণনার অযোগ্য।

যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল, যাহাঁ যেই লীলা।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য-স্থানে সব লিখি নিলা ॥২০১
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সভারে মিলিয়া।
সেই পথে সনাতন চলে সে স্থান দেখিয়া ॥ ২০২
যে-যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে ॥
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥ ২০৩
এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে রূপগোসাঞি আসি তাঁহারে মিলিলা ॥ ২০৪
একবৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল ॥ ২০৫
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁটি দিল ॥ ২০৬
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নিবেদন।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥ ২০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০১। **শৈল**—পর্ব্বত।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে বনপথে নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, শ্রীসনাতনও সেই পথে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। পথে প্রভু যে যে স্থানে যে যে লীলা করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া সেই সেই লীলা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সনাতনের ইচ্ছা হওয়ায়, প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সঙ্গী শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সেই সেই স্থানের নাম ও সেই সেই স্থানের লীলাদি লিখিয়া লইলেন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য-স্থানে—বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে। মহাপ্রভু বনপথে যখন বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য তখন সঙ্গে ছিলেন; তাই তিনি পথের সব বিবরণ জানিতেন এবং যে স্থানে প্রভু যে লীলা করিয়াছিলেন তাহাও জানিতেন।

২০২। **সভারে মিলিয়া**—সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া। **সেই পথে**—যে পথে প্রভু গিয়াছিলেন, সেই বনপথে। **সে স্থান**—বনপথে প্রভুর লীলাস্থান।

২০৩। **প্রেমাবেশ হয় সনাতনে**—সনাতন প্রেমে আবিষ্ট হয়েন।

২০৪। **পাছে**—সনাতন বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পরে। সনাতন নীলাচলে পৌঁছিবার দিন দশেক পূর্ব্বেই পূর্ব্ব-বৎসরের দোল-যাত্রার পরে রূপগোস্বামী নীলাচল হইতে গৌড় হইয়া বৃন্দাবনে রওয়ানা হইয়াছিলেন। সনাতনও নীলাচলে এক বৎসর ছিলেন; তথাপি রূপগোস্বামী সনাতনের পরে কেন বৃন্দাবনে আসিলেন, তাহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২০৫। বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করার নিমিত্ত রূপগোস্বামী গৌড়ে এক বৎসর বিলম্ব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের তৎকালীন রাজধানী ছিল গৌড়নগর; ইহা বর্ত্তমান মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত। **কুটুম্বের স্থিতি**—কুটুম্বদিগের বাসস্থান; শ্রীরূপসনাতনাদির স্থাবর-সম্পত্তি যাহা ছিল, সমস্ত কুটুম্বদিগের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দিয়া, কে কোন্ স্থানে থাকিবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গেলেন। **অর্থ**—টাকা-পয়সাদি অস্থাবর সম্পত্তি। অস্থাবর সম্পত্তিও কুটুম্বাদির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। কিরূপে দিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

২০৬। গৌড়ে তাঁহাদের যে নগদ সম্পত্তি ছিল, তাহা আনাইয়া কিছু অংশ কুটুম্বদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন, কিছু অংশ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন এবং কিছু অংশ দেবালয়ে দান করিলেন।

২০৭। **সব মনঃকথা** ইত্যাদি—যাহার নিকটে যাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল, তাহার নিকটে তাহা সব বলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া রূপগোস্বামী গৌড় হইতে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

কেবল বিষয়-সম্পত্তির চিন্তাই যে সাধকের ভজনের বিঘ্ন জন্মায় তাহা নহে, সাধকের মনে যদি কোনও গোপনীয় কথা থাকে, তবে তাহাও মনের মধ্যে অসময়ে উদিত হইয়া তাহার ভজনের বিঘ্ন জন্মায়। সুতরাং মনের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া মনকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া লওয়াই ভাল। রূপগোস্বামীও তাহা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গেলেন।

দুইভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥ ২০৮
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলা ॥ ২০৯
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥ ২১০
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশমটিপ্পনী ॥
কৃষ্ণলীলারস প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥ ২১১
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহাঁ পাইয়ে পার ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"নিবেদন"-স্থলে "নির্ব্বাহণ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; নির্ব্বাহণ—সমাধান। মনঃকথা-নির্ব্বাহণ—যে যে কাজ করিবার সঙ্কল্প মনে ছিল, তৎসমস্ত সমাধা করিলেন।

২০৮। **দুই ভাই**—রূপ ও সনাতন। **নির্ব্বাহিল**—সম্পন্ন করিলেন; তাঁহাদের প্রতি প্রভু যে যে কার্য্যের আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা করিলেন। কি কি কার্য্য তাঁহারা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে উক্ত হইয়াছে।

২০৯। অনেক প্রকারের শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সে সকল শাস্ত্র-দৃষ্টে শ্রীবৃন্দাবনের কোন্ স্থানে কোন্ তীর্থ ছিল, তাহা নির্ণয় করিয়া লুপ্ততীর্থ সকল প্রকট করিলেন; এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলেন।

২১০। **ভাগবতামৃতে**—শ্রীশ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতগ্রন্থ। **ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণতত্ত্ব**—ভক্তিতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব। **যাহা হৈতে**— যে (ভাগবতামৃত) গ্রন্থ হইতে।

২১১। **সিদ্ধান্ত-সার**—সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম আছে যাহাতে, এমন গ্রন্থ (দশমটিপ্পনী)। **দশমটিপ্পনী**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকা। **কৃষ্ণলীলারস** ইত্যাদি—যে দশমটিপ্পনী হইতে কৃষ্ণলীলা-রস ও প্রেম-বিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানা যায়।

২১২। **হরিভক্তিবিলাস**—বৈষ্ণবের স্মৃতি-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের আচার ও কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণ হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দসরস্বতীর শিষ্য শ্রীপাদ গোপালভট্ট-গোস্বামীই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করিয়াছেন। "ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ-প্রিয়স্য। গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥১।১২।" শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন —টীকার নাম দিগ্‌দর্শিনী। এই টীকা হইতে মনে হয়—যখন এই গ্রন্থ লিখিত হয়, তখন শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে ছিলেন। "শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়ীয়কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ :—গৌড়কায়স্থকুলাব্জ-ভাস্কর পরমভাগবত শ্রীমথুরাশ্রিত শ্রীরঘুনাথদাস এবং তৎকালে শ্রী-মথুরাশ্রিত অন্যান্য (ভট্টগোস্বামীর) নিজ সঙ্গীদের সন্তোষ-বিধানার্থ (এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে)। নীলাচলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাসম্বরণের পরেই শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; সুতরাং প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরেই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ-শ্লোকসমূহ সংগ্রহ করিয়া শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামী এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার টীকাতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহকে বিশদীকৃত করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—বৈষ্ণব-স্মৃতি লিখিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকেই আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা লিখিলেন না কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এই। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামীই আপনা হইতেই বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুকূল প্রমাণাদি বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতেছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন হয়তো মনে করিলেন, তাহাতেই মহাপ্রভুর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তাই তিনি নিজে আর পৃথগ্‌ভাবে বৈষ্ণবস্মৃতি-প্রণয়নের চেষ্টা করেন নাই;

আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন ?।
মদনগোপাল-গোবিন্দের কৈল সেবা-স্থাপন ॥২১৩
রূপগোসাঞি কৈল রসামৃত গ্রন্থসার।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার॥ ২১৪
উজ্জ্বলনীলমণি-নাম গ্রন্থ কৈল আর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসের যাহাঁ পাইয়ে পার॥ ২১৫
বিদগ্ধললিতমাধব—নাটকযুগল।
কৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল॥ ২১৬
দানকেলিকৌমুদী-আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
যেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস প্রচারিল॥ ২১৭
তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—জীবগোসাঞি নাম ॥২১৮
সর্ব্ব ত্যাগী তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥ ২১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিলে ভট্টগোস্বামীর মর্য্যাদাও লঙ্ঘিত হইত, শ্রীপাদ সনাতনেরও অহমিকা প্রকাশ পাইত; মর্য্যাদাহানির বা অহমিকা প্রকাশের প্রবৃত্তি শ্রীপাদ সনাতনে থাকা সম্ভব নয়। শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামীও বৈষ্ণব-সাধুদিগের সহিত আলোচনা ও বিচার করিয়াই এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি তাহা নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—"বিচার্য্য-সাধুভিঃ॥ ১৷১৷১॥" বৈষ্ণব-স্মৃতিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাও শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা ও বিচারের সময়ে শ্রীপাদ সনাতন যে সেই সেই বিষয় শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামীকে জানাইয়াছিলেন, তাহাও অনুমান করা যায়। যাহাহউক, শ্রীপাদ সনাতন এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়া যে নিজেও প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীসনাতনগোস্বামী যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, দশমটিপ্পনী ও হরিভক্তিবিলাসাদি প্রধান।

২১৩। **আর যত** ইত্যাদি—পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত শ্রীসনাতন গোস্বামী আরও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। **মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা**—শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা স্থাপন করিলেন (সনাতন-গোস্বামী)।

২১৪। এক্ষণে শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীর প্রণীত গ্রন্থাদির কথা বলিতেছেন। **রসামৃত**—শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। **গ্রন্থসার**—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ভক্তিগ্রন্থ-সমূহের সারতুল্য। এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

২১৫। **উজ্জ্বল নীলমণি**—শ্রীরূপগোস্বামীর প্রণীত অপর গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থে সখা, সখী, প্রেমতত্ত্ব আদি সমস্ত বিবৃত আছে।

২১৬। **বিদগ্ধললিতমাধব**—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামক নাটক দুইখানা। অন্ত্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে এই দুই নাটক-সম্বন্ধে বর্ণনা আছে।

২১৭। **দানকেলিকৌমুদী**—এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত আছে। **লক্ষগ্রন্থ**—শ্রীরূপগোস্বামী একলক্ষ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে মোট একলক্ষ শ্লোক আছে, ইহাই বোধহয় এই পয়ারের মর্ম্ম। অথবা, লক্ষ-শব্দ বহুত্ববাচক।

২১৮। **তাঁর লঘুভ্রাতা**—শ্রীরূপের ছোট ভাই। **শ্রীবল্লভ অনুপম**—শ্রীরূপের ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীবল্লভ ছিল; তাঁহার আর এক নাম ছিল অনুপম। **তাঁর পুত্র**—শ্রীবল্লভের পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী।

২১৯। **সর্ব্বত্যাগি**—সমস্ত বিষয়, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া। **তেঁহো**—শ্রীজীবগোস্বামী। **পাছে**—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামীর পরে। শ্রীজীবগোস্বামীও অনেক ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। নিম্ন-পয়ারসমূহে এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কয়েক খানির নাম লিখিত আছে।

ভাগবতসন্দর্ভ-নাম কৈল গ্রন্থসার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার॥ ২২০
গোপালচম্পূ-নাম গ্রন্থসার কৈল।
ব্রজের প্রেম-রস-লীলা-সার দেখাইল॥ ২২১
(ষট্‌সন্দর্ভে কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারিলক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল॥) ২২২
জীবগোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিলা॥ ২২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২০। **ভাগবতসন্দর্ভ**—ষট্‌সন্দর্ভের অপর নাম ভাগবতসন্দর্ভ। তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ,—এই ছয়খানি তত্ত্বগ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত।

২২১। **গোপাল চম্পূ**—শ্রীজীবগোস্বামীর অপর একখানা গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাসমূহ বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তর-চম্পূ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

২২২। **চারিলক্ষ গ্রন্থ**—সম্ভবতঃ চারিলক্ষ শ্লোকময় গ্রন্থ। কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

২২৩। গৌড় হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসার সময় শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ-প্রভুর-চরণে আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানাযায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন "শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল। অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎকার। ব্যাকরণ-আদি শাস্ত্রে অতি অধিকার॥ * *॥ অধ্যাপক স্থানে শাস্ত্র পড়ে নিরন্তর। দেখিয়া সবার অতি প্রসন্ন অন্তর॥ ১ম তরঙ্গ॥" ইহাতে বুঝা যায়, প্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবও তাঁহার পিতা শ্রীপাদ বল্লভের সঙ্গে রামকেলিতে ছিলেন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীবল্লভ এই তিন জনই গৌড়েশ্বর হুসেন-সাহের অধীনে রাজ-কর্মচারী ছিলেন। শ্রীবল্লভ নাকি টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। রামকেলিতে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করার পরেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বিষয়ত্যাগের চেষ্টা করেন; শ্রীরূপ রামকেলি ত্যাগ করিয়া স্বীয় পিতৃগৃহে (২।১৯।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) আসেন। ভক্তিরত্নাকর বলেন—শ্রীরূপ-সনাতন "পূর্ব্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে। কত চন্দ্রদ্বীপে কথ ফতয়াবাদেতে॥ শ্রীরূপ বল্লভসহ নৌকাতে চড়িয়া। বহু ধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া॥ ১ম তরঙ্গ॥" নীলাচল হইতে প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার কথা শুনিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ প্রভুর চরণ দর্শনের আশায় গৃহত্যাগ করেন এবং প্রয়াগে প্রভুর সঙ্গে তাঁহাদের মিলন হয়। ভক্তিরত্নাকর বলেন—"শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর। অনুপম নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর॥ ১ম তরঙ্গ॥" শ্রীজীব চন্দ্রদ্বীপে থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। "শ্রীজীব বালক-কালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে॥ কৃষ্ণ-বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প-চন্দনাদি দিয়া॥ বিবিধ ভূষণ-বস্ত্রে শোভা অতিশয়। অনিমিষ নেত্রে দেখি উল্লাস-হৃদয়॥ কনক-পুতলি প্রায় পড়ি ক্ষিতি-তলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হৈলা নেত্র-জলে॥ বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণ লৈয়া॥ ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ॥" শ্রীজীবের চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান-কালে একদিন রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম স্বপ্নযোগে শ্রীজীবকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে আবার গৌরবর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ রূপেও তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীজীব "লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভুপদ-তলে॥ করুণাসমুদ্র গৌর নিত্যানন্দ রায়। পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়॥ পরম-বাৎসল্যে পুনঃ করে আলিঙ্গন। কহিল অমৃতময় প্রবোধ বচন॥ শ্রীগৌরসুন্দর মহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। প্রভু নিত্যানন্দ-পদে দিল সমর্পিয়া॥ নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বারবার। এই মোর প্রভু হৌক সর্ব্বস্ব তোমার॥ ঐছে প্রভু অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে। দোঁহে অদর্শন দেখি নারে স্থির হৈতে॥ ভক্তি-রত্নাকর, ১ম তরঙ্গ॥" নিদ্রাভঙ্গ হইতেই শ্রীজীব দেখিলেন, রাত্রি আর নাই। অধ্যয়নের ছলে তিনি নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া তিনি নবদ্বীপে উপনীত হইলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে যাইয়া

প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিল চরণ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥ ২২৪
আজ্ঞা দিলা—শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে ॥ ২২৫
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা, আজ্ঞার ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিলা ॥ ২২৬
এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস।
ইহাঁসভার চরণ বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস ॥ ২২৭
এই ত কহিল পুন সনাতন সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গলদশ্রু-লোচনে শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণে লোটাইয়া পড়িলেন। মহাবাৎসল্য-ভরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে চরণযুগল স্থাপন করিলেন এবং পরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। "প্রভু প্রেমাবেশে কহে তোমার নিমিত্তে। আইলাম শীঘ্র এথা খড়দহ হৈতে॥ প্রভু কহে শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ। তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান॥ ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ॥" শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীজীব নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীতে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ভক্তি এবং সৌন্দর্য্যে শ্রীজীব সকলেরই শ্রদ্ধা এবং আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অন্তর্দ্ধানের পরে শ্রীজীবই বৃন্দারণ্যবাসী বৈষ্ণববৃন্দের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

২২৪। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীজীবের অভিপ্রায় জানিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃপা করিয়া তাঁহার মস্তকে চরণ দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; অধিকন্তু শ্রীজীবকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনকে আলিঙ্গন জানাইলেন।

তার মাথে—শ্রীজীবের মাথায়। **রূপসনাতন-সম্বন্ধে**—কাহারও যোগে দূরস্থিত কোনও ভক্তকে দণ্ডবৎ জানাইতে হইলে যেমন দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলা হয়, অমুককে আমার দণ্ডবৎ জানাইবে, তদ্রূপ শ্রীনিতাইচাঁদও শ্রীজীবের যোগে শ্রীরূপ-সনাতনকে আলিঙ্গন জানাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীজীবকে আলিঙ্গন করিলেন।

অথবা, শ্রীজীবের সঙ্গে শ্রীরূপসনাতনের সম্বন্ধ আছে বলিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি প্রীতির আবেশে শ্রীনিতাই-চাঁদ শ্রীজীবকে আলিঙ্গন করিলেন।

২২৫। **আজ্ঞা দিল**—শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীজীবকে আদেশ দিলেন।

তোমার বংশে ইত্যাদি—শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীজীবকে বলিলেন, "শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে যাওার আদেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের উপলক্ষ্যে তাঁহাদের বংশের সকলকেই প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ করিয়াছেন। শ্রীজীব, তুমি তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র; সুতরাং তুমিও শীঘ্র বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।"

২২৬। **তাঁর আজ্ঞা**—শ্রীনিতাইচাঁদের আজ্ঞা। **আইলা**—শ্রীজীব বৃন্দাবনে আসিলেন। **আজ্ঞার ফল**—ভক্তিগ্রন্থাদি প্রণয়নের শক্তি

শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা ব্যতীত বাস্তবিক কেহই ব্রজবাসের অধিকার ও ব্রজবাসের ফল পাইতে পারে না; শ্রীনিতাইচাঁদ মূল ভক্ত-তত্ত্ব; তাঁর কৃপা হইলেই ভক্তির কৃপা হইতে পারে। তাঁর কৃপা হইলেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পাওয়া যাইতে পারে। তাই শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন, "নিতাই-এর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।"

২২৭। **এই তিন গুরু**—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব; ইঁহারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু। **রঘুনাথ দাস**—ইনিও কবিরাজ-গোস্বামীর আর একজন শিক্ষাগুরু।

২২৮। **পুন সনাতন সঙ্গমে**—প্রভুর সহিত সনাতনের পুনর্মিলন। রামকেলিতে একবার, বারাণসীতে একবার এবং নীলাচলে পুনর্ব্বার প্রভুর সহিত সনাতনের মিলন হয়। **প্রভুর আশয়**—প্রভুর অভিপ্রায়। সনাতন ও হরিদাসকে প্রভু যে লাল্য-জ্ঞান করেন, প্রধানতঃ এই অভিপ্রায়।

চৈতন্যচরিত এই ইক্ষুদণ্ডসম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন ॥ ২২৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ-সনাতনসঙ্গমো নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৯। **ইক্ষুদণ্ড সম**—ইক্ষুদণ্ড দেখিলেই স্বাদ পাওয়া যায় না, বল্কলসহ মুখে দিলেও স্বাদ পাওয়া যায়না; বল্কল ফেলিয়া মুখে দিলে সামান্য কিছু স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু চর্ব্বণ করিলেই রস বাহির হয় এবং রসের স্বাদ পাওয়া যায়। তদ্রূপ, কেবল ঘরে রাখিয়া দর্শন করিলে, অথবা কেবল পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিলেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না; কেবল পাঠমাত্র করিয়া গেলে মাধুর্য্য কিছু কিছু অনুভব করা যায় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ রসাস্বাদ পাওয়া যায় না; শ্রীশ্রীগৌরের এবং শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের চরণ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের চরণে তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিয়া গ্রন্থের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করিলে এবং রসিক ভক্তবৃন্দের সহিত এই গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে পারিলেই তাঁহাদের কৃপায় গ্রন্থের মাধুর্য্য উপলব্ধি হইতে পারে। এই পর্য্যন্তই ইক্ষুদণ্ডের সহিত কিঞ্চিৎ সমতা; ইক্ষুদণ্ডও কতক্ষণ চর্ব্বণ করিলে রস শেষ হইয়া যায়, তখন আর কোনও স্বাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ যতই আলোচনা করিবে, ততই ইহার রসের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইবে; ইহা মাধুর্য্যের অক্ষয় সরোবর।